রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ
(একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি কোম্পানি)
বাড়ি নং-১৯, রোড নং-১/বি, সেক্টর-০৯
উত্তরা মডেল টাউন, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
www.rpcl.gov.bd

দৈনিক
# পাঞ্জেরী
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ
The Daily Panjeree

BPDB-RPCL Powergen Ltd
বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ
(একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি কোম্পানি)
ঢাকা স্কয়ার (৪র্থ তলা), বাড়ি নং # ০১, রোড নং # ১৩,
সেক্টর # ০১, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
www.brpowergen.org.bd

www.dailypanjeree.com
রেজিঃ ডিএ ১৮৭৮ ■ বর্ষ ৮ ■ সংখ্যা ১৬১ ■ ঢাকা সোমবার ■ ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ■ ২৫ ভাদ্র ১৪২৬ বাংলা ■ ৯ মহররম ১৪৪১ হিজরি ■ পৃষ্ঠা ৮ ■ মূল্য ৪ টাকা
The Daily Panjeree

# জিয়া-এরশাদকে বৈধ রাষ্ট্রপতি বলা যায় না : প্রধানমন্ত্রী

পঁচাত্তরে জাতির পিতার হত্যার পর জিয়া ক্ষমতা দখল করেন। তাকে অনুসরণ করে এরশাদ প্রথমে মার্শাল ল' জারি করেন। এরপর নিজেই ক্ষমতা দখল করেন। হাইকোর্ট এই দু'জনের ক্ষমতা দখলকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন।

রোববার একাদশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনে সদ্যপ্রয়াত বিরোধীদলীয় নেতা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শোক প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা —পিআইডি

সংসদ প্রতিবেদক

জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনক্ষমতাকে অবৈধ বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'পঁচাত্তরে জাতির পিতার হত্যার পর জিয়া ক্ষমতা দখল করেন। তাকে অনুসরণ করে এরশাদ প্রথমে মার্শাল ল' জারি করেন। এরপর নিজেই ক্ষমতা দখল করেন। হাইকোর্ট এই দু'জনের ক্ষমতা দখলকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। এর ফলে এই দু'জনের কাউকেই বৈধ রাষ্ট্রপতি বলা যায় না।' রোববার জাতীয় সংসদে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মৃত্যুতে আনা শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

জিয়া ও এরশাদের ক্ষমতা ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

এতিম কিশোরকে চিকিৎসার জন্য ১০ লাখ টাকা দিলেন প্রধানমন্ত্রী : পৃষ্ঠা-২

## চলতি অধিবেশন ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

একাদশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশন আগামী ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। সংসদ ভবনে রোববার অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের 'কার্য উপদেষ্টা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে প্রয়োজনে এ সময় স্পিকার পরিবর্তন করতে পারবেন বলেও সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিটির সভাপতি স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী সভায় সভাপতিত্ব করেন। কমিটির সদস্য, সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি সভায় অংশগ্রহণ করেন।

কমিটির সদস্য রওশন এরশাদ, আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, ওবায়দুল কাদের, হাসানুল হক ইনু, মো. ফজলে রাব্বী মিয়া, আনিসুল হক, আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, নূর-ই-আলম চৌধুরী এবং আবদুস সাত্তার ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

সদরঘাট টার্মিনালের ফুটপাতে হকার ও অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ অভিযান চালায় বিআইডব্লিউটিএ। ছবিটি সদরঘাট থেকে তোলা —পাঞ্জেরী

## চীনা ঋণের ফাঁদে না পড়ার পরামর্শ সিপিডির

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

চীনের ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড কার্যক্রম সম্প্রসারিত হলে বাংলাদেশের লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আরও সতর্ক থাকতে হবে। এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যেন চীনা ঋণের ফাঁদে না পড়ে। বেল্টের সুযোগ সুবিধার সবক্ষেত্রেই আরও বেশি দরকষাকষি করতে হবে।

রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত 'বেল্ট এন্ড রোডঃ তুলনামূলক অবস্থান থেকে বাংলাদেশের অবস্থান' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। তিনি বলেন, 'বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই)-এর মাধ্যমে আমাদের যে প্রস্তাবগুলো দেওয়া আছে আমরা তা নেব। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এই অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বিনিয়োগের শর্তগুলোর দিকে। দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে টেন্ডার থেকে শুরু করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## ৯ অক্টোবর থেকে ২২ দিন ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ইলিশ রক্ষায় প্রধান প্রজনন মৌসুম হিসেবে এবার আগামী ৯ অক্টোবর থেকে ২২ দিন অর্থাৎ ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ইলিশ ধরা ও বিক্রি নিষিদ্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মো. আশরাফ আলী খান খসরু।

রোববার সচিবালয়ে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় দু'টি বিদেশি জাহাজের অনুপ্রবেশের বিষয়ে নীতিনির্ধারণী সভা শেষে প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

মৎস্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, আশ্বিনী পূর্ণিমার সময় আগামী ৯ অক্টোবর থেকে ২২ দিন ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকবে। যেসব জেলার নদ-নদীতে ইলিশ ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## রপ্তানি আয়ে ধাক্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক

গত অর্থবছরে রেকর্ড পরিমাণ রপ্তানি আয় করেছে বাংলাদেশ। কিন্তু চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের শুরুর দ্বিতীয় মাসেই ধাক্কা লেগেছে রপ্তানি আয়ে। আগস্টে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে রপ্তানি আয় প্রায় সাড়ে ১২ শতাংশ কম হয়েছে। যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় দশমিক ৯২ শতাংশ কম। রোববার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রপ্তানির অর্ডার কমেছে। সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের মূল্যও কমেছে। এছাড়া অবকাঠামোগত সমস্যা, ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন না করা, ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদহারসহ বিভিন্ন ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## বিদেশি ট্রলার দু'টি কোন উদ্দেশ্যে ঢুকেছে, তদন্তে কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক

ক্যামেরুনের পতাকাবাহী মাছ ধরা ট্রলার দু'টি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়েছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরু। এই ট্রলার দু'টির বাংলাদেশে ঢোকার অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তার তদন্ত এবং এগুলোকে কী করা হবে, তা ঠিক করতে একটি কমিটি গঠন করেছে মন্ত্রণালয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে রোববার সচিবালয়ে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

'এফভি সি উইন্ড' ও 'এফভি সি ভিউ' নামে ফিশিং ভেসেল দু'টি গত গত ২১ আগস্ট থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টিনেন্টাল মেরিন ফিশারিজের জেটিতে রয়েছে।

এত তথ্য বিবরণিতে বলা হয়, 'মাছধরার অবৈধ জালভর্তি জাহাজ দু'টির স্থানীয় এজেন্ট ইন্টারমোডাল প্রাইভেট লিমিটেড মেরামতের অজুহাত দেখিয়ে সম্পূর্ণ ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে ২১ আগস্ট জেটিতে প্রবেশ করায় এবং ২৬ আগস্ট বন্দরত্যাগের কথা জানালেও এখনও জাহাজ দু'টি বাংলাদেশি জলসীমা ত্যাগ করেনি।'

বন্দরে মৎস্য অধিদপ্তরের পরিদর্শনের সময় মাছ ধরা এই ট্রলার দু'টি দেখার পর এগুলোর বিষয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া শুরু হয়। তথ্য বিবরণিতে বলা হয়, 'জাহাজ দু'টির কাগজপত্রে ব্যাপক ত্রুটিসহ কাটাকুটি করে পোর্ট ক্লিয়ারেন্স পরিবর্তন করা হয়েছে বলে তদন্তে বেরিয়ে এসেছে।

'মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর এবং কোস্টগার্ডের সরেজমিন তদন্তে জাহাজ দু'টিতে মেরামতযোগ্য কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়নি।' ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## খালেদা জিয়াকে 'সুস্থ' দেখিয়ে কারাগারে নেওয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে এবং প্রচণ্ড অসুস্থ জানিয়ে তাঁর মুক্তির দাবিতে বিএনপি দুদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর মানববন্ধন ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপির কর্মসূচি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক

কারাবন্দী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ৫ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে- ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ও ১২ সেপ্টেম্বর সারাদেশে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হবে। এছাড়া খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ২১ সেপ্টেম্বর সিলেটে, ২৬ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ ও ২৭ সেপ্টেম্বর রাজশাহীতে সমাবেশ হবে। রংপুরের সমাবেশের তারিখ পরে জানানো হবে বলে জানান তিনি। রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## শাহজাদপুরের সাব-রেজিস্ট্রারসহ ৪ জনকে সাময়িক বরখাস্তের সুপারিশ

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের সাব-রেজিস্ট্রার সুব্রত কুমার দাস ও তিন কর্মচারির বিরুদ্ধে ঘুষ বাণিজ্যসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্তে এসব অভিযোগের সত্যতা ও প্রমাণ পাওয়ায় ঐ চার জনকে সাময়িক বরখাস্তসহ তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তির সুপারিশ জানিয়েছে জেলা রেজিস্ট্রার। রোববার সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন ঢাকায় ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রার (আইজিআর) কার্যালয়ে সরকারি ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে বলে জানা যায়।

দুর্নীতিগ্রস্ত ঐ অফিসের তিন কর্মচারি হলেন-সহযোগী মহরার আব্দুস সালাম, নকল নবিশ সুমন আহমেদ ও দৈনিক মজুরি চুক্তির উমেদার

(অফিস সহায়ক) আনিছুর রহমান।

জেলা রেজিস্ট্রার আবুল কালাম মো. মন্জুরুল ইসলাম বলেন, 'সাব রেজিস্ট্রার সুব্রত কুমার দাসসহ চার জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে আইজিআর কার্যালয়ে প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে। আইজিআর কার্যালয়ে সোমবার সশরীরে আমাকেও হাজির হতেও বলা হয়েছে। হয়তো চূড়ান্ত কোনও নির্দেশনাও দেওয়া হতে পারে।'

এদিকে ঐ চার জনকে অপসারণ ও শাস্তির দাবিতে রোববার দুপুরে মানববন্ধন হয়েছে। শাহজাদপুর উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে ব্যানার ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে এলাকাবাসী, দলিল লেখক, দলিল লেখক সহকারী এবং পথচারিরা অংশ নেন।

প্রসঙ্গত, শাহজাদপুর উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রারসহ তার কার্যালয়ের কিছু কর্মচারির ঘুষ নেওয়ার একটি ভিডিও গত ১৫ আগস্ট ফেসবুকে পোস্ট করেন সোহেল রানা নামের এক ব্যক্তি। প্রথমে জানা যায় তিনি শাহজাদপুর ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## রওশনকে বিরোধীদলীয় নেতা করতে স্পিকারকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদক

জাতীয় পার্টির সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান রওশন এরশাদকে জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা করার প্রস্তাব করে স্পিকার ড. শিরীন শারমিনকে চিঠি দিয়েছে জাতীয় পার্টি। অনেক নাটকীয়তার পর দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের পরিবর্তে রওশন এরশাদকে ঐ পদ দেয়ার জন্য রোববার সন্ধ্যায় স্পিকারের কাছে চিঠি দেয়া হয়। এর আগে ওই পদ পাওয়ার জন্যই দু'জনের তরফ থেকে স্পিকারের কাছে পাল্টাপাল্টি চিঠি দেয়া হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় পার্টির সিনিয়র নেতা কাজী ফিরোজ রশীদ ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হচ্ছে স্বপ্নের মেট্রোরেলের পথ। উত্তরা থেকে মিরপুর হয়ে শাহবাগ দিয়ে মতিঝিল পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার এই প্রকল্পের দৈর্ঘ্য। রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনের জন্য এটিই হচ্ছে সরকার কর্তৃক গৃহীত সবচেয়ে বড় প্রকল্প। ছবিটি রোববার রাজধানীর মিরপুর কাজীপাড়া থেকে তোলা —পাঞ্জেরী

## লুঙ্গি পরে অফিস করেন বন কর্মকর্তা দেলোয়ার

সিলেট প্রতিনিধি

গত বৃহস্পতিবার দুপুর ৩ টার দিকে সিলেট বন বিভাগের শেখঘাটস্থ রেঞ্জ অফিসে গিয়ে দেখা যায় দায়িত্বরত কর্মকর্তা চেয়ারে বসে আছেন পায়ের উপর পা তুলে, পরনে প্যান্টের পরিবর্তে লুঙ্গি, পায়ে স্যান্ডেল। প্রথমে অবাক হলেও পরে নিশ্চিত হলাম তিনিই এই অফিসের প্রধান কর্তা এবং লুঙ্গি পরেই তিনি অফিস করছেন। এবং একই পোশাকে গণমাধ্যমে ইন্টারভিউও দিলেন। দেখে মনে হলো নিয়মিতই তিনি এমন পোশাকে অফিস করেন। পোশাক নিয়ে তেমন একটা মাথাব্যথা নেই তার। অথচ সরকারি কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট ড্রেস কোড রয়েছে। আর তা মেনেই অফিস করতে হয় তাদের। অর্থাৎ মার্জিত পোশাকেই অফিসে আসতে হয় সবাইকে।

কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম সিলেট বন বিভাগে কর্মরত ফরেস্ট রেঞ্জার দেলোয়ার রহমান। তিনি মার্জিত পোশাক তো দূরে থাক একেবারে বাসার ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## মানহানি মামলায় ব্যারিস্টার মইনুলের জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদক

সাংবাদিক মাসুদা ভাট্টির দায়ের করা মানহানি মামলায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত।

রোববার ঢাকা মহানগর হাকিম তোফাজ্জল হোসেন তার জামিন মঞ্জুর করেন। গত মঙ্গলবার (৩ সেপ্টেম্বর) একই আদালতে তিনি আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন। সেসময় শুনানি শেষে জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত।

গত বছরের ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## জনবল সংকটেও আরজেএসসি'র কার্যক্রম আশাব্যঞ্জক

নিজস্ব প্রতিবেদক

ব্যাপক জনবল সংকটের মধ্যেও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের (আরজেএসসি) কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর (আরজেএসসি) রেজিস্ট্রার্ড প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ৩০ হাজার। বিশাল এই কর্মযজ্ঞ সামাল দিতে রয়েছেন সীমিত সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারি। কোম্পানী আইন ১৯১৩ সালে চালু হয় এবং বৃটিশ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত আইনের ধারায় চলতে থাকে দেশের কোম্পানীসমূহের রেজিস্ট্রেশন। এরপর ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশে প্রথম কোম্পানী আইন চালু হলে তা অনুসরণ করেই কোম্পানী নিবন্ধন, পার্টনারশীপ ফার্মসমূহ এবং সোসাইটির রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চলতে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম এবং এরপর ঢাকায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সারাদেশের রেজিস্ট্রার্ড প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৯০ ভাগ ঢাকায় অবস্থিত জয়েন্ট স্টকের প্রধান কার্যালয় ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## সেই ডিসির বিরুদ্ধে ভিক্ষুকের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

জামালপুর প্রতিনিধি

কাজির গরু খাতা কলমে আছে, গোয়ালে নেই। এমন অবস্থা এখন ভিক্ষুকমুক্ত জামালপুর ঘোষনায়। ভিক্ষুকমুক্ত কর্মসূচির পুরোটাই ভেস্তে গেছে। এই কর্মসূচির অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে নারী কেলেংকারিতে আলোচিত সেই ডিসি আহমেদ কবীরের বিরুদ্ধে। ভিক্ষুকের টাকা আত্মসাৎকারী দুর্নীতিবাজ আহমেদ কবীরের অনিয়ম-দুর্নীতি দুদককে খতিয়ে দেখে বিচারের মুখোমুখি করতে দাবি জানিয়েছেন জামালপুরবাসী।

এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) আবুল কালাম আজাদও।

জামালপুর জেলায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি নিয়ে জামালপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গত ৩১ আগস্ট শনিবার অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) আবুল কালাম আজাদ এই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে ভিক্ষুকমুক্ত হয়নি জামালপুর। সেই আগের অবস্থায় রয়েছে ভিক্ষুকের চিত্র। আমি জামালপুর আসলে পথে-ঘাটে, অফিস-আদালতে এখনো ভিক্ষুকদের আনাগোনা চোখে পড়ে। সত্যিকার অর্থে জামালপুরকে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## লাইসেন্স বাতিলের নোটিশ অযৌক্তিক
### — গ্রামীণফোন

নিজস্ব প্রতিবেদক

পাওনা বকেয়া পরিশোধে মোবাইল অপারেটর কোম্পানি গ্রামীণফোনকে বিটিআরসি থেকে গত ৫ সেপ্টেম্বর একটি কারণ দর্শানো নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এতে গ্রামীণফোনের টু জি এবং থ্রি জি লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না, সে বিষয়ে ৩০ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। তবে বিটিআরসি'র দেওয়া কারণ দর্শানো নোটিশ অযৌক্তিক বলে দাবি করেছে গ্রামীণফোন।

রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে এ তথ্য প্রকাশ করেছে গ্রামীণফোন। বলা হয়েছে, বকেয়া টাকা আদায়ে টু-জি ও থ্রি-জি লাইসেন্স ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## খোলাবাজার থেকে এলএনজি আমদানি শুরুর সিদ্ধান্ত নভেম্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদক

দ্রুততম সময়ে দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটাতে খোলাবাজার থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। তবে এই আমদানি কবে থেকে শুরু হবে, সে বিষয়ে নভেম্বরে সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ সূত্রে জানা যায়, বিদ্যুৎ-জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি আইন অনুযায়ী আন্তর্জাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানির উত্তোলকদের কাছ থেকে এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট (ইওআই) আহ্বান করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৪৩টি কোম্পানি ইওআই দাখিল করে। পরে যাচাই-বাছাই করে আন্তর্জাতিক খোলাবাজার থেকে এলএনজি আমদানির জন্য ১৭টি কোম্পানিকে সংক্ষিপ্ত তালিকায় রাখা হয়েছে। এগুলোর মধ্য থেকে দু'টি কোম্পানি চূড়ান্তভাবে বাছাই করে স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে।

সংক্ষিপ্ত তালিকায় রাখা ১৭টি প্রতিষ্ঠান হলো- মিতসুই এন্ড কোম্পানি লিমিটেড (জাপান), মারুবেনি করপোরেশন (জাপান), ওসাকা গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (জাপান), এওটি ট্রেডিং এজি (সুইজারল্যান্ড), ডায়মন্ড গ্যাস ইন্টারন্যাশনাল পিটিই লিমিটেড (সিঙ্গাপুর ০৩৯১৯২), সামিট করপোরেশন লিমিটেড এন্ড সামিট অয়েল এন্ড শিপিং কোম্পানি লিমিটেড, এক্সিলেটর এনার্জি লিমিটেড পার্টনারশিপ (ইউএসএ), জেরা কোম্পানি লিমিটেড ইংক (জাপান), ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ এবং একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে চিরায়ত সাংস্কৃতিক চেতনার স্ফুরণ ঘটেছিল সেই চেতনা এবং সুষ্ঠ ধারার সংস্কৃতি চর্চাকে অব্যাহত রাখতে রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংক লিমিটেডে 'জনতা ব্যাংক কালচারাল সোসাইটি' নামে একটি সাহিত্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠনের শুভ উদ্বোধন করেন ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মো. আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ। পদাধিকার বলে তিনিই উক্ত সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে থাকছেন। উপদেষ্টা হিসেবে আরও থাকছেন মো. ইসমাইল হোসেন (ডিএমডি), মো. জিল্লুর হক (ডিএমডি), মো. তাজুল ইসলাম (ডিএমডি)। অনুষ্ঠানে ৫৫ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়। সভাপতি হয়েছেন ড. মো. এনামুল হক (জিএম) এবং সাধারণ সম্পাদক মো. সোহেল রানা (পিও)। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## ডেঙ্গু আক্রান্ত শিশুদের পাশে ব্র্যাক ব্যাংক

দেশের ডেঙ্গু আক্রান্ত শিশুদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড। অসচ্ছল রোগীদের সহযোগিতা দিতে ব্র্যাক ব্যাংক ঢাকা শিশু হাসপাতালকে ১০ লাখ টাকা সহায়তা দিয়েছে। এই অনুদান দিয়েছে শিশু-বিশেষায়িত হাসপাতালের রোগী কল্যাণ তহবিলে।
৬৫০ শয্যাবিশিষ্ট শিশুদের জন্য বিশেষায়িত এই হাসপাতালটি একটি ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত হয়। মোট শয্যার ৪০ ভাগ শয্যায় ভর্তি শিশু রোগীরা চিকিৎসা খরচ-সহ বিছানা, ওষুধ, খাবার ও সার্জারি সেবা পান সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এমনকি রোগীর সাথে থাকা অভিভাবকদের জন্যও রয়েছে বিনামূল্যে থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা।
দেশের সব অঞ্চল থেকে হাজারো রোগী এই ফ্রি চিকিৎসা এবং দেশসেরা শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ, চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধানের জন্য এই হাসপাতালের ওপর আস্থা রাখেন।
ব্যাংকের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা শিশু হাসপাতালে ব্র্যাক ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিআরও চৌধুরী আখতার আসিফ আনুষ্ঠানিকভাবে হাসপাতালের ডিরেক্টর অধ্যাপক সৈয়দ শফী আহমেদের কাছে ১০ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করেন। উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের হেড অব কমিউনিকেশনস ইকরাম কবীর এবং হেড অব সাসটেইনেবল ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট তাহমিনা আমিন খান। ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষিতে ব্র্যাক ব্যাংক ডেঙ্গু রোগীদের সহায়তার জন্য সিটি কর্পোরেশন এবং বিভিন্ন হাসপাতালের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই উদ্যোগের বিষয়ে চৌধুরী আখতার আসিফ বলেন, 'এ বছর ডেঙ্গু আশংকাজনকভাবে বেড়েছে। বর্ষার মৌসুমে এই রোগ চরম আকার ধারণ করেছে এবং অনেক প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। একটি দায়িত্বশীল কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই দুর্যোগের সময়ে জনগণের সহায়তায় এগিয়ে আসাকে আমরা আমাদের দায়িত্ব বলে বিশ্বাস করি।'
তিনি বলেন, আমাদের প্রত্যাশা, আমাদের এই ছোট ছোট পদক্ষেপগুলো আক্রান্ত মানুষ এবং তাদের পরিবারগুলোকে শক্তি জুগিয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সংকল্পবদ্ধ করবে। এই রোগে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে শিশুরা। এজন্যই আমরা ঢাকা শিশু হাসপাতালের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'
তিনি আরও বলেন, 'সমাজকল্যাণমূলক উদ্যোগটি যে জনগোষ্ঠীকে এবং যাদের সাথে আমরা কাজ করি তাদের কল্যাণে আমাদের দায়িত্বশীলতার একটি প্রতিফলন। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের এই সামাজিক উদ্যোগগুলো মানুষের জীবনকে বদলে দিবে এবং মানুষের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করবে।'

## জিয়া-এরশাদকে বৈধ রাষ্ট্রপতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
দখলে আওয়ামী লীগ বিরোধিতা করেছিল উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এক মিলিটারি ডিক্টেটর থেকে আরেক মিলিটারি ডিক্টেটর আসুক, সেটা কখনোই আমাদের কাম্য ছিল না। এর বিরুদ্ধে আমরাই প্রতিবাদ করেছি। আমরা চেয়েছি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া।'
এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, 'জেনারেল এরশাদ যে ১৯৮২ সালে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, সেই ক্ষমতা দখলের সুযোগটা কিন্তু খালেদা জিয়াই করে দিয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি খালেদা জিয়াকে শুধু দুটি বাড়িই নয়, নগদ ১০ লাখ টাকাসহ অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন। যে কারণে জিয়া হত্যার ব্যাপারে যে মামলা হয়েছিল, সেই মামলা বিএনপি চালায়নি। তবে, বহু বছর পরে ১৯৯১ সালে বা তারপর খালেদা জিয়া জেনারেল এরশাদকে তার স্বামী হত্যার জন্য দায়ী করেছেন।'
এরশাদের আমলে আওয়ামী লীগ সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে চেয়েছি বলেই অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে অংশ নেই। ওই নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হলে এ ধরনের বিতর্কিত হতে হতো না। একটি গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠিত হতো। এরশাদ নিজেই সেই সংসদ ভেঙে দিয়ে আবারও বিতর্কিত হয়ে যান। এরপর ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে কোনও দল অংশ নেয়নি। তখন আন্দোলনের মুখে তিনি ১৯৯০ সালে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।' রওশন এরশাদের নেতৃত্বে ২০১৪ সালে জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় দলটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০১৪ সালের নির্বাচন নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওই নির্বাচনে যদি জনগণের অংশগ্রহণ না থাকতো, তাহলে আমরা ৫ বছর ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারতাম না।'
শক্তিশালী বিরোধী দল ছাড়া কখনোই গণতান্ত্রিক ধারা মজবুত হয় না মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন, '২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি থেকে শুরু করে সব দল অংশ নেয়। কিন্তু অংশ নিয়েও বিএনপি এই সংসদকে অবৈধ বলে। আবার তারা সংসদে ফিরেও এসেছেন। এজন্য তাদের সাধুবাদ জানাই। তাদের অংশগ্রহণে বিরোধী দল সংখ্যায় বেড়েছে। গণতান্ত্রিক ধারাটা অব্যাহত আছে।' তিনি আরও বলেন, 'তারা (বিএনপির এমপি) সংসদে বসেন, আবার বলেন নির্বাচনে জনগণ ভোট দেয়নি। ভোট না দিলে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির সরকারকে আমরা যেভাবে উৎখাত করেছিলাম, তারাও জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সেভাবে সরকারকে উৎখাত করতে পারতো। কিন্তু জনসমর্থন নেই বলে তারা তা পারছে না।'
১৯৯১ সালে বিএনপির শাসনামলে এরশাদের জেল হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে শেখ হাসিনা বলেন, 'এরশাদ সাহেব যখন পদত্যাগ করেছিলেন, তখন তাকে গ্রেপ্তার করে বন্দি রাখা হয়েছিল। রওশন এরশাদকেও বন্দি করে দিনের পর দিন নির্যাতন করেছিল। কারাগারের ভেতরও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানকে হেয় করা হয়েছে। আমরা তো সেই ধরনের অভদ্র আচরণ করছি না। আমরা যথেষ্ট উদারতা দেখাচ্ছি। দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত আসামি হলেও খালেদা জিয়াকে অনেক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে।'
বঙ্গবন্ধুর শুরু করা সাভার স্মৃতিসৌধ ও শহীদ মিনারের কাজ সম্পন্ন করাসহ এরশাদের বেশ কিছু কাজের প্রশংসা করেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'এরশাদের মধ্যে অমায়িক আচরণ ছিল।' মানুষের প্রতি তার দরদ ছিল বলেও তিনি মন্তব্য করেন।
বৈঠকের পর প্রতিমন্ত্রী খসরু বলেন, ট্রলার দুটি মিথ্যা ডিক্লারেশন দিয়ে ঢুকেছে এবং তা তদন্ত করে ধরা হয়েছে। 'সভার সিদ্ধান্তে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি সোমবার অথবা মঙ্গলবার ঘোষণা করা হবে এবং কমিটির সদস্য সংখ্যা ৭ থেকে ৯ জন হতে পারে।' ট্রলার দুটি কোন দেশের- জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'ক্যামেরুনের পতাকা নিয়ে তারা ঢুকেছে, তবে সেই দু'টি পতাকাও নামিয়ে ফেলেছে। ট্রলার দু'টি থেকে নিরাপত্তাগত কোনো হুমকি নেই জানিয়ে খসরু বলেন, 'যখন আমরা জানতে পেরেছি, তখন আমরা ট্রলার দু'টি যাতে মুভমেন্ট না করতে পারে এবং কোনো কিছু যাতে আনলোড করতে না পারে, তার ব্যবস্থা নিয়েছি।

## এন্ড্রু কিশোরকে চিকিৎসার জন্য ১০ লাখ টাকা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক
জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী এন্ড্রু কিশোরকে চিকিৎসার জন্য দশ লাখ টাকা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রোববার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে এ শিল্পীর হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর উপ প্রেস সচিব আশরাফুল আলম খোকন বিবৃতি নিশ্চিত করেছেন। এ ব্যাপারে কণ্ঠশিল্পী এন্ড্রু কিশোর বলেন, 'অনেকদিন ধরেই আমি কিডনির অসুখে ভুগছি। দেশের চিকিৎসক বিদেশে উন্নত চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছেন। সেজন্য আগামীকাল সিঙ্গাপুর যাচ্ছি।'
এ গায়ক আরও বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি অসুস্থ এটা জেনে তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সংস্কৃতির মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রীর এ সৌজন্যতা সত্যি আমাদের জন্য অনেক গর্বের ব্যাপার। ঈশ্বর যেন তাকেও ভালো রাখেন।'

## খালেদা জিয়াকে 'সুস্থ'

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
করবে দলটি। রোববার সকালে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম এসব কর্মসূচির ঘোষণা দেন। তাঁর অভিযোগ, খালেদা জিয়াকে 'সুস্থ' দেখিয়ে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। খালেদা জিয়া গত এপ্রিল মাস থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে ভর্তি।
ফখরুল বলেন, 'মিথ্যা মামলা দিয়ে খালেদা জিয়াকে কারাগারে আটকে রেখে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। রাজনীতির প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করতেই এটা করা হচ্ছে। খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার বিকল্প ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এটা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর মুক্তি দাবি করছি। এ দাবির পক্ষে ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় মানববন্ধন ও ১২ সেপ্টেম্বর সারা দেশে মানববন্ধন পালিত হবে।'
আইনগতভাবে খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি করে মির্জা ফখরুল বলেন, তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হলে সে দায় সরকারের।
পবিত্র ঈদুল আজহার আগে বিএনপি বিভাগীয় শহরগুলোয় সমাবেশ শুরু করেছিল, সে সমাবেশগুলো আবার শুরু হবে জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, ২৬ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহে, ২৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহী এবং ২১ তারিখে সিলেটে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে রংপুরেও হবে। তিনি বলেন, রাজনৈতিকভাবে যতটুকু জায়গা তাঁরা পাচ্ছেন, সেটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন। প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বলেন, সেটা খালেদা জিয়ার নিজের ব্যাপার। তিনি এখন পর্যন্ত প্যারোল চাননি।

## চলতি অধিবেশন ১২ সেপ্টেম্বর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
কুণ্ডু সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রতিদিন বিকাল ৫ টায় অধিবেশন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় জানানো হয় একাদশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনে সংসদে উত্থাপনের জন্য ৩টি সরকারি বিলের নোটিশ পাওয়া গেছে। পূর্বে অনিষ্পন্ন ২টি সরকারি বিল পাশের জন্য কমিটিতে পরীক্ষাধীন রয়েছে। বেসরকারি সদস্যদের নিকট হতে ১টি বিলের নোটিশ পাওয়া গেছে। পূর্বে প্রাপ্ত ও অনিষ্পন্ন ১টি বেসরকারি বিল রয়েছে।
প্রধানমন্ত্রীর জন্য ৭০ টি ও মন্ত্রীর জন্য প্রশ্ন ১ হাজার ৫৫৩ টিসহ প্রাপ্ত মোট প্রশ্নের সংখ্যা ১ হাজার ৬২৩টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১) ১০৯টি, মুলতবী প্রস্তাবের সংখ্যা (বিধি ৬২) ১৫টি ও মনোযোগ আকর্ষণের নোটিশ (বিধি ৭১) ৬০টি পাওয়া গেছে। সংসদ সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।
এ সময় সংসদ সচিবালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

## চীনা ঋণের ফাঁদে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
হবে, বিআরআই যে ঋণ দিচ্ছে সেই ঋণে সুদের হার যাতে কম হয়। আমরা কেন ৩ শতাংশ নেব? ঋণ যেন এক শতাংশের নিচে হয়। আমরা যাতে ঋণের ফাঁদে না পড়ি। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হতে হবে রাজনীতির বাইরে গিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা।'
সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, 'বিআরআই বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চীন আমাদের দেশে বিনিয়োগ করছে এবং ভবিষ্যতে বিনিয়োগ আরও বাড়বে। বিআরআইয়ের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ব্যাপক আলাপ আলোচনা দরকার।'
তিনি আরও বলেন, 'বিআরআইয়ের প্রকল্প বাস্তবায়নে অন্যদেশের সঙ্গে যেন দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক নষ্ট না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। প্রকল্পে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশ যেন সমানভাবে উপকৃত হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিচার বিবেচনা ছাড়া প্রকল্প নিলে তা হিতে বিপরীত হতে পারে।
একইসঙ্গে প্রকল্প হতে হবে বাংলাদেশের সক্ষমতা বিবেচনায়।' বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র সচিব এম শহীদুল হক বলেন, 'বাংলাদেশ যেকোনো ধরনের সামরিক জোটে যোগদান এড়িয়ে চলছে। নিজেদের স্বার্থরক্ষা করেই অন্য জোটে যোগদান করছি।'

## রপ্তানি আয়ে ধাক্কা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
কারণে রপ্তানি বাণিজ্য কমেছে। রপ্তানি বাণিজ্য বাড়াতে প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে সরকারের সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। তা না হলে আগামীতে রপ্তানি আয় আরও কমে যাবে। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই-আগস্ট) সব ধরনের পণ্য রপ্তানিতে বৈদেশিক মুদ্রার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ৭৬৮ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার। কিন্তু এ সময়ে এ খাতে আয় হয়েছে ৬৭৩ কোটি ২১ লাখ ডলার। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১২ দশমিক ৪০ শতাংশ কম। একই সঙ্গে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি এ বছর প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় দশমিক ৯২ শতাংশ কম। প্রতিবেদনে দেখা যায়, একক মাস হিসেবে চলতি বছরের আগস্টে রপ্তানি আয় হয়েছে ২৮৪ কোটি ৯৩ লাখ ডলার। যা লক্ষ্য ছিল ৩৮৫ কোটি ডলার। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় আগস্টে রপ্তানি আয় কমেছে ২৬ দশমিক ২৭ শতাংশ। এছাড়া একক মাস হিসাবে প্রবৃদ্ধি কম হয়েছে ১১ দশমিক ৪৯ শতাংশ। গত বছরের আগস্টে রপ্তানি আয় হয়েছিল ৩২১ কোটি ৩৫ লাখ ডলার।

## বিদেশি ট্রলার দু'টি কোন উদ্দেশ্যে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
২৬ আগস্ট ট্রলার দু'টির কম্বোডিয়ায় রওনা হওয়ার কথা থাকলেও সেগুলো চট্টগ্রাম বন্দরে এখনও অবস্থান করায় সভায় বিস্ময় প্রকাশ করা হয়। ত্রুটিপূর্ণ এবং সন্দেহযুক্ত কাগজপত্রের উপর ভিত্তি করে জাহাজ দু'টিকে বন্দরে ভেড়ার ছাড়পত্র দেওয়ায় জড়িত কাস্টম কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা।
'এছাড়াও জাহাজ দু'টির সঠিক তথ্য ও মৌলিক নিরূপণের জন্য আগামীকালের (আজ সোমবার) মধ্যে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।'

## ৯ অক্টোবর থেকে ২২ দিন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
মাছ পাওয়া যায় সেখানকার জেলেদের আমরা খাদ্য সহায়তা দেব।
তিনি বলেন, নিষিদ্ধ সময়ে ইলিশ পরিবহন, গুদামজাতকরণ কিংবা বিক্রিও সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। গত বছর নিষিদ্ধের সময় ছিল ৭ থেকে ২৮ অক্টোবর। ১৯৮৫ সালের মাছ রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধি (প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন ফিস রুলস, ১৯৮৫) অনুযায়ী প্রতি বছর আশ্বিনী পূর্ণিমার সময় ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ থাকে। প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন ফিস রুলস সংশোধন করে ইলিশ ধরা নিষিদ্ধের সময় ২০১৬ সালে বাড়িয়ে ২২ দিন করা হয়। এর আগে এ সময় ছিল ১৫ দিন। ২০১৫ সালের আগে ইলিশ ধরা নিষিদ্ধের সময় ছিল ১১ দিন।
৯ থেকে ৩০ অক্টোবর ইলিশ ধরা ও বিক্রির পাশাপাশি সরবরাহ, মজুদও নিষিদ্ধ থাকবে। এ আদেশ অমান্য করলে কমপক্ষে এক বছর থেকে সর্বোচ্চ দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ড পেতে হবে।

## রওশনকে বিরোধীদলীয় নেতা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
সাংবাদিকদের বলেন, বেগম রওশন এরশাদকে বিরোধী দলীয় নেতা করার জন্য আজ (রোববার) স্পিকারের কাছে চিঠি দেয়া হয়েছে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান গোলাম কাদের স্বাক্ষরিত চিঠিতে আমাদের দলের ২৫ জন এমপি স্বাক্ষর করেছেন। আমরা সর্বসম্মতভাবেই এই চিঠি দিয়েছি। রওশন এরশাদের পক্ষ থেকে দলটির সংসদ সদস্য আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, সাবেক প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু ও ফখরুল ইমামসহ কয়েকজন রওশনকে চেয়ারম্যান ও বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে মনোনীত করার জন্য স্পিকার বরাবর চিঠি দেন। এমনকি চেয়ারম্যান হিসেবে রওশনের নাম দিয়ে নির্বাচন কমিশনেও চিঠি পাঠান তারা। অন্যদিকে কাজী ফিরোজ রশীদ, আবু হোসেন বাবলাসহ প্রায় ১৪-১৫ এমপি জিএম কাদেরকে বিরোধী দলীয় নেতা করার তৎপরতায় উঠেপড়ে লাগেন।

## খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
মির্জা ফখরুল বলেন, গত ৭ মাস ধরে তিনি (খালেদা) বিএসএমএমইউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার শরীরের ঐ হাসপাতালের ভিসিসহ মেডিকেল বোর্ড বলেছে তিনি এখন সুস্থ আছেন। তাদের এ বক্তব্য তাকে পুনরায় কারাগারে নেয়ার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের অংশ।
তিনি বলেন, পরিবারের সদস্যরা তার সঙ্গে দেখা করে এসে বলেছেন, তিনি অত্যন্ত অসুস্থ। একা চলতে পারেন না। তিনি দীর্ঘদিন ধরে জটিল রোগে আক্রান্ত। আমরা অবিলম্বে তার মুক্তি দাবি করছি। তাকে তার পছন্দ মতো হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য দাবি করছি। অন্যথায় তার শারীরিক যেকোনো অবনতির জন্য বর্তমান অবৈধ সরকার দায়ী।

## মানহানি মামলায় ব্যারিস্টার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
২১ অক্টোবর সাংবাদিক মাসুদা ভাট্টি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের বিরুদ্ধে ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে এ মামলা করেন। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। এরপর তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তিনি উচ্চ আদালত থেকে জামিন নেন।

## জনবল সংকটেও আরজেএসসি'র

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
থেকে প্রতিষ্ঠান রিটার্ন দাখিল, রিটার্ন রেকর্ডভুক্তকরণ, সার্টিফায়েড কপি প্রদান, নতুন কোম্পানী, সোসাইটি, পার্টনারশীপ ফার্ম ও ট্রেড অর্গানাইজেশনসমূহের রেজিস্ট্রেশন, নামের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে। আরজেএসসি সূত্রে জানা গেছে, ২ লাখ ৩০ হাজার রেজিস্ট্রার্ড প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোম্পানী নিবন্ধন ১ লাখ ৭৫ হাজার, পার্টনারশীপ ফার্ম ৫২ হাজার এবং সোসাইটি ২৫ হাজার। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নানা বেগ পেতে হয়। অতিরিক্ত কাজের চাপে হিমশিম খেতে হয় কর্মকর্তাদের। জনবল সংকটের মধ্যেও সেবার মান বজায় রাখতে কর্তৃপক্ষ নানা উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া ডিজিটাল কার্যক্রম চালুর ফলে সেবা গ্রহীতারা দ্রুত সেবা পাচ্ছেন। এরই মধ্যে অনলাইনে নিবন্ধন কার্যক্রম চালু হয়েছে বলে জানিয়েছে আরজেএসসি। সংশ্লিষ্টরা জানান, জনবল সংকট দূর করা গেলে সেবার মান আরও বাড়বে। আরজেএসসির বর্তমান জনবল চাহিদার তুলনায় অনেক কম। পদ সৃষ্টির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

## লুঙ্গি পরে অফিস করেন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
পোশাকেই অফিসে এসে আরাম আয়েশেই দাপ্তরিক কাজকর্ম করেন। এই সম্পর্কে জানতে চাইলে তেমন কোন সদুত্তর দিতে পারেনি তিনি।
মেহেরাব রহমান সিলেট বন বিভাগে ফরেস্ট রেঞ্জার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন দীর্ঘদিন থেকে। অনেক দিন এখানে থাকার কারণে নিজের অফিসটাকে বাসাবাড়ির মতো তৈরি করে ফেলেছেন। বিভিন্ন সময়ে তাকে অন্যত্র বদলি করা হলেও তিনি সেগুলো মানেননি। বহু এগুলো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তিনি সিলেটেই রয়ে গেছেন। গত এক বছরের মধ্যে দুইবার বদলি হলেও তিনি আদেশ মান্য করেননি। কোথাও এতদিনের জন্য যাননি তিনি।
২০১৮ সালে সিলেট থেকে একবার তাকে বদলি করা হয় সিলেটে। কিন্তু সেই বদলি আদেশও তিনি অগ্রাহ্য করেছেন অদৃশ্য শক্তির মাধ্যমে। সর্বশেষ গত আগস্ট মাসে তাকে চট্টগ্রামে বদলি করা হলেও তিনি এখনো সিলেটে রয়েছেন।
এ বিষয়ে সিলেট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার বক্তব্য নেওয়া দেশের বাইরে থাকায় তা সম্ভব হয়নি।

## সেই ডিসির বিরুদ্ধে ভিক্ষুকের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
ভিক্ষুকমুক্ত করার জন্য নবাগত জেলা প্রশাসক এনামুল হককে তাগিদ দেন তিনি। জানা গেছে, ২০১৮ সালে ভিক্ষুকমুক্ত জামালপুর গড়ার কর্মসূচি হাতে নেয় জেলা প্রশাসন। কর্মসূচি সফলে প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে ৫০ লাখ, জেলার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একদিনের বেতন থেকে ৫০ লাখসহ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ অনুদান নেয়া হয়। অনুদানের টাকায় শুরু হয় ভিক্ষুকমুক্ত জামালপুর কর্মসূচি। সারা জেলায় প্রায় সাড়ে ৩ হাজার ভিক্ষুকের তালিকা করা হয়। তালিকায় প্রকৃত ভিক্ষুকদের নাম উঠেনি বলেও অভিযোগ রয়েছে। কিছু ভিক্ষুককে ভ্যানগাড়ি, ছাগল ও নগদ অর্থ দেয়া হলেও তা তাদের জীবিকার জন্য যথেষ্ট ছিল না। শহর থেকে ভিক্ষুকদের সাথে কথা বলে তা জানা যায়, জেলা প্রশাসন প্রকল্পে কোনো অনুদান পায়নি তারা। তালিকা করতে তাদের কাছে কেউ যায়নি। আমরা অনুদানও পেলাম না অথচ ভিক্ষাও করতে পারছি না। ভিক্ষা করতে গেলে বাধা দেয়া হচ্ছে। তাই সেই ডিসি ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণা করেছে, তারপর থেকে আমাদের এখানে কোনো সাহায্য দেয় না বলে অভিযোগ তাদের।
জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বাচ্চু আহমেদ বলেন, ভিক্ষুকমুক্ত জামালপুর কর্মসূচি সমাজসেবার থেকে করা হয়নি। সাবেক ডিসি আহমেদ কবীর নিজে এ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। এই অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে আমাদের সম্পৃক্ততা নেই।
জামালপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক এনামুল হক জানান উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা সভায় বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভের কথা স্বীকার করে বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। অনিয়ম-দুর্নীতি প্রমাণিত হলে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

## লাইসেন্স বাতিলের নোটিশ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
গঠিত নিয়ন্ত্রক সংস্থার এই অযৌক্তিক দাবির বিরুদ্ধে কোম্পানিটির ম্যানেজমেন্ট (ব্যবস্থাপনা পর্ষদ) কার্যত পদক্ষেপ নেবে। গ্রামীণফোনের বিএসইকে জানিয়েছে, বিটিআরসির ৮ হাজার ৪৯৪ কোটি টাকা এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ৪ হাজার ৮৫ কোটি ৯৪ লাখ টাকাসহ মোট ১২ হাজার ৫৭৯ কোটি ৯৫ লাখ টাকা দাবি বছরের ৪ এপ্রিল গ্রামীণফোনের কাছে দাবি করে বিটিআরসি। বিটিআরসির এই করা দর্শানোর নোটিশে প্রেরিত গ্রামীণফোন বলেছে, কোম্পানি, শেয়ারহোল্ডার ও গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষায় নিয়ন্ত্রক সংস্থার (বিটিআরসি) অন্যায্য পদক্ষেপের বিরুদ্ধে যথাযথ কাজ করা হবে।
তবে বিটিআরসির পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেনি গ্রামীণফোন। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা ঠিক করা হবে।

## খোলাবাজার থেকে এলএনজি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
ভাইটল এশিয়া পিটিই লিমিটেড (সিঙ্গাপুর), ট্রাফিগুরা পিটিই লিমিটেড (সিঙ্গাপুর), উডসাইড পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (অস্ট্রেলিয়া), ব্যাসিক্স মার্কেটিং এন্ড ট্রেডিং লিমিটেড (সিঙ্গাপুর), ইএনআই এসপিএ ইতালি, পেট্রোনাস এলএনজি লিমিটেড, সিএনওওসি (চায়না) ন্যাশনাল অফশোর অয়েল কর্পোরেশন), ব্যাংক অব এনার্জি প্রাইভেট ট্রেডিং এন্ড মার্কেটিং লিমিটেড (চায়না), চিনোইক মার্কেটিং ইন্টারন্যাশনাল এলএলপি (সিঙ্গাপুর), এবং শেভরন ইউএসএ (সিঙ্গাপুর ব্রাঞ্চ)। খোলাবাজার থেকে এলএনজি আমদানি হলে আমরা বিক্রি প্রক্রিয়া শুরু করতে পারব। এমিনেন্ট-এর ভিত্তিতে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'এদেশ মাধ্যমে থেকে রেফারিং কোম্পানির জন্য পাঠানো সুপারিশ করেছে। আর এই কারণেই কোম্পানি চূড়ান্ত করতে বিলম্ব হচ্ছে।' তবে সর্বনিম্ন দরদাতাই এই প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হবে বলে জানান তিনি। এ প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ জানান, বর্তমানে দেশে গ্যাসের দৈনিক চাহিদা ৩৫০ কোটি ঘনফুট। এর মধ্যে এলএনজির চাহিদা ৩০ কোটি ঘনফুট। সর্বমোট চাহিদার বিপরীতে বর্তমানে পেট্রোবাংলা সরবরাহ করছে প্রায় ৩০০ কোটি ঘনফুট গ্যাস। বাকি ৫০ কোটি ঘনফুট গ্যাসের ঘাটতি মেটাতেই সরকার খোলাবাজার থেকে এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কি পরিমাণ এলএনজি গ্যাস খোলাবাজার থেকে নেওয়া প্রয়োজন তা নির্ধারণের পরই কোম্পানি চূড়ান্ত করা হবে। তবে দ্রুতই এ প্রক্রিয়া শেষ হবে বলে জানান তিনি। এ প্রসঙ্গে জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ড. বদরুল ইমাম বলেন, 'সমুদ্রসীমায় ব্লকে যথাসময়ে কূপ খনন করা হলে গ্যাসের এই সংকট হতো না। বর্তমানে যে ৩০ কোটি ঘনফুট এলএনজি পাওয়া যাচ্ছে তা উচ্চমূল্যে। এখন খোলাবাজার থেকে এলএনজি আমদানিতে অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়টিও বিবেচনায় থাকা উচিত।' উল্লেখ্য, এলএনজি আমদানির জন্য বেশকিছু দেশের সঙ্গে সরকারের দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি হয়েছে। বর্তমানে কাতার গ্যাস এবং ওমান ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে দু'টি দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির মাধ্যমে এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে। বছরের যেকোনো সময়ে গ্যাসের চাহিদা কমে গেলেও চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানিগুলোকে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। এ বিবেচনায় এলএনজি আমদানিকারক দেশগুলো প্রয়োজনে কমবেশী ২৫ শতাংশ গ্যাস আন্তর্জাতিক খোলাবাজার থেকে আমদানি করে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির পাশাপাশি খোলাবাজার থেকেও গ্যাস আমদানির উদ্যোগ নিয়েছে।

## শাহজাদপুরের সাব-রেজিস্ট্রারসহ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের সভাপতি। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঐ কমিটি বিলুপ্ত হয়েছে। সোহেল রানা সাংবাদিক আব্দুল হাকিম শিমুল হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি। তার নামে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসসহ ৯টি মামলা রয়েছে। ঘুষের টাকা নেওয়ার ভাইরাল ভিডিও চিত্র, ভুক্তভোগীর লিখিত অভিযোগ এবং গণমাধ্যমের একাধিক সংবাদ দেখে জেলা রেজিস্ট্রার গত ২৮ আগস্ট এর তদন্ত শুরু করে। গত ৮ কর্মদিবসের তদন্তে সাব রেজিস্ট্রার সুব্রত কুমার দাসসহ উল্লেখিত কর্মচারিরা অভিযুক্ত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে জেলা রেজিস্ট্রার এ ধরনের সুপারিশ করেন। সূত্র জানায়, সাব-রেজিস্ট্রার সুব্রত কুমার দাস নামে-বেনামে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদের মালিক। তিনি কাউকে পরোয়া করেন না। তাহলে খুঁটি-তার খুঁটির জোর কোথায়? অভিজ্ঞমহল বললেন, ঘুষের টাকা নেওয়ার দৃশ্য ভাইরাল হওয়ায় সুব্রত কুমার দাস এ দায় এড়াতে পারেন না। অবশ্যই তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

## সাউথ বাংলা ব্যাংকের ঋণ মূল্যায়ন ও অর্থায়ন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে 'ঋণ মূল্যায়ন ও অর্থায়ন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্প্রতি প্রধান কার্যালয়ে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মো. গোলাম ফারুক উদ্বোধন করেন।
এ সময়ে ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আহমেদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক তরিকুল ইসলাম চৌধুরী ও মো. মামুনুর রশিদ মোল্লা, এসবিএসি ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মো. নজরুল ইসলাম, কোম্পানি সেক্রেটারি মো. মোকাদ্দেস আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
-সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## হা-মীম গ্রুপ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি স্বর্ণ এবং ব্রোঞ্জ অর্জন করায় শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ এ কে আজাদ-কে অভিনন্দিত করেছে

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ হা-মীম গ্রুপের প্রতিষ্ঠান মেসার্স রিফাত গার্মেন্টস লি. এবং মেসার্স দ্যাটস ইট স্পোর্টস ওয়্যার লি. ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি স্বর্ণ এবং ব্রোঞ্জ অর্জন করায় শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পক্ষে ব্যাংকের চেয়ারম্যান আকিজ উদ্দিন মোল্লা হা-মীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এফবিসিসিআই-এর সাবেক সভাপতি এবং শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান এ কে আজাদ-কে ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং তারিখে ব্যাংকের বোর্ড রুমে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের ভাইস-চেয়ারম্যান মো. গোলাম কুদ্দুছ ও খন্দকার শাকিব আহমেদ, পরিচালকবৃন্দ মো. সানাউল্লাহ সাহিদ, মো. আব্দুল হালিম, মহিউদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ ইউনুছ, ফকির আখতারুজ্জামান, খোরশেদ আলম, মো. মশিউর রহমান চমক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট পরিচালক ইকরামুল হক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এম. শহীদুল ইসলাম, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল আজিজ এবং কোম্পানী সচিব মো. আবুল বাশার উপস্থিত ছিলেন। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত হলো ৫ম বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াড

শিশু কিশোরদের বিজ্ঞানচর্চায় অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের পৃষ্ঠপোষকতায় শেষ হলো 'আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক ৫ম বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াড ২০১৯' এর জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা। ৬ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার রাজধানীর ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক মিলনায়তনে অলিম্পিয়াডের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। এ সময় ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শাকির আহমেদ, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপ-উপাচার্য এম আর কবির, বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতির সহ-সভাপতি মুনির হাসান এবং আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব পিআর জালাল আহমেদসহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও দেশ বরেণ্য বিজ্ঞানীগণ উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে সকালে অলিম্পিয়াডের উদ্বোধন করেন একুশে পদকপ্রাপ্ত জাতীয় অধ্যাপক ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য জমিলুর রেজা চৌধুরী। উদ্বোধনী পর্বে আরও বক্তব্য দেন কিশোর আলো সম্পাদক আনিসুল হক, বিজ্ঞানী রেজাউর রহমান। অলিম্পিয়াডের জাতীয় পর্যায়ে সারাদেশ থেকে বাছাইকৃত পাঁচ শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ৫২ শিক্ষার্থীকে বিজয়ীর পদক দেয়া হয়। এর মধ্য থেকে বিভিন্ন ধাপে ৬ জনকে চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য নির্বাচিত করা হবে যারা এ বছর কাতারে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক সায়েন্স অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন।
-সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড (এমটিবি) এবং মানামা ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড (এমটিবি) এবং মানামা ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড-এর মধ্যে সম্প্রতি এমটিবি'র প্রধান কার্যালয়, এমটিবি সেন্টার, গুলশান ১, ঢাকায় একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির আওতায়, মানামা ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড-এর গ্রাহকবৃন্দ এমটিবি'র হোম লোন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন এবং এমটিবি'র গ্রাহকবৃন্দ, একইভাবে, মানামা ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড-এর প্রকল্পসমূহে বিশেষ সুবিধা লাভ করতে পারবেন। মানামা ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, আবরারুল হক এবং এমটিবি'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চীফ বিজনেস অফিসার, সৈয়দ রফিকুল হক নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে মানামা ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড-এর ডিরেক্টর, অপারেশন, এস. এম. বজিরিয়াস, ম্যানেজার, বিক্রয় ও বিপণন, তাজবীদ আহমেদ এবং এমটিবি'র হেড অব রিটেইল বিজনেস, তৌফিকুল আলম চৌধুরী এবং গ্রুপ চীফ কমিউনিকেশন অফিসার, আরিফ কাদরীসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে 'মাইক্রোক্রেডিট এসএমই পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিপোর্টিং' শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত ব্যাংকের কেডিট অফিসারদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী 'মাইক্রোক্রেডিট এসএমই পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিপোর্টিং' শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. তারিকুল আজম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে এসবিটিআই প্রিন্সিপাল ইনস্টিটিউট-এর অনুষদ সদস্য মো. আমজাদ হোসেন ফকির উপস্থিত ছিলেন। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগে অসামান্য অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে ১০ জন তরুণকে পুরস্কার প্রদান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবে জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই)-এর সংবাদ সম্মেলন —পাঞ্জেরী

## ১০ তরুণকে স্বীকৃতি দিচ্ছে জেসিআই বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

স্ব স্ব ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ৮টি ক্যাটাগরিতে ১০ তরুণকে স্বীকৃতি দিচ্ছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (জেসিআই বাংলাদেশ)। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় হোটেল রেডিসন ব্লুতে এক অনুষ্ঠানে এই তরুণদের হাতে 'টয়োপ বাংলাদেশ ২০১৯' সম্মাননা তুলে দেবেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

রোববার রাজধানীতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট ইরফান ইসলাম।

তিনি জানান, ব্যবসায়, নেতৃত্ব, চিকিৎসা, সংস্কৃতি, পরিবেশ, স্পোর্টস, টেকনোলজি, মানবিক উদ্যোগ ক্যাটাগরি থেকে ১০ জনকে নির্বাচন করা হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে এ সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য তরুণদের উৎসাহিত করা।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, জেসিআই বাংলাদেশ ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী তরুণদের নিয়ে গঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

# নির্যাতিত বিদেশ ফেরত নারীদের জন্য শেল্টার হোম করবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক

কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশে ফেরা নারীদের সংখ্যা প্রতিনিয়তই বাড়ছে। তাদেরকে সহায়তা দেয়ার জন্য ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অদূরে একটি আশ্রয়কেন্দ্র বা শেল্টার হোম করার কথা ভাবছে সরকার।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক জহিরুল ইসলাম বলেন, দেশে ফেরত আসা প্রবাসী নারী কর্মীদের তাৎক্ষণিকভাবে প্রাথমিক সহায়তা দেয়ার জন্য অবিলম্বে ঢাকার বিমানবন্দরের কাছে একটি অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপনের কথা হচ্ছে। প্রবাসী নারী কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক সেবা বাড়াতে ভবিষ্যতে একটি স্থায়ী শেল্টার হোমের পরিকল্পনাও রয়েছে।

এদিকে প্রবাসী নারী কর্মীদের জন্য বিমানবন্দরের কাছাকাছি শেল্টার হোম স্থাপনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন অভিবাসন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুমাইয়া ইসলাম বলেন, এটা সময়োপযোগী উদ্যোগ। সরকারের উচিত অবিলম্বে দেশে ফিরে আসা নারী কর্মীদের সহায়তায় আশ্রয়কেন্দ্র খোলা। অনেক প্রবাসী নারী শারীরিক বা মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসেন। এ কারণে বিমানবন্দরে তাদের জন্য তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রয়োজন।

সুমাইয়া ইসলাম বলেন, এছাড়া অনেক ফ্লাইট রাতে পৌঁছায়। তখন এ মেয়েরা কোথায় যাবে? কারণ অনেকের পরিবার জানেও না যে তিনি ফিরেছেন। আবার অনেকের পরিবার সংশ্লিষ্ট কর্মীকে ফেরত নিতে চায় না। এমন অবস্থায় তাৎক্ষণিকভাবে আশ্রয় নেয়ার জন্য একটি আশ্রয় কেন্দ্রের খুবই প্রয়োজন।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ ফেয়ার বোর্ডের তথ্য মতে, বিদেশে নিয়োগকর্তাদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রতি মাসে গড়ে শতাধিক প্রবাসী নারীকর্মী দেশে ফিরছেন।

চলতি বছরের (২০১৯) জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে থাকা বাংলাদেশ মিশন ৯শ'রও বেশি নারীকর্মীকে দেশে ফেরার জন্য এক্সিট পাস ইস্যু করেছেন বলে জানান মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

তবে প্রকৃতপক্ষে ফিরে আসা নারী কর্মীদের সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে মনে করেন তিনি। 'কারণ, স্বেচ্ছায় ফিরে আসা নারীদের হিসেব আমাদের কাছে নেই' -বলেন এ কর্মকর্তা। দেশে ফিরে আসা বেশির ভাগ প্রবাসী নারীকর্মীরা স্বল্প বেতন, নিয়োগকর্তাদের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, বেতন না পাওয়া এমনকি যৌন নির্যাতনের অভিযোগ করে আসছেন। ২০১৭ সালে আল নাঈম ইন্টারন্যাল রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে সৌদি পাড়ি দিয়েছিলেন এক নারীকর্মী। এ বছরের আগস্ট মাসের প্রথম দিকে দেশে ফিরে আসেন কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের এ নারী।

তিনি বলেন, 'আমার নিয়োগকর্তার এমন কোনো নির্যাতন নেই যে, তিনি করেননি। সব ধরনের নির্যাতন সেখানে সহ্য করতে হয়েছে। তারা আমাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করত, এমনকি খাবারও কম দিত। কোনো মাসে চুক্তি অনুযায়ী বেতন পাইনি। দিনের পর দিন অত্যাচারিত হয়েছি কিন্তু প্রতিকার পাওয়ার জন্য কোথাও কোনো সহায়তা পাইনি।'

অত্যাচার সইতে না পেরে নিয়োগকর্তার বাড়ি থেকে এক সময় পালিয়ে যান তিনি। পালিয়ে রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসে আশ্রয় নেয়া এ নারীকে কয়েক মাস সেখানেই (আশ্রয় কেন্দ্রে) থাকতে হয়। পরে দূতাবাসের ইস্যু করা ট্রাভেল পাস নিয়ে দেশে ফেরেন তিনি।

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, সবচেয়ে বেশি নারীকর্মী ফিরে আসছে সৌদি আরব থেকে। ২০১৫ সাল থেকে মধ্যপ্রাচ্যের এ দেশটিতে বাংলাদেশের নারীকর্মীদের অন্যতম বড় শ্রমবাজারে পরিণত হয়।

গত ২৭ আগস্টও সৌদি আরব থেকে ১১০ জন নারীকর্মী দেশে ফিরেছেন। নিজেদের নিয়োগকারীদের হাতে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন তারা।

## গাবতলীতে ৩০ হাজার বর্গফুট জায়গা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে ঢাকার গাবতলী বাস টার্মিনালের ভেতর ও এর আশপাশে ৩০ হাজার বর্গফুট জায়গা উদ্ধার করেছে।

রোববার ডিএনসিসির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাজিদ আনোয়ারের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। পরে সন্ধ্যায় তিনি জানান, গাবতলী বাস টার্মিনালে দিনব্যাপি উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এতে টার্মিনালের ভিতরে এবং আশেপাশে অবৈধভাবে নির্মিত প্রায় ২০০টি সেমিপাকা স্থাপনা, শেড, দোকান ইত্যাদি উচ্ছেদ করে প্রায় ৩০ হাজার বর্গফুট এলাকা উদ্ধার করা হয়েছে। দখলমুক্ত জায়গায় সাধারণ মানুষ এখন নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারবেন বলে জানান সাজিদ আনোয়ার।

উল্লেখ্য, গত ২৮ আগস্ট ডিএনসিসি মেয়র আতিকুল ইসলাম গাবতলী পরিদর্শনে এসে টার্মিনালের ভেতরে ও এর আশপাশের কিছু কিছু এলাকা দখল দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ঐ দিনই তিনি এ এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার ঘোষণা দেন।

## আন্তর্জাতিক

# হংকং বিক্ষোভ: হংকংকে স্বাধীন করতে ট্রাম্পের প্রতি আহ্বান বিক্ষোভকারীদের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

চীনের কবল থেকে হংকংকে 'স্বাধীন করতে' মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। রোববার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত গেয়ে এবং দেশটির পতাকা উড়িয়ে এমন আহ্বান জানায় হংকং-এর বিক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা।

এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম রয়টার্স। টানা ১৪ সপ্তাহে গড়িয়েছে হংকং-এর চীনবিরোধী বিক্ষোভ। ইতোমধ্যেই এ গণবিক্ষোভ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে। সম্প্রতি চীন সফরে হংকং সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য বেইজিং-এর প্রতি তাগিদ দিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল। এখন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নিজেদের বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছে হংকং-এর বিক্ষোভকারীরা। এজন্যই তারা মার্কিন পতাকা উড়িয়ে ও দেশটির জাতীয় সংগীত গেয়ে হংকংকে 'স্বাধীন' করার প্রচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন কামনা করেন। সাহায্য চান মার্কিন প্রেসিডেন্টের। রয়টার্স জানিয়েছে, রোববার মার্কিন কনস্যুলেটে হাজির হয়ে নিজেদের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে বিক্ষোভকারীরা। গত শনিবার রাতভর সহিংসতার পর রোববার গণতন্ত্রের দাবিতে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ও মার্কিন পতাকা উড়িয়ে বিক্ষোভে অংশ নেন হংকং-এর বিপুল সংখ্যক মানুষ। তারা 'স্বাধীনতার জন্য লড়াই কর, হংকংয়ের পক্ষে দাঁড়াও' 'বেইজিংকে প্রতিরোধ কর, হংকংকে মুক্ত কর' ইত্যাদি নানা স্লোগান দেয়। চেরি নামে একজন বিক্ষোভকারী বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য যুদ্ধের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, হংকংয়ে চীনপন্থীরা কিভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে এবং পুলিশ নিষ্ঠুরতা চালাচ্ছে, তা তাদেরকে (যুক্তরাষ্ট্র) দেখানোর জন্য আমাদের এটাই সবচেয়ে ভালো সুযোগ।

## বন উজাড়কে বৈশ্বিক হুমকি হিসেবে দেখতে হবে : পোপ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

দেশে দেশে বন উজাড় ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস পুরো গ্রহের ভবিষ্যতের জন্য হুমকি হওয়ায় বিষয়টিকে স্থানীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা না করে বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে দেখা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন পোপ ফ্রান্সিস। মাদাগাস্কার সফরে গিয়ে গত শনিবার পোপ ফ্রান্সিস এ আবেদন জানান বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে। মাদাগাস্কার বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম দ্বীপ। গত ৬০ বছরে দ্বীপ দেশটির প্রায় ৪৪ শতাংশ বন উজাড় হয়ে গেছে বলে গবেষণা সংস্থা ও এনজিওগুলো জানিয়েছে।

রোজউড ও আবলুস কাঠের অবৈধ রপ্তানি এতে ইন্ধন যুগিয়েছে বলে জানিয়েছে তারা। মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রে রাজোয়েলিনা ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, অন্যান্য নেতৃবর্গ, সুশীল সমাজ ও কূটনীতিক কোরের সদস্যদের এক জমায়েতে স্থানীয় দুর্নীতি নিয়ে কথা বলেন ফ্রান্সিস।

এই দুর্নীতির সঙ্গে মাদাগাস্কারের দারিদ্র্য, চোরাশিকার ও প্রাকৃতিক সম্পদ রপ্তানির সম্পর্ক আছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। কিছু লোক ব্যাপক বন উজাড় থেকে লাভবান হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ফ্রান্সিস বলেন, 'জীববৈচিত্র্যের এই ক্ষয় দেশের ও আমাদের সবার বাসভূমি যে বিশ্ব, তার ভবিষ্যতের সঙ্গে আপোশ করাচ্ছে। শেষ বনগুলো দাবানল, চোরাশিকার, নির্বিচারে মূল্যবান অরণ্য উজাড় করার বিপদের মধ্যে আছে। নিষিদ্ধ ও অবৈধ রপ্তানির মাধ্যমে উদ্ভিদ ও জীববৈচিত্র্যকে বিপন্ন করা হচ্ছে।'

পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এমন কাজে যারা জড়িত আছে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে আনতে নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেন তিনি।

সামাজিক ন্যায়বিচার ছাড়া পরিবেশ রক্ষা ও বিশ্বের কল্যাণের কোনো উদ্যোগ সফল হবে না বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। সম্প্রতি আমাজন বনাঞ্চলে ব্যাপক দাবানলের সময় ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারো তার কৃষিজমি সম্প্রসারণ নীতির বিষয়ে বিশ্বব্যাপী সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করে বিষয়টিকে তাদের অভ্যন্তরীণ ইস্যু বলে দাবি করেছিলেন।

## যুক্তরাজ্যের নতুন কর্মসংস্থানমন্ত্রী থেরেস কফি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাজ্যের নতুন কর্মসংস্থান ও পেনশন বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন থেরেস কফি। রোববার প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন-এর দপ্তর থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। থেরেস কফি ব্রেক্সিট ইস্যুতে শনিবার পদত্যাগ করা অ্যাম্বার রাডের স্থলাভিষিক্ত হবেন। এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম রয়টার্স। এর আগে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে সদ্য বিদায়ী মন্ত্রী অ্যাম্বার রাড বলেন, মডারেট কনজারভেটিভরা যেখানে দাঁড়িয়ে নেই সেখানে তিনি থাকতে পারেন না। ব্রেক্সিট ইস্যুতে সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়ে চলতি বছরের মে মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পদত্যাগের ঘোষণা দেন থেরেসা মে। তিনি সরে দাঁড়ানোর পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন কট্টর ব্রেক্সিটপন্থী বরিস জনসন। আগামী ৩১ অক্টোবর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্রেক্সিট বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন তিনি।

## পাকিস্তানের আচরণের ওপর নির্ভর করছে কাশ্মিরের ভবিষ্যৎ : ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

কাশ্মিরে ভারত সরকার আরোপিত যোগাযোগ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়টি পুরোপুরিভাবে পাকিস্তানের ওপর নির্ভর করছে বলে দাবি করেছে দিল্লি। শনিবার ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল দাবি করেন, সীমান্তের ওপার থেকে উস্কানি বন্ধ হলেই উপত্যকায় আর বিধি-নিষেধের প্রয়োজন থাকবে না। ৫ আগস্ট ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের ঘোষণার মধ্য দিয়ে কাশ্মিরের স্বায়ত্তশাসন ও বিশেষ অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। জম্মু-কাশ্মিরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করতে পার্লামেন্টে পাস হয় একটি বিলও। এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে কাশ্মিরজুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে বিপুলসংখ্যক অতিরিক্ত সেনা। ইন্টারনেট-মোবাইল পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেখানকার বিপুলসংখ্যক স্বাধীনতাপন্থী ও ভারতপন্থী রাজনৈতিক নেতাকে। ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের ঘোষণার পর শনিবার প্রথমবারের মতো সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অজিত দোভাল। কাশ্মির পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা চাই নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করতে। তবে তা নির্ভর করছে পাকিস্তানের আচরণের উপর। উপত্যকাকে অশান্ত করতে তারা প্রতিনিয়ত উস্কানি দিয়ে চলেছে।' কাশ্মিরে ৩৭০ ধারা রদ ও রাজ্যটিকে দু'টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করার কথা ঘোষণা করেছে মোদি সরকার। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থা দেখিয়েছেন তিনি। বলেন, 'যা অনুমান করেছিলাম কাশ্মিরের অবস্থা তার থেকে অনেক ভালো। আমি সেখানে দু'সপ্তাহ ধরে থেকে বুঝেছি উপত্যকার বেশিরভাগ মানুষই ৩৭০ ধারা রদের পক্ষে।' একদিকে যখন ভূস্বর্গে শান্তির কথা বলছেন দোভাল, তখন জম্মু-কাশ্মিরে বন্দি করা হয়েছে দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীসহ বহু রাজনৈতিক নেতা, কর্মীকে। কেন এই বিপরীতধর্মী আচরণ-সে ব্যাপারে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, অঞ্চলকে শান্ত রাখতেই এই পদক্ষেপ।

## ব্যবসা-বাণিজ্য

### টুঙ্গিপাড়াস্থ জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ড. জামাল উদ্দিন আহমেদ, এফসিএ এবং ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুছ ছালাম আজাদ গত ৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়াস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধিতে পৃথক পৃথকভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানসহ মাজার জিয়ারত এবং শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেন। মাজার জিয়ারতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টে তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

মাজার জিয়ারত শেষে ড. আহমেদ জনতা ব্যাংক লিমিটেড বিভাগীয় কার্যালয় ফরিদপুর এর শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বিভাগীয় প্রধান, এরিয়া প্রধান এবং শাখা ব্যবস্থাপকগণের নিকট হতে ব্যাংকের সার্বিক ব্যবসায়িক অবস্থা অবগত হয়ে ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ও খেলাপি ঋণ আদায়ে সকলকে তৎপর হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। বিশেষ করে সম্প্রতি জারীকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-৫ এর আওতায় ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট সুবিধা বাস্তবায়ন করে ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ একক অংকের ঘরে নামিয়ে আনার জোর তাগিদ প্রদান করেন। এছাড়া আমানত বৃদ্ধি, ভালো ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণে বিনিয়োগ এবং ফরেন রেমিটেন্স আহরণে সরকারি ইনসেনটিভ প্রদানের বিষয়টি রেমিটেন্সের উপকারভোগীদের নিকট প্রচার করার জন্য জোর তাগিদ প্রদান করেন। সম্মেলনে ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মো. আব্দুছ ছালাম আজাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ব্যাংকের ভাবমূর্তি ও সুনাম বৃদ্ধির জন্য দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে ব্যাংকের সিএফও একেএম শরীয়ত উল্লাহ এফসিএ এসিসিএ এবং কোম্পানী সেক্রেটারী হোসেইন ইয়াহ্ইয়া চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফরিদপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মো. আহসানউল্লাহ। –সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

### ইসলামী ব্যাংক বগুড়া জোনের ব্যবসায় উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বগুড়া জোনের ব্যবসায় উন্নয়ন সম্মেলন ও প্রীতিভোজ গত ৭ সেপ্টেম্বর শনিবার হোটেল মম ইন-এ অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও সিইও মো. মাহবুব উল আলম সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা ও মুহাম্মদ কায়সার আলী এবং ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আবু রেজা মো. ইয়াহিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বগুড়া জোনপ্রধান মো. আব্দুস সোবহান।

সম্মেলনে বগুড়া জোনের ১৯টি শাখার ব্যবস্থাপক, নির্বাহী ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মো. মাহবুব উল আলম প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, ইসলামী ব্যাংক দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত শক্তিশালী ব্যাংক। সম্পদ ও মুনাফায় সবার ওপরে থাকা এই ব্যাংক টানা ৮ বার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এক হাজার ব্যাংকের তালিকায় বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাংক হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। এসএমই বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সিবাফি অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ অর্জন করেছে ইসলামী ব্যাংক। গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের নিরলস পরিশ্রম, সততা ও আন্তরিকতার কারণেই ব্যাংকের আজকের এই শক্তিশালী অবস্থান। তিনি বলেন, শাখার পাশাপাশি এজেন্ট ও বুথ ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে সকল শ্রেণীপেশার মানুষকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় এনে দেশের চলমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। ভার্চুয়াল তথা ইন্টারনেট ও অ্যাপসভিত্তিক সেবা জনপ্রিয় করার মাধ্যমে ছাত্র ও তরুণপ্রজন্মকে আরো আন্তরিকতার সাথে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। –সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

উত্তরা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ রবিউল হোসেন খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গায় ব্যাংকের ৪র্থ ব্যাংকিং বুথ 'মাটিরাঙ্গা ব্যাংকিং বুথ'-এর শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। –সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

### স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড-এর ৩১৭তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের ৩১৭তম সভা গত ২৮ আগস্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে সম্মানিত চেয়ারম্যান কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোহাম্মদ শামসুল আলম, সম্মানিত পরিচালকবৃন্দের মধ্যে অমান মোস্তফা চৌধুরী, অশোক কুমার সাহা, ফিরোজুর রহমান, এস.এ.এম. হোসাইন, মোহাম্মদ আবদুল আজিজ, মো. জাহেদুল হক, ফেরদৌস আলী খান, আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী, কাজী খুররম আহমেদ এবং নাজমুল হক চৌধুরী সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন- ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মামুন-উর-রশিদ, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. তারিকুল আজম এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মোতালেব হোসেন। –সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

### বেসিক ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

রাষ্ট্র মালিকানাধীন বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০১৯ গত ৭ সেপ্টেম্বর শনিবার ঢাকায় ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান আলাউদ্দীন এ মজিদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক মো. সাহেব আলী মৃধা।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল আলম এর সভাপতিত্বে এতে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক কনক কুমার পুরকায়স্থ, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, শাখা ব্যবস্থাপক ও প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়, নতুন ঋণ বিতরণ ও আমানত সংগ্রহসহ ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকৌশল সম্পর্কেও ব্যবস্থাপকদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। –সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

### আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক ও ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর মধ্যে (ইএসএফ) সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ শফিক বিন আবদুল্লাহ এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর মহাব্যবস্থাপক দীপিকা ভট্টাচার্য্য তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গত ৩ই সেপ্টেম্বর উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। আইসিবির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মোয়াজ্জেম-উল-আলম, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের বিজনেসের প্রধান, হাবিবুর রহমান এবং উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। অন্ট্রাপ্রেনারশীপ সাপোর্ট ফান্ড (ইএসএফ) এর আওতায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং আইসিটি প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ঋণদানে সহায়তা প্রদান করা হবে। –সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গত ১ সেপ্টেম্বর রোববার চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গী বাজারে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের ১৭৩তম শাখার উদ্বোধন করেন চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুস সামাদ লাবু। অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এম. জহিরুল আলম দোভাষ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মো. আব্দুস সালাম, পরিচালক আলহাজ্ব নিয়াকত আলী চৌধুরী, আলহাজ্ব আহামেদুল হক। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ফরমান আর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.-এর ভাইস চেয়ারম্যান মাস্টার আবুল কাশেম, এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের পরিচালক মোহাম্মদ আলমগীর, ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. হাবীব উল্লাহ, চট্টগ্রাম জোনের প্রধান ও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আজম, ভাইস প্রেসিডেন্ট জালাল আহমেদ ও শাখা ব্যবস্থাপক ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লাহ আল মামুন। –সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সম্পাদকীয়

ঢাকা, সোমবার ■ ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

## আমরা প্রস্তুত তো?

বাংলাদেশ ভূ-কম্পপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত। বিজ্ঞানীদের এই কথা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমরা কতোটা প্রস্তুত সেটি নতুন করে ভাবতে হবে। নিতে হবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

ভূমিকম্প এমন একটি দুর্যোগ যার পূর্বাভাষ এখনো বিজ্ঞানীরা দিতে পারছে না। তবে নানা গবেষণায় ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশের কথা উঠে এসেছে বার বার। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ এখন কোনোমতেই ঝুঁকিমুক্ত নয়। কারণ গত ৮০-৮১ বছরে কোনো বড় ভূমিকম্প হয়নি। এছাড়া ইন্ডিয়ান প্লেট যাচ্ছে উত্তর দিকে, আর উত্তর দিকে আমাদের ইউরেশিয়ান প্লেট। দু'টি প্লেট ধাক্কা দিচ্ছে, আর তাতে করে এর বাউন্ডারিতে এনার্জি স্টোর হচ্ছে। বেশ কিছুদিন পরপর প্রেসারটি রিলিজ করার জন্য জায়গাটি নড়ে যায়, আর তখন ভূমিকম্প হয়।

ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হওয়ায় বাংলাদেশ রয়েছে মারাত্মক ঝুঁকিতে। বিল্ডিং কোড মেনে না চলা, বন উজাড়, পাহাড় কেটে ধ্বংস করাসহ নানা উপায়ে আমরা যেন ভূমিকম্প নামক মহাবিপদ ডেকে আনছি। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, সারা দেশে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের সংখ্যা লক্ষাধিক। একই সাথে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট ভূকম্পনেও বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে বলেও বিশ্লেষকরা বলছেন। এ ক্ষেত্রে নতুন ভবন নির্মাণে সরকারি তদারকি আরো বাড়ানো প্রয়োজন। বার বার ভূমিকম্প এ কথাই যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, দুর্যোগ মোকাবেলায় আমরা আসলে কতোটা প্রস্তুত। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় বলা হয়েছে সাড়ে ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে বাংলাদেশে প্রায় ২ থেকে ৩ লাখ মানুষের প্রাণহানির আশংকা রয়েছে।

রাজধানীতে দিন দিন বাড়ছে আকাশচুম্বী অট্টালিকার সংখ্যা। অল্প জায়গায় এতো বড় বড় স্থাপনা ভূমিকম্পের ঝুঁকি আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। শুধু তাই নয় বিল্ডিং কোড না মেনে তৈরি করা হচ্ছে ভবন। এতে স্বল্পমাত্রার কম্পনেই ভেঙে পড়তে পারে অনেক ভবন। এছাড়া ভূমিকম্পপরবর্তী দুর্যোগ মোকাবেলায়ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে। তৈরি করতে হবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। জনসচেতনার জন্য চালাতে হবে ব্যাপক প্রচারণা। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভূমিকম্প রোধ করা সম্ভব নয়, তবে আমরা প্রকৃতির ওপর অবিচার করে নিজেরাই যেন ভূমিকম্প ডেকে না আনি সে বিষয়ে সতর্ক থাকার কোনো বিকল্প নেই।

## জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিন

নগরবাসীর পথ চলাচল নিশ্চিত ও রাজধানীর দুঃসহ যানজট থেকে রক্ষা পেতে হলে ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে হবে। এ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। নানা সময় নির্দেশনায়ও এসেছে। ঢাকার দুই মেয়র দায়িত্ব নেওয়ার পর ফুটপাত দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে ব্যানার, তোরণ, ফেস্টুন ও ফুটপাথে সকল প্রকার অবৈধ দোকান উচ্ছেদের কথা বলছেন। একই সঙ্গে ফুটপাত দখল করে অবৈধভাবে স্থাপিত রাজনৈতিক কার্যালয় দ্রুত সরিয়ে নেয়ার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়নি। একদিকে চলে উচ্ছেদ অভিযান, অন্যদিকে আবার দোকান বসে যায়-এভাবে চলে উচ্ছেদ-দখল খেলা। কিন্তু দিনের পর দিন তো এ অবস্থা চলতে পারে না। জনস্বার্থে এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করাটা অত্যন্ত জরুরি। বিভিন্ন সড়ক ও অলিগলিতে ব্যানার, ফেস্টুন লাগানো এবং তোরণ নির্মাণ করায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় ট্রাফিক সিগনাল বোঝা যায় না। এতে করে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। সে কারণে এ সকল জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। রাজধানীর ফুটপাতে অবৈধ দোকানপাট গড়ে ওঠায় সাধারন মানুষের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। রাজধানীর মোট দুই হাজার ২৮৯ দশমিক ৬৯ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে অনেকাংশেই নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের দখলে। বিশেষ করে ঢাকার ফুটপাথগুলো দখলে থাকায় যারপরনাই ভোগান্তির শিকার হয় সাধারন মানুষজন। যানজটের নিগড়ে পিষ্ট মানুষের কাছে এ যেন গোদের ওপর বিষফোঁড়া।

সাধারণত হকাররাই ফুটপাথগুলো দখল করে রাখে। এজন্য ফুটপাথগুলো হকারমুক্ত রাখা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ছিন্নমূল হকার সমিতির তথ্যানুসারে বর্তমানে ঢাকা শহরে ১ লাখ ৩০ হাজার হকার রয়েছে। এর মধ্যে ৭০ হাজার স্থায়ী ও ৬০ হাজার অস্থায়ী। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সহায় সম্বলহীন এসব মানুষ ঢাকা শহরে কাজের সন্ধানে এসে হকার পেশায় যুক্ত হয়ে পড়ে। আসলে ঢাকায় যে পরিমান জমি রয়েছে তার জন্য ২৫ ভাগ রাস্তা দরকার। সেখানে অলিগলিসহ আছে মাত্র ৭ ভাগ। মেইন রোড আছে ৩ ভাগ। এই ৩ ভাগের ৩০ ভাগ দখল করে অবৈধ দখলদাররা। যার মধ্যে একটি অংশ হচ্ছে হকাররা। রাজধানীর ৭০ শতাংশ ফুটপাথ প্রাইভেট গাড়ি দখল করে রেখেছে। অবাক করা বিষয় হচ্ছে, রাজধানীর অধিকাংশ রাস্তার পাশেই যেসব দোকান ও আবাসিক ভবন রয়েছে তাদের কোনো পার্কিং ব্যবস্থা নেই। ফলে রাস্তার অর্ধেকটা তারা দখল করে গাড়ি পার্কিং করে। দিনের পর দিন এ প্রকাশ্যে এ ধরনের কার্যক্রম চললেও এগুলো দেখার যেন কেউ নেই।

ফুটপাথ থেকে হকার উচ্ছেদ করতে হলে তাদের পুনর্বাসনের মানবিক দিকটিও ভাবতে হবে। রাজধানীর ভাসমান হকারদের পুনর্বাসনে গত ২৫ বছরে অন্তত দুই ডজন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় ১৯৫২ সালে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৯ সালেও বাস্তবায়ন করা হয় দু'টি প্রকল্প। ডিসিসির খাতাপত্রে এসব প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ১৮ হাজার হকারকে পুনর্বাসনের কথা বলা হয়েছে। রাজধানীর হকারদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তৎকালীন ঢাকা পৌরসভা কর্তৃপক্ষ নগরীর সদরঘাট এলাকায় প্রথম প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে ১৯৫২ সালে। 'সদরঘাট হকার্স মার্কেট' নামের ঐ প্রকল্পে পুনর্বাসন করা হয় সর্বমোট ৮১২ জন হকারকে। এরপর ১৯৭৯ সালে সদরঘাট এলাকাতেই হকার পুনর্বাসনের ২য় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। লেডিস পার্ক হকার্স মার্কেট নামের ঐ প্রকল্পে ৬৪৫ জন হকার পুনর্বাসিত হয়। তারপর আশির দশকের শেষার্ধে হকার পুনর্বাসনের ব্যাপকভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এভাবেই গত ২৫ বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে প্রায় ১৮ হাজার হকারকে পুনর্বাসন করা হয়। কিন্তু এত প্রকল্প বাস্তবায়নের পরও নগরজুড়ে হকারের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

আসলে ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে হলে উভয়পক্ষ থেকেই দায়িত্বশীল কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে। স্রোতের মতো হকাররা আসতে থাকবে আর তারা ফুটপাথ দখল করে ব্যবসাবাণিজ্য করবে তারপর পুনর্বাসনের দাবি তুলবে এটি কখনও বাস্তবসম্মত নয়। এজন্য সবাইকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। এ লক্ষ্যে একটি সুসমন্বিত পন্থায় এগিয়ে যেতে হবে।

## অভিযান চলুক সারাবছর

খাদ্যে ভেজাল এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবস্থা এমন হয়েছে যে ভেজালের ভিড়ে আসল চেনাই দায়। নিরাপদ খাবার আদৌ আছে কি- এমন প্রশ্ন রয়েছে মানুষজনের মধ্যে। এ অবস্থায় জনস্বাস্থ্য রক্ষায় ভেজাল বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপের কোনো বিকল্প নেই।

খাদ্যে ভেজাল মেশানো একটি গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত হলেও এ বিষয়ে আইন প্রয়োগে তেমন কোন উদ্যোগ নেই। মাঝেমধ্যে ভেজালবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। যৎসামান্য জরিমানা করা হয়। ব্যস, ঐ পর্যন্তই। কিছুদিন পরই আবার শুরু হয় ভেজালের সমারোহ। এজন্য সারা বছর ধরেই ভেজালবিরোধী অভিযান পরিচালনা করতে হবে। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে খাদ্যে ভেজাল দেয়া এবং ভেজাল খাদ্য বিক্রির সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া ১৪ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা প্রয়োগ করার কোন নজির নেই। অথচ খাদ্যে ভেজালের বিষয়টি এখন ওপেনসিক্রেট। খাদ্য ও ভোগ্যপণ্যের মান ও বাজার নিয়ন্ত্রণে ৭টি মন্ত্রণালয় কাজ করে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে এখানে এক হ-য-ব-র-ল অবস্থা বিরাজমান। কার কোন্ দায়িত্ব, কে কিভাবে পালন করবে সেটা নিরূপণ করতেই সময় চলে যায়। আমাদের ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর আছে। দেশে ভোক্তা অধিকার আইনও আছে। কিন্তু কোথাও এই আইনের তেমন প্রয়োগ হতে দেখা যায় না। মাঝেমধ্যে তাদের তৎপরতা চোখে পড়লেও তা পর্যাপ্ত নয়।

খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই) মাঝে মধ্যে অভিযান পরিচালনা করলেও তা সন্তোষজনক নয়। আমাদের দেশে দুরারোগ্য রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে ভেজালমিশ্রিত খাবার খাওয়া। খাদ্যে ভেজাল করা কোনো সাধারণ অপরাধ নয়। এ ধরনের অপকর্মের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, এই ভয়ানক অপরাধীদের তেমন কোনো শাস্তিই হয় না। ভেজালের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে যে এ ধরনের অপরাধ বন্ধ করা সম্ভব এ ব্যাপারে সবাই একমত। কাজেই প্রয়োজনে নতুন আইন করে হলেও দ্রুত বিচারের মাধ্যমে এদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান জোরদার করতে হবে ভেজাল বন্ধে। খাদ্যে ভেজালের বিষয়টিকে হালকা করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

# বঙ্গবন্ধুই নদী ও সুন্দরবন রক্ষার পথদ্রষ্টা

● আশীষ কুমার দে

মুক্তমত

প্রিয় মাতৃভূমির শাসনভার হাতে নিয়েই নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌ চলাচল ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করেন বঙ্গবন্ধু। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানের রেখে যাওয়া 'খনক' নামের একটি মাত্র ড্রেজার (খননযন্ত্র) দিয়ে বিশাল আয়তনের অভ্যন্তরীণ নৌপথের নিয়মিত পলি অপসারণ ও নদী খনন সম্ভব নয়।

নদ-নদী আমাদের অমূল্য সম্পদ ও বাংলাদেশের অস্তিত্বের অংশ এবং অদূর ভবিষ্যতে অনাদর-অবহেলায় এ সম্পদ ধ্বংস হতে পারে, এর ওপর পড়তে পারে ভূমিখেকোদের লোলুপ দৃষ্টি- দূরদর্শী বঙ্গবন্ধু তা হয়তো উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এজন্য যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের মতো কঠিন কাজের শত ব্যস্ততার মধ্যেও নদ-নদী খননের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে ভোলেননি তিনি। কারণ তিনি নিজেও নদীবেষ্টিত জেলা গোপালগঞ্জের সন্তান।

প্রিয় মাতৃভূমির শাসনভার হাতে নিয়েই নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌ চলাচল ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করেন বঙ্গবন্ধু। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানের রেখে যাওয়া 'খনক' নামের একটি মাত্র ড্রেজার (খননযন্ত্র) দিয়ে বিশাল আয়তনের অভ্যন্তরীণ নৌপথের নিয়মিত পলি অপসারণ ও নদী খনন সম্ভব নয়। শতভাগ যৌক্তিক এ উপলব্ধি থেকেই বঙ্গবন্ধু তাঁর সংক্ষিপ্ত শাসনামলে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) জন্য দু'দফায় বিদেশ থেকে সাতটি ড্রেজার সংগ্রহ করেছিলেন; যেগুলো এখনও বিআইডব্লিউটিএর বহরে যুক্ত ও সচল রয়েছে। সেসব জলযান বা ড্রেজার হলো : ডেল্টা-১, ডেল্টা-২, ড্রেজার-১৩৫, ড্রেজার-১৩৬, ড্রেজার-১৩৭, ড্রেজার-১৩৮ ও ড্রেজার-১৩৯।

শুধু কি তাই? নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌ পরিবহন ব্যবস্থা যাতে ব্যাহত না হয়, নৌপথের পলি অপসারণ ও নদী খনন কাজ যাতে সঠিকভাবে হয়, এজন্য বিশ্বখ্যাত একজন রাষ্ট্রনায়ক হয়েও নৌ মন্ত্রণালয়কে বেশ কিছুদিনের জন্য নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু নদীপ্রেমীই ছিলেন না, প্রকৃতিপ্রেমীও ছিলেন তিনি। কালের এ মহানায়ক বাংলাদেশের অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবনকে নিয়েও ভাবতেন। দূরদর্শী এ নেতা সুন্দরবনের ভবিষ্যত নিয়ে উদগ্রীব ছিলেন। প্রাকৃতিক এ বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত শেলা নদীর বুক চিরে বাণিজ্যিক নৌযান চলাচল অব্যাহত থাকলে নিকট-ভবিষ্যতে সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে- এমন আশংকাও জেগেছিল তাঁর মনে। যেহেতু আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর মংলার সঙ্গে শিল্প ও বন্দরনগরী খুলনাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের নৌ যোগাযোগ অপরিহার্য ছিল, সেহেতু মংলা বন্দরের যাত্রা শুরু থেকেই শেলা নদী দিয়ে সব ধরনের বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করতো। তাই গুরুত্বপূর্ণ নৌপথটি বন্ধ করাও সম্ভব ছিল না।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন, সময়ের প্রয়োজনেই শেলা নদীকে ভারি নৌযান চলাচলমুক্ত করতে হবে। তা না হলে সুন্দরবনকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে যাবে। এ উপলব্ধি থেকে তিনি মংলা বন্দর ও খুলনার মধ্যে বিকল্প নৌপথ সৃষ্টির উপায় খুঁজতে থাকেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সেখানকার পরিস্থিতি সরজমিন পরিদর্শনের ছুটে যান তৎকালীন নৌ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী জেনারেল আতাউল গণি (এম এ জি) ওসমানী; যিনি ছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি। ঢাকায় রাষ্ট্রীয় দপ্তরে বসে ওসমানীকে পাঠিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি তিনি, বিকল্প নৌপথ খুঁজতে পরবর্তী সময়ে নিজেও ছুটে গিয়েছিলেন মংলায়। রাষ্ট্রনায়ক ও সেনানায়কের পরিদর্শন শেষে লুপ কাটিং ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার ঘষিয়াখালী থেকে রামপাল উপজেলার বেতিবুনিয়া পর্যন্ত ৬ দশমিক ৫ কিলোমিটার (কিমি) সংযোগ খাল খনন করা হয়। এরপর ১৯৭৪ সালে চালু হয় মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেল বা নৌপথ; যার মূল লক্ষ্য ছিল- সুন্দরবনকে অক্ষত রেখে মংলা সমুদ্রবন্দরের পণ্য আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বল্পদূরত্বের বিকল্প পথ আবিষ্কার করা। মংলা থেকে ঘষিয়াখালী পর্যন্ত আলোচিত এই নৌপথের দূরত্ব ৩১ কিমি। সদ্যভূমিষ্ঠ সুস্থ একটি শিশু যেমন সকলের দৃষ্টি কাড়ে, তেমনি চালুর অল্পদিনের মধ্যেই নতুন নৌপথটি সার্বিক বিবেচনায় হয়ে ওঠে জনপ্রিয়। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য স্থানের নৌ যোগাযোগের ক্ষেত্রেও নতুন এ নৌপথ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে মংলা-ঘষিয়াখালী নৌপথ 'বাংলাদেশ-ভারত নৌবাণিজ্য প্রটোকল রুট' এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে এর গুরুত্ব অনেকগুণ বেড়ে যায়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মংলা বন্দর, খুলনা ও নোয়াপাড়া নদীবন্দর, চালনা, রায়মঙ্গল ও ভারতের সঙ্গে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে মংলা-ঘষিয়াখালী নৌপথটি এখন অপরিহার্য। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই পদক্ষেপের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত: বিকল্প নৌপথ তথা মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলটি সমুদ্রবন্দর মংলার সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে দেয়ায় জাহাজ চলাচলে সময়, অর্থ ও জ্বালানি তেলের ব্যয় কমে গেছে। দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশ-ভারত নৌবাণিজ্য প্রটোকল রুটের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় চ্যানেলটি আন্তর্জাতিক নৌপথের স্বীকৃতি পেয়েছে। এবং তৃতীয়ত: শেলা নদীর ওপর দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল বন্ধ হওয়ায় পরিত্যক্ত বিষাক্ত জ্বালানি তেল ও ভয়াবহ শব্দদূষণ থেকে সুন্দরবন রক্ষা পেয়েছে। ফলে এই প্রাকৃতিক বনের অগণিত প্রজাতির জলজ প্রাণি ও উদ্ভিদের ধ্বংসঝুঁকিও কমেছে। সুতরাং মংলা-ঘষিয়াখালী বিকল্প চ্যানেল সৃষ্টির বঙ্গবন্ধুর ঐ পদক্ষেপ ছিল যুগান্তকারী; যা ইতিহাসের মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত।

একইভাবে নৌপথের পলি অপসারণ ও নদী খননের জন্য স্বাধীন দেশে ড্রেজার আমদানির মতো সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নদীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসারই বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছে। এছাড়া তাঁর শাসনামলেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয় অভ্যন্তরীণ নৌপথের জরিপ প্রতিবেদন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৪ সালে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যে প্রথম জানা যায়, বাংলাদেশে নৌপথের দৈর্ঘ্য ২৫,১৪০ (পঁচিশ হাজার এক শ' চল্লিশ) কিলোমিটার; যা বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তী ৩০ বছরে মাত্র ৫,৯৬৮ (পাঁচ হাজার নয় শ' আটষট্টি) কিলোমিটারে নেমে এসেছিল। বিলুপ্ত বা হারিয়ে যাওয়া বিশাল আয়তনের সে নৌপথ পুনরুদ্ধারের আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ব্যাপক খনন ও পলি অপসারণের মাধ্যমে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার নৌপথ ইতোমধ্যে উদ্ধারও হয়েছে।

প্রসঙ্গত নেদারল্যান্ডের সংস্থা 'নেডেকো'এর একটি বিশেষজ্ঞ দল ১৯৬৫-৬৭ পর্যন্ত ঐ জরিপ চালালেও তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান সরকার তা যথাসময়ে প্রকাশ করেনি; বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে প্রকাশ করা হয়। সুতরাং সার্বিক পর্যালোচনায় তর্কাতীতভাবেই বলা যায়, বঙ্গবন্ধুই এ দেশের নদ-নদী, নৌপথ ও সুন্দরবন রক্ষা এবং নৌ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রথম পথপ্রদর্শক।

**লেখক :** সিনিয়র সাংবাদিক ও অধিকারকর্মী।

# বাংলাদেশের শিক্ষাচিত্র ও নেত্রকোণার অনন্য উচ্চতা

মুক্তমত

ড. মিল্টন বিশ্বাস

ময়মনসিংহ বিভাগের অন্যতম একটি জেলা 'নেত্রকোণা'য় এখন প্রায় ২৫ লাখ মানুষের বসতি। এই জেলার উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য, দক্ষিণে কিশোরগঞ্জ, পূর্বে সুনামগঞ্জ ও পশ্চিমে ময়মনসিংহ। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে হওয়া নেত্রকোণা মহকুমাকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি নেত্রকোণা জেলা করা হয়। এই জেলা ১০টি উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত। এখানে সাক্ষরতার হার ৩৪.৯৪ শতাংশ। তবে শেখ হাসিনা সরকারের আমলে এই জেলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। এখানে ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়'। একইসময় মেডিকেল কলেজ চালু হয়েছে। এছাড়া ২৮টি কলেজ, ২৩৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩৮৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১৬০টি মাদ্রাসা রয়েছে এখানে। এখানকার শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রস্তাবিত) দেশের ৪২তম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এটির অবস্থান নেত্রকোণা জেলার পৌর শহরের রাজুর বাজার (বারহাট্টা রোড) এলাকায়। উপাচার্য অধ্যাপক ও লেখক ড. রফিকউল্লাহ খান নিরলসভাবে শ্রম দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার জন্য সাধনা করে চলেছেন। ৫০০ একর (নির্মাণাধীন) জমি নিয়ে গড়ে উঠছে এটির বিশাল ক্যাম্পাস। বিষয় হিসেবে বাংলা, ইংরেজি, কম্পিউটার সায়েন্স এবং ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স পাঠদান করা হচ্ছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে আরও বাড়ানো হবে। ২০০ আসন থেকে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে অনেক হাজার শিক্ষার্থীর পদচারণায় এটি হয়ে উঠবে দেশের অন্যতম বিদ্যাপীঠ। বিশ্বব্যাপী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে অচিরেই। সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে সুস্থ মানসিকতা ও উচ্চ মানসম্পন্ন মনন সৃষ্টি করা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব। মুক্তচিন্তার চর্চা, নিরাসক্তভাবে সত্যের অনুসন্ধানের মাধ্যমে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলাও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য। এসব লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর সচিব সাজ্জাদুল হাসান ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস নেত্রকোণার শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রথম শ্রেণির বিদ্যাপীঠে পরিণত করতে সহায়ক হবে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো সৃজনশীলতার সূতিকাগার। নতুন জ্ঞান সৃষ্টির প্রচেষ্টা, নতুন চিন্তা ও আবিষ্কার সমাজকে এগিয়ে নেয় এ ভাবনা আমাদের অস্থি-মজ্জায় লালন করা দরকার।

২. নেত্রকোনার শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে হলে স্বাভাবিকভাবে সমগ্র দেশ তথা জাতীয় ইতিহাসকে সামনে আনতে হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশের প্রথম সরকার কর্মকাণ্ড শুরু করে। এখন ২০১৯ সাল। এই দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে; পাল্টে গেছে শিক্ষা-সংস্কৃতি; নতুন রূপে আবির্ভূত হয়েছে মানুষের চিন্তা-চেতনা। পাকিস্তান আমলে শাসকগোষ্ঠী শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য তৈরি করেছিল। একাধিক শিক্ষা প্রণালি ছিল তার মূল কারণ।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে 'কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন'-এ এদেশে চলমান শিক্ষা ক্ষেত্রে নানারূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাপনার সমাধানের কথা উল্লেখ করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে পাকিস্তানের পুরানো ভূত ভর করে। ১৯৭৩ সালে ৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ জারি করে বঙ্গবন্ধু যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন তারও মৃত্যু ঘটে পঁচাত্তর-পরবর্তী স্বৈরশাসকদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলে। বঙ্গবন্ধুর আমলে শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারির মর্যাদা দেয়া হয়; ১১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতির পিতার আদর্শের ধারাবাহিকতায় শেখ হাসিনা সরকারের আমলে একটি শিক্ষানীতি প্রণীত হওয়ায় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার যে কথা বলা হয়েছিল তা বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার কাজ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার একটি প্রবন্ধের নাম 'শিক্ষিত জনশক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত'। ১৯৯৪ সালে লিখিত এই প্রবন্ধে তিনি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবমুখী করে গড়ে তোলার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলেন। তখন থেকেই দেশের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। প্রতিটি ছাত্র যাতে তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক মেধা-মনন, ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী পেশা বেছে নিতে পারে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। সেসময় তাঁর প্রত্যয়দৃপ্ত উচ্চারণ ছিল- 'শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে আমরা বদ্ধপরিকর।' উক্ত প্রবন্ধে তিনি ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দিয়ে নিরক্ষরতা দূর করার কথা বলেছিলেন। ছাত্রদের কাজে লাগানোর তাঁর সেই স্বপ্ন রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর ভিন্ন আঙ্গিকে সম্পন্ন হয়েছে। উপরন্তু তিনি ফেল করা হতাশ শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভেবেছিলেন। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দেশের সম্পদ উৎপাদনে ও গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করার কথা লিখেছেন। সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাদের সমাজের দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কথা ছিল তাঁর লেখায়। দুই দশক আগের এসব ভাবনার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনায়।

গত মহাজোট সরকারের অন্যতম কীর্তি জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন। 'শিক্ষানীতি ২০১০'-এ ছাত্রদের চরিত্র গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষানীতির 'শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ' তিন- অংশে বলা হয়েছে: 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলি (যেমন: ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো' হবে। মূলত শিক্ষা সংক্রান্ত শেখ হাসিনার ভাবনার বাস্তবায়নই হচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতি'২০১০।

আসলে শিক্ষার অপরিহার্যতার দিকে লক্ষ রেখেই ২০১০ সালে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে এবং তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিক স্তরে শতভাগ শিশুর ভর্তি, প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রতিবছর বিনামূল্যে বই বিতরণ, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষার প্রবর্তন, ঝরে পড়ার হার হ্রাস, ছাত্রীদের অনুপাত বৃদ্ধি প্রভৃতি শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অগ্রগতির সাক্ষর। প্রধান শিক্ষকসহ শিক্ষকদের পদমর্যাদা, বেতন-ভাতা, ট্রেনিং ও দক্ষতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান, কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা, প্রতি উপজেলায় একটি করে বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে পরিণত করার কার্যক্রম চলছে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, ভর্তি পরীক্ষা, পরীক্ষার ফল প্রকাশ প্রভৃতি কার্যক্রম জনগণের প্রশংসা অর্জন করেছে। আমাদের জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষা পালন করছে নিয়ামক ভূমিকা। বর্তমানে শিক্ষাখাতে ২০০৯-১৯ পর্বে অনুসৃত নীতি ও সাফল্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বর্তমান শিক্ষানীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে দেশে একটি শিক্ষা আইনের-২০১৩ খসড়া প্রণীত হয়েছে। এর ৫১ (১) ধারায় গাইড বই, নোট বই, শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং বাণিজ্য বন্ধে উদ্যোগ এবং এক্ষেত্রে আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়। ৫৫ (১) ধারায় বলা হয়েছে শিক্ষকদের যথাযথ বেতন-ভাতা ও মর্যাদা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করা; শিক্ষার মানোন্নয়নের মাধ্যমে একটি শিক্ষিত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলা। অঙ্গীকার পূরণে কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে ৯৯ দশমিক ৬৪ শতাংশ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে।

মূলত মানবসম্পদ উন্নয়নে একটি সার্বিক কৌশল গ্রহণ করেছে শেখ হাসিনার সরকার। এ কৌশলের অংশ হিসেবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং ব্যক্তি মালিকানা খাত ও সরকারি উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করা হচ্ছে। শিক্ষার বিষয়বস্তু বা কারিকুলামও চাহিদা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা এবং বিভিন্ন পেশায় ও প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণের সুযোগ ঢেলে সাজানোর যে কাজ শুরু হয়েছে তা সুচারুভাবে সম্পন্ন করা এবং সারাদেশে এর প্রচলন নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। অপরদিকে রেজিস্ট্রার্ড ও কমিউনিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা স্কেলের প্রারম্ভিক ১০০ শতাংশ প্রদান করা হচ্ছে।

৩. শেখ হাসিনা সরকারের আমলে শিক্ষা সেক্টরে অর্জিত উত্তম সব কিছুই অনুসৃত হচ্ছে নেত্রকোণা জেলায়। নেত্রকোনায় রয়েছে প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য। এখানে চর্যাপদের (দ্বাদশ শতাব্দী) চুরাশিজন বৌদ্ধ মহাসিদ্ধদের একজন কাহ্নপাদকে পেয়েছি। উনিশ-বিশ এবং একবিংশ শতাব্দীর বহু বিখ্যাত ব্যক্তির ভিটেমাটি এই এলাকায়। এখানকার বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বনেদি হিসেবে গণ্য। বর্তমান সরকারের আমলে ঐতিহ্যবাহী 'দত্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে'র শিক্ষা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ৩রা জানুয়ারি শিশুদের শিক্ষা দানের জন্যে একটি পাঠশালা স্থাপন করা হয়। পাঠশালাটি পরে এমই স্কুলে রূপান্তরিত হয়। ১৮৮৭ সালে ১লা জানুয়ারি নেত্রকোণা পৌরসভা স্থাপিত হয়। পৌরবাসীর ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার সুযোগ্য ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক রমেশ চন্দ্র দত্ত (আইসিএসসিআইই) ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং তারই উপাধি ধরে এর নামকরণ করা হয় 'দত্ত হাই স্কুল'। বর্তমানে অবকাঠামো, প্রযুক্তিগত, স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পদের দিক দিয়ে এটি বাংলাদেশের একটি অন্যতম অত্যাধুনিক বিদ্যাপীঠ। পাঠদান প্রক্রিয়াতেও প্রতিষ্ঠানটি প্রশংসনীয়।

বর্তমানে শিশু শ্রেণি থেকে ১০ শ্রেণি পর্যন্ত বালক-বালিকা শাখায় পাঠদান চালু আছে। বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে শিক্ষকের সংখ্যা ৮৬ জন। ২০১৯ সালে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৬০৯ জন। প্রতিবছর জেএসসি ও এসএসসি পাশের হার সন্তোষজনক; প্রায় শতভাগ। বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও সামাজিকভাবে তার মান এখন অনেক উঁচুতে। কেবল প্রাচীন বিদ্যাপীঠের পরিচর্যা নয় নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে নেত্রকোনায়। শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' এর মধ্যে অন্যতম। এটি প্রতিষ্ঠার জন্য জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে, জমির পরিমাণ ১.১৩ একর। প্রত্যাশী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক-টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে একীভূত করে দেখা হয়। এই জেলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও এ দুয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান গুরুত্ব পেয়েছে। ভ্রমণ পিপাসুদের অন্যতম আকর্ষণীয় প্রতিষ্ঠান হলো 'উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি বিরিশিরি'। এই সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠানটিতে ২০০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়াম ভবন, গ্যারেজ, গেস্ট হাউজ, হোস্টেল, সীমানা দেওয়াল ও ড্রেন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতাভুক্ত নেত্রকোণা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ সম্পন্নের পথে। প্রক্রিয়াধীন রয়েছে জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় শৈলজারঞ্জন সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণের কাজ। অন্যদিকে বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনায় একটি কেন্দ্র চালু হয়েছে। অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে ১টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ। '১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন (টিএস)' শীর্ষক প্রকল্পের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন। 'শেখ রাসেল ট্রেনিং এন্ড রিহেবিলিটেশন সেন্টার ফর দ্য ডিস্টিটিউট চিলড্রেন' (২য় পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনায় একটি ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে যাচ্ছে।

৪. প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নেত্রকোণার অগ্রগতি অনন্য। মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রটি অনেক বিশাল। প্রায় ৮০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সরকারি মাত্র সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার। শিক্ষকের সংখ্যা সাড়ে তিন লাখ। এর মধ্যে সরকারি হলো এক লাখ ৮২ হাজার। প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ালেখা করে ১ কোটি ৭০ লাখ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে প্রায় ৯৪ লাখ শিক্ষার্থী পড়ে সরকারি বিদ্যালয়ে। বাকিরা পড়ে বেসরকারি বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায়। সরকারের বিভিন্ন প্রণোদনা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার প্রবণতা রয়েছে। তবু শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আছে প্রাথমিক স্কুলের খাতায়। জাতির মেরুদণ্ড- দাঁড়িয়ে আছে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর। তাই প্রাথমিক শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই। গুরুত্ব দেয়া মানে কেবল বক্তৃতা-বিবৃতি নয়, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেয়া, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া, শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করার বিষয়টিও আছে। শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও তার যথাযথ প্রয়োগ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নও শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। তার চেয়ে বড় কথা এই সকল উদ্যোগ দেখ-ভাল করাও খুব জরুরি। কিন্তু কোন এলাকায় বিদ্যালয় ভালো আর কোন এলাকার বিদ্যালয়ে খারাপ অবস্থা চলছে, তা জানা গেলে তো সমস্যা নিরসনের উদ্যোগ নেয়া যাবে। এজন্য শিক্ষা উন্নয়ন সূচক নির্ণয় জরুরি। যার মাধ্যমে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে, কোথায় কী সমস্যা হচ্ছে।

জানা কথা যে, দেশে চলছে ১১ ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়। এর মধ্যে এবতেদায়ী এবং কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিও রয়েছে। দীর্ঘদিন বাংলাদেশের শিক্ষাচিত্র সন্তোষজনক ছিল না। যেমন সিলেট অঞ্চলের শিক্ষাচিত্র ভয়াবহ রকমের খারাপ ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অবস্থার কথা তো সকলেই জানেন। দেখা গেছে, যে এলাকার মানুষ বেশি গরিব, সেই এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার হাল ততই করুন। তবে শিক্ষার অবস্থা খারাপের জন্য কেবল দারিদ্র্যই দায়ী নয়। আরো অনেক কারণ তার পেছনে রয়েছে। পঁচাত্তর-পরবর্তী স্বৈর শাসকদের দুর্নীতি এর অন্যতম কারণগুলোর একটি। স্বৈরশাসকদের সময় ৯০ লাখ শিক্ষার্থীর অবস্থাই অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থীই ছিল খারাপের কবলে। আশার কথা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের আমলে নেত্রকোণা, ঢাকা, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের শিক্ষাচিত্র উন্নত হয়েছে। বরিশাল ও চট্টগ্রামের অবস্থা তারপরে। পূর্বেই বলা হয়েছে সবচেয়ে খারাপ ছিল সিলেট বিভাগের। জেলাওয়ারি হিসাব করলে নারায়ণগঞ্জের অবস্থান সবচেয়ে উপরে আর সুনামগঞ্জের অবস্থান সবচেয়ে নিচে ছিল। তবে নানামুখী পদক্ষেপের পর সার্বিক বিবেচনায় দশটি ভালো জেলা হলো নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, ঢাকা, বাগেরহাট, গাজীপুর, নবাবগঞ্জ, ঝিনাইদহ, ফেণী, মানিকগঞ্জ ও রাজশাহী। আর এখনও নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা দরকার সুনামগঞ্জ, বান্দরবান, মৌলভীবাজার, সিলেট, খাগড়াছড়ি, হবিগঞ্জ, রাঙ্গামাটি, গাইবান্ধা, শেরপুর জেলাকে। একথা ঠিক যে, সকল এলাকার শিক্ষাচিত্র সমান হওয়ার কথা নয়। ভৌগোলিক ও আর্থসামাজিক অবস্থাও এর জন্য দায়ী। পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে স্কুলে যাওয়া কী ভয়ংকর, তা ঐ এলাকার মানুষ ছাড়া আর কেউ জানে না। আবার সুনামগঞ্জে হাওরের মধ্যে স্কুলে যাওয়ার প্রবনতা কম কারণ ঐ যাতায়াত সমস্যা। তাই সমস্যাগুলো সমাধান করতে হলে, এলাকাভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচি নিতে হবে। যে অঞ্চলের স্কুলের অবস্থা বেশি শোচনীয় সে এলাকার সমস্যা নিরসনকে অগ্রাধিকার দেয়া দরকার। এভাবেই প্রাথমিক শিক্ষার সংকট দূর করে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সফলতা আসতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষার সংকট দূর করার জন্যই নেত্রকোণা জেলায় 'জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর' শিক্ষা সেক্টরে ব্যাপক বরাদ্দ নিয়ে কাজ করছে। যেমন প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩,৫৮৩ টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ২১৮টি ওয়াশ ব্লক নির্মাণের কাজ করেছে। চলমান রয়েছে ৩,৪১০ টি গভীর নলকূপ ও ৫০টি ওয়াশ ব্লক নির্মাণের কাজ। অন্যদিকে 'শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর' বিগত ১০ বছরে বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ২০১১-১২ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে 'সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১৫টি উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ (২০০০ স্কুল) প্রকল্প পরিচালনা করেছে। আবার প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি 'শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি ৭০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়) এর ২টি চলমান এবং ২টির দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (৩০০০ স্কুল)' ও 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (৩০০০ স্কুল)' শীর্ষক প্রকল্পের আসবাবপত্র সরবরাহের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আসবাবপত্র সরবরাহসহ নির্মাণ করা হচ্ছে বেসরকারি মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন। 'তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন' শীর্ষক ১২টি প্রকল্প চূড়ান্ত এবং ১৭টি চলমান রয়েছে। রাজস্ব বাজেটের আওতায় (সরঃ ও বেসঃ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩৫টি নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হলেও তার মধ্যে ১২টি চূড়ান্ত ও ২৩টি চলমান রয়েছে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্কার ও মেরামত কাজ চলছে যার মধ্যে ৫৪টি চূড়ান্ত। এছাড়া নেত্রকোণা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় বিগত ১০ বছরে বাস্তবায়ন করেছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি দরিদ্র-ক্ষুদ্র-জনবহুল এবং উন্নয়নশীল দেশ। নেত্রকোণা তারই একটি জেলা। এ জেলার আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এবং সেখানকার মানুষের জীবনের উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষা শব্দটি ব্যাপকভাবে জড়িয়ে রয়েছে। কাজেই ব্যক্তি-গৃহ-পরিবার-সমাজ-দেশ তথা জাতীয় উন্নয়নের নিমিত্তে নেত্রকোণায় শিক্ষার আরো উন্নয়ন করতে হবে একথা যেমন সত্য তেমনি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি সুনির্দিষ্ট করাও অপরিহার্য। কারণ মানব জাতির কল্যাণকর, শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর ভবিষ্যৎ সৃষ্টি শিক্ষার মূল লক্ষ।

অন্যদিকে যথার্থ ও তারুণ্যময় শিক্ষা পদ্ধতি একটি দেশের অগ্রগতির চালিকা শক্তি। এজন্য দেশ ও জাতির উন্নয়ন সম্পৃক্ত শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে। শেখ হাসিনা সরকারের আমলে প্রণীত 'জাতীয় শিক্ষানীতি' সহায়তা করছে মানবজাতিকে মঙ্গলময় কর্মকাণ্ডের সংযুক্ত হতে। আধুনিক জীবনে শিক্ষা ব্যতীত কোনো জাতি তার প্রাত্যহিক জীবনও চিন্তা করতে পারে না। শিক্ষাই কেবল তার বেঁচে থাকার প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তুলতে পারে। এজন্য শিক্ষা ও শিক্ষা পদ্ধতির নতুন আবিষ্কার ও প্রয়োগ একটি অন্যতম অনুষঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন 'মানুষের অভ্যন্তরের মানুষটিকে পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টাই শিক্ষা।' তিনি আরো বলেছেন 'শিক্ষা হল, বাইরের প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন।' মানব শিশুর জন্মের পর থেকে ক্রমাগত এবং অব্যাহত পরিচর্যার মাধ্যমে তার দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে। অন্যদিকে নানা সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে তার মানসিক বিকাশ হয়। উন্নত মানসিক বিকাশের ক্রমচর্চার মধ্যে দিয়ে নৈতিকতার পরিগঠনের মাধ্যমে আত্মার শুদ্ধি ঘটে। এজন্য বলা হয়ে থাকে দেহ, মন ও আত্মার সুসামঞ্জস্য বিকাশই শিক্ষা। এক কথায় পরিপূর্ণ মানব সত্তাকে লালন করে, দেহ, মন ও আত্মার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে, নিজেকে জাতির উপযোগী, যোগ্য, দক্ষ, সার্থক ও কল্যাণকামী সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার নামই শিক্ষা। শিক্ষা মানব জীবনের এক মূল্যবান সম্পদ। এ সম্পদ কখনই খোয়া যায় না বা বিলুপ্ত হয় না। বেঁচে থাকার জন্য, নিজেকে অভিযোজিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা অপরিহার্য। নেত্রকোণা জেলা শিক্ষা সেক্টরে যে উচ্চতায় উপনীত হয়েছে তা সেখানকার মানুষের ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট।

**লেখক :** অধ্যাপক এবং পরিচালক জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

# চুনারুঘাটে রেমা-কালেঙ্গা অভয়ারণ্যে চলছে গাছ পাচারের মহোৎসব ॥ ৬ লাখ টাকার সেগুন কাঠ উদ্ধার

উদ্ধার হওয়া চোরাই সেগুন কাঠ শায়েস্তাগঞ্জ রেঞ্জ অফিসে রাখা হয়েছে —পাঞ্জেরী

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার রেমা-কালেঙ্গা অভয়ারণ্যে চলছে গাছ পাচারের মহোৎসব। আর এর সবই হচ্ছে বন বিভাগের অতিপয় কর্মকর্তাদের যোগসাজশে। রক্ষকরাই যেন অবতীর্ণ হয়েছেন ভক্ষকের ভূমিকায়। যার ফলে প্রতিনিয়তই ঘটছে গাছ পাচার ও লুটের ঘটনা। এর কাজে জড়িত আছে সরকারি দলের কতিপয় কিছু নেতার নেতৃত্ব। গত ১৬ আগস্ট রাতে বন বিভাগ ও চুনারুঘাট থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে চুনারুঘাট উপজেলার দক্ষিণ নরপতি গ্রামের গাছ ব্যবসায়ী মশিউর রহমান চৌধুরী ফয়সল ও তার চাচা মুক্তি চৌধুরীর বাড়ির পুকুর থেকে প্রায় ১৯১ ঘনফুট সেগুন কাঠ যার বাজার মূল্য ৬ লাখ টাকা হবে। উদ্ধারকৃত কাঠগুলো শায়েস্তাগঞ্জ রেঞ্জ অফিসে রাখা হয়েছে।

এদিকে চোরাই কাঠ উদ্ধার হলেও চোরাকারবারিরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেছে। তাদের কেউ এখনও গ্রেপ্তার হয়নি। উদ্ধার হওয়া চোরাই কাঠগুলো চুনারুঘাট উপজেলার পূর্ব পশ্চিম সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে চুনারুঘাট বন বিভাগের টহল অফিসার ইনচার্জ শুভময় বলেন, উদ্ধার হওয়া গাছগুলো রশিদপুর ও কালেঙ্গা রেঞ্জের।

এ ঘটনায় কালেঙ্গা রেঞ্জের রশিদপুর বন বিটের ফরেস্টার হাওলাদার আব্দুল হালাম বাদী হয়ে ১৯ আগস্ট চোরচক্রের মূল হোতা মশিউর রহমান চৌধুরী ফয়সলের বিরুদ্ধে হবিগঞ্জ কোর্টে বন আইনে মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নং ৩৩-১৯। বন বিভাগের সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে গাছপালা পাচারের ফলে বনভূমি এখন উজাড় হয়ে যাচ্ছে। জেলার চুনারুঘাট উপজেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তী ও বনভূমি এলাকার নিকটবর্তী স্থানে বনভূমির অনুমোদন ছাড়া অসংখ্য করাত কল গড়ে উঠায় বনের গাছপালা দস্যুরা সহজেই করাত কলে মজুদ রাখতে পারছে। এরপর সুযোগ বুঝে রাতের আঁধারে দেশের বিভিন্নস্থানে ট্রাক ও ট্রাক্টর যোগে পাচার করে নিয়ে যাচ্ছে। সংরক্ষিত বনভূমি থেকে মূল্যবান বন সম্পদ অবৈধ পথে পাচারের ফলে একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে বনভূমিও হয়ে যাচ্ছে বৃক্ষহীন। আর এতে করে সরকার হারাচ্ছে প্রতি বছর শতকোটি টাকার রাজস্ব।

## 'ভালো হয়ে যান, নইলে গুলি করে মেরে ফেলবো' ওসিকে হুমকি

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এমএ মনজুরকে গুলি করে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে। ইউপিডিএফের কর্মী পরিচয়দাতা এক ব্যক্তি এই হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ ওসির। ওসি জানান, হত্যার হুমকি দিয়ে ঐ সন্ত্রাসী বলেন, 'ভালো হয়ে যান, নইলে আপনাকে গুলি করে মেরে ফেলবো।' শনিবার রাত ৮টা ২১ মিনিটে ০১৩০২৫৮৩০০০৩ নম্বর থেকে ওসির মুঠোফোনে কল করে এ হুমকি দেয়া হয়। কী কারণে এই হুমকি ওসি জানতে চাইলে হুমকিদাতা তাকে জানান, ইউপিডিএফ কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো এবং মামলা দায়েরের কারণে ওসিকে গুলি করে মারা হবে। বাঘাইছড়ি থানার ওসি মনজুরের ভাষ্য,হত্যার হুমকিতে ভীত নই আমি। হুমকিদাতাকে বলেছি আমি সরকারি কর্মচারি, আমি না থাকলেও পাহাড়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযান থেমে থাকবে না। তিনি বলেন, হুমকির বিষয়টি আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করেছি এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী থানায় জিডি করেছি। হুমকির পর থেকে ঐ ব্যক্তির মোবাইল নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

## বেনাপোলে হুন্ডির টাকাসহ পাচারকারী আটক

বেনাপোল প্রতিনিধি

বেনাপোলের পুটখালী সীমান্তের মসজিদ বাড়ি পোস্ট এলাকা থেকে হুন্ডির তিন লাখ টাকাসহ মেহেদি হাসান শুভ (১৯) নামে এক পাচারকারীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা। আটক ব্যক্তি পুটখালী গ্রামের পশ্চিম পাড়ার আবুল কালামের ছেলে। রোববার বেলা ১১টার দিকে তাকে আটক করা হয়। বিজিবি জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি, মেহেদী হাসান নামের এক হুন্ডি পাচারকারী বিপুল পরিমাণ বাংলাদেশি টাকা ভারত থেকে পাচার করে বেনাপোল বাজারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ খবর পেয়ে তাকে আটক করে শরীর তল্লাশি করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে বাংলাদেশি তিন লাখ টাকা পাওয়া যায়। পরে মানি লন্ডারিং আইনে তাকে আটক করা হয়। খুলনা-২১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল ইমরান উল্লাহ সরকার জানান, আটক যুবককে বেনাপোল পোর্ট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

## ডোমারে আগুনে ৫৬ ঘর পুড়ে ছাই

নীলফামারী প্রতিনিধি

নীলফামারীর ডোমারে আগুনে ৫৬টি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। রোববার ভোররাতে উপজেলার হরিণচড়া ইউনিয়নের পশ্চিম হরিণচড়া গ্রামে এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। হরিণচড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আজিজুল ইসলাম জানান, রোববার ভোর রাতে পশ্চিম হরিণচড়া গ্রামের জিতেন চন্দ্র রায়ের রান্নাঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে আগুন দ্রুত ঐ এলাকায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতে ঘর, আসবাবপত্র, গরু-ছাগল, ধান, চাল, নগদ টাকাসহ প্রায় ৭৫ লাখ টাকার মালামাল ক্ষতি হয়েছে বলে ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি। এ ঘটনায় ১৮টি পরিবার ছেলেমেয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে। নীলফামারী অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রের উপসহকারী পরিচালক মো. এনামুল হক বলেন, 'খবর পেয়ে, ডোমার ও নীলফামারী সদরের দু'টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে প্রায় ৭৫ লাখ টাকার ক্ষতি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।'

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. আবদুল মুঈদ; এ সময় আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন —পাঞ্জেরী

## রংপুরে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের আঞ্চলিক পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, রংপুর

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (আইএনএএফপি)'র আঞ্চলিক পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রংপুর অঞ্চলের আয়োজনে অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের হলরুমে দিনব্যাপী এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. আবদুল মুঈদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ চন্ডী দাস কুন্ডু, সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মহাম্মদ মাইনুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী। কর্মশালায় বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)'র প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ড. মেহেদী মাসুদসহ নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, বগুড়া, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর জেলার উপ-পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। ডিটিও, এডিডি, উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, এএইও, এসএপিপিও, এসএএও এবং কৃষকগণ অংশগ্রহণ করেন।

## লঞ্চ থেকে অজ্ঞাতনামা তরুণীর লাশ উদ্ধার

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

ঢাকা থেকে পটুয়াখালীর গলাচিপাগামী একটি লঞ্চ থেকে অজ্ঞাতনামা এক তরুণীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার সকালে বাগেরহাট-২ নামের লঞ্চটি যাত্রী নিয়ে গলাচিপা লঞ্চঘাটে পৌঁছার পর খবর পেয়ে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

গলাচিপা থানার পুলিশ জানিয়েছে, তরুণীর পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তাঁর বয়স ২০ থেকে ২২ বছর। লাশের সঙ্গে একটি রুমাল ছিল। রুমালে লেখা ছিল, 'লামিয়া আর আল-আমিন'। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য পটুয়াখালী ২৫০ শয্যা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

যাত্রীদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, ঢাকার সদরঘাট থেকে ঐ তরুণী লঞ্চে ওঠেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে একজন যুবক ছিলেন। পরে লঞ্চে আর ঐ যুবককে দেখা যায়নি।

লঞ্চের সুপারভাইজার আবদুর রহিম জানান, যাত্রীরা জানিয়েছেন, রাতে ঐ তরুণী অসুস্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে গলাচিপা লঞ্চঘাটে যাত্রীরা নেমে গেলেও ঐ তরুণীকে পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয়। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।

গলাচিপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আক্তার মোর্শেদ বলেন, ঐ তরুণীর ব্যাপারে লঞ্চের স্টাফ ও যাত্রীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

## না.গঞ্জে বিদ্যুতের প্রি-পেইড মিটার বন্ধে মানববন্ধন

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জে বিদ্যুতের প্রি-পেইড মিটার বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন করেছে আমরা নারায়ণগঞ্জবাসী সংগঠন। রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বক্তারা বলেন, নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় প্রি-পেইড মিটার লাগানো বন্ধ করতে হবে। এ মিটারে ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিল আসে। জনসাধারণের ডিজিটাল পকেট কাটার একটা নতুন মাধ্যম এ প্রি-পেইড মিটার।

মানববন্ধনে সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা ছাড়াও বিভিন্ন এলাকার সাধারণ মানুষ অংশ নেন।

## পটুয়াখালীতে অটোচালককে কুপিয়ে হত্যা, গ্রেপ্তার ১

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পূর্ব বিরোধের জেরে' পটুয়াখালীতে এক অটোচালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। গত শনিবার রাত ৮টার দিকে বাউফল উপজেলার কনকদিয়া ইউনিয়নের কুম্ভখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে বলে জানায় পুলিশ। নিহত মো. কবির হোসেন বয়াতী (৪০) ঐ এলাকার বাসিন্দা। এ ঘটনায় একই এলাকার কুদ্দুস হাওলাদার নামের এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। নিহতের স্বজনদের বরাত দিয়ে বাউফল থানার ওসি খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সন্ধ্যায় কবির বগা বাজারের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। এ সময় কুদ্দুস ও তার লোকজন কবিরকে তুলে কুদ্দুসের বাড়ি নিয়ে যায়। পরে কবিরকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। কবিরের ডাক চিৎকারে এলাকার লোকজন এগিয়ে আসলে তাকে ফেলে রেখে কুদ্দুস ও তার লোকজন পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে বাউফল থানা পুলিশ কবিরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথেই কবির মারা যান। ঘটনার পর কুদ্দুসকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান ওসি। ওসি বলেন, এলাকায় দু'টি পক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনায় একটি মামলা চলমান রয়েছে।

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংশ)'র উদ্যোগে গত ৩-৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন বারটান-এর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আব্দুল হালিম; এ সময় প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংশ)'র প্রকল্প ব্যবস্থাপক জ্যোতি লাল বড়ুয়াসহ আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন —পাঞ্জেরী

## সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি

দক্ষ ও বুদ্ধিভিত্তিক জাতি গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। এ লক্ষ্যে সংস্থাটি দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

এর ধারাবাহিকতায় সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে ৩দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংশ)'র উদ্যোগে গত ৩-৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থেকে উপজেলা কৃষি অফিসে ২ ব্যাচে মোট ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রথম ব্যাচে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, মসজিদের ইমাম ও বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)'র কর্মীসহ ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন। দ্বিতীয় ব্যাচে স্থানীয় ৩০ জন কৃষক ও কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বারটান-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংশ)'র প্রকল্প ব্যবস্থাপক জ্যোতি লাল বড়ুয়া, বারটান-এর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আব্দুল হালিম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা।

প্রশিক্ষণার্থীদের খাদ্যের মুখ্য ও গৌণ উপাদান, প্রধান প্রধান খাদ্যের পুষ্টিমাণ, বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্য, খাদ্য উপাদানের অভাবজনিত রোগ এবং তার প্রতিকার ও প্রতিরোধ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টির অবস্থা নিরুপণ, খাদ্য নির্দেশিকা, পুষ্টি সম্মত উপায়ে

কর্মশালায় অংশ নেয়া প্রশিক্ষণার্থীদের একাংশ —পাঞ্জেরী

খাদ্য প্রস্তুতকরণ ও রন্ধন পদ্ধতি, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, খাদ্য দূষিত হওয়ার কারণ ও প্রতিরোধের উপায়, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে বনজ ও ভেষজ গাছের ভূমিকা, অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন শাক, সবজি ও ফল চাষ, মাছ চাষ, পশু-পাখি পালনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

## শার্শায় গণধর্ষণ: ৩ আসামি রিমান্ডে, ওসিকে বদলি

যশোর প্রতিনিধি

যশোরের শার্শা উপজেলায় এক নারীকে গণধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার তিন আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত।

রোববার দুপুরে তাঁদের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। এদিকে শনিবার সন্ধ্যায় শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম মশিউর রহমানকে বদলি করা হয়েছে। তবে পুলিশ বলছে, নিয়মিত বদলির অংশ হিসেবেই তাঁকে বদলি করা হয়েছে।

তিন আসামি কামরুল ইসলাম, ওমর আলী ও আবদুল লতিফকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ। পরে যশোর আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাইফুদ্দিন হুসাইন তিন দিনের রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেন। রিমান্ড মঞ্জুরের পর আসামিদের পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে।

ঘটনার পাঁচ দিন পর শনিবার সন্ধ্যায় শার্শা থানার ওসিকে বদলি করে যশোর পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ওসির বদলির বিষয়ে জানতে চাইলে যশোরের পুলিশ সুপার মঈনুল হক বলেন, 'নিয়মিত বদলির অংশ হিসেবে ওসি মশিউর রহমানকে বদলি করা হয়েছে। এরই মধ্যে ঐ থানায় তাঁর দুই বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এমনিতেই তাঁর বদলির সময় হয়েছে। তাঁর বদলির সঙ্গে শার্শার ধর্ষণ মামলার কোনো সম্পৃক্ততা নেই।'

এদিকে পুলিশ সদর দপ্তর থেকে মামলাটি তদন্তের জন্য ৫ সেপ্টেম্বর পিবিআইকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পিবিআই যশোরের পরিদর্শক শেখ মোনায়েম হোসেনকে এই মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তদন্তের অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চাইলে তদন্ত কর্মকর্তা শেখ মোনায়েম হোসেন বলেন, 'আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। তাদের আমাদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ধর্ষণের শিকার ঐ নারীর মেডিকেল পরীক্ষায় প্রাথমিকভাবে ধর্ষণের আলামত মিলেছে। এরই মধ্যে ঐ নমুনা পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ঢাকার পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। ডিএনএ পরীক্ষার জন্য আদালতের আদেশের পর আসামিদের ঢাকায় নিয়ে নমুনা সংগ্রহ করা হবে।'

প্রধান অভিযুক্ত উপপরিদর্শক (এসআই) খায়রুল আলমের ব্যাপারে জানতে চাইলে শেখ মোনায়েম হোসেন বলেন, এটি তদন্তের বিষয়। তদন্তে আরও সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে পরবর্তী সময়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঘটনার তদন্তের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সালাউদ্দীন শিকদারকে প্রধান করে যশোর পুলিশ প্রশাসন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তিন দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা থাকলেও এখনো তা জমা দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে জানতে চাইলে যশোরের পুলিশ সুপার বলেন, যথাযথ তদন্তের জন্য কমিটির পক্ষ থেকে আরও সময় চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। যথাযথ তদন্তের স্বার্থে সময় বাড়ানো হবে।

২ সেপ্টেম্বর যশোরের শার্শা উপজেলায় পুলিশের এসআই খায়রুল আলমসহ চারজনের বিরুদ্ধে এক নারীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। পরদিন এ ঘটনায় একটি মামলা হয়। মামলা হওয়ার পর কামরুল ইসলাম, ওমর আলী ও আবদুল লতিফকে গ্রেপ্তার করা হয়।

## ২০ লাখ টাকা না পেয়ে হত্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মৃত এবং দেশের বাইরে থাকা লোককে স্বাক্ষী করে হত্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ করেছেন একজন সাবেক জনপ্রতিনিধি। তার অভিযোগ, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের একজন ইন্সপেক্টর ২০ লাখ টাকা ঘুষ না পেয়ে এই কাজ করেছেন।

রোববার দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে এই অভিযোগ করেন আল আমিন হত্যা মামলার আসামি দেখানো নবীনগরের বিদ্যাকুট ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল হান্নান ভূঁইয়া।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, মামলাটিতে যাদেরকে সাক্ষী করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ২৪ জন আদালতে হলফনামা দিয়ে বলেছেন, তারা কোনো জবানবন্দি দেননি।

হান্নানের অভিযোগ, ডিআইজিসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে দেওয়ার কথা বলে ইন্সপেক্টর হারুনুর রশিদ তার কাছে ২০ লাখ টাকা চেয়েছিলেন। দুইবার তিনি ৬০ হাজার টাকা দিয়েছেনও।

যদিও তদন্ত কর্মকর্তা হারুণ ঢাকা টাইমসকে বলেছেন, তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, সেটি অসত্য। তার তদন্তে দুর্বলতা থাকলে সেটা আদালতে দেখবে।

লিখিত বক্তব্যে জানান হয়, পিবিআই এর তদন্ত কর্মকর্তা মোট ৩৯ জনের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৭৩ বছর বয়সী আবদুর রউফও ছিলেন। ২০১৮ সালের ২ নভেম্বর রউফ মারা গেলেও স্বাক্ষী হিসেবে তার জবানবন্দি নেয়ার তারিখ দেখান হয়েছে ২০১৯ সালের ৩১ জানুয়ারি। অর্থাৎ তার মৃত্যুর দুই মাস ২৯ দিন পর তার জবানবন্দি রেকর্ড করার কথা জানানো হয়।

দেরাজুটা গ্রামের অজন্ত কুমার ভদ্রর জবানবন্দি গ্রহণের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ২০১৯ সালের ৩১ জানুয়ারি। কিন্তু তিনি পাসপোর্ট ব্যবহার করে বৈধ পথে ২০১৯ সালের ৯ জানুয়ারি ভারত যান। সেখান থেকে দেশে ফেরেন ৮ ফেব্রুয়ারি।

নবীনগরের শিবপুর ইউনিয়নের বাঘাউড়া গ্রামে ২০১৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে আল আমিন নামে একজন খুন হন। তার বাবা কসবার খাড়েরা ইউনিয়নের সোনারগাঁও গ্রামের জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বাদী হয়ে ১০ জনের নাম উল্লেখ করে এবং দুই থেকে তিন জনকে অজ্ঞাত দেখিয়ে মামলা করেন।

প্রথমে সিআইডি এবং এরপর গোয়েন্দা পুলিশ এই মামলার তদন্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়। দু'টি সংস্থার তদন্তেই প্রকাশ পায় আবদুল হান্নান ভূঁইয়ার সাথে আল আমিনের ভগ্নিপতি জাকির হোসেনের জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ রয়েছে। আর হান্নানকে শায়েস্তা করতে নিজের শ্যালককে হত্যা করে জাকির হোসেন।

দু'টি সংস্থার অভিযোগপত্রে বলা হয় ঘটনার আগের দিন ২০১৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি আল আমিনের নানি শাশুড়ির বাড়িতে দাওয়াত খেতে যান ভগ্নিপতি জাকির, সহযোগী শাওন, বিল্লাল ও মোবারক। খাওয়ার পর আল আমিনের স্ত্রীকে ঘুমের ওষুধ মিশ্রিত খাবার দিয়ে পাশের বাড়িতে নাছির ফকিরের মাহফিলে চলে যান জাকির। সেখান থেকে ফেরার পথে আল আমিনকে হত্যা করা হয়। এরপর মরদেহ গ্রামের একজনের বাড়িতে ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

## রোগীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় চিকিৎসককে সতর্কতা

ভোলা প্রতিনিধি

ভোলার লালমোহন হাসপাতালে এক বৃদ্ধ রোগীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারের ভিডিও প্রকাশের পর চিকিৎসককে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে এমন আচরণ করলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ঐ চিকিৎসক বলছেন, রোগী আহত না হলেও প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু তাকে কেউ মানাতে পারছিলেন না। পরে তিনি মেজাজ হারান। লালমোহন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার মহসিন খান এক প্রবীণ রোগীকে ধমকাচ্ছেন বলে একটি ভিডিও সম্প্রতি ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। দুই মিনিটের ভিডিওটি প্রচার হওয়ার পর তীব্র সমালোচনা হচ্ছে। ভিডিওটিতে দেখা যায়, হাসপাতালের একটি শয্যায় ঘুমানোর জন্য প্রবীণ একজন মানুষকে ধমকাচ্ছেন চিকিৎসক মহসিন খান। তিনি তাকে 'শয়তানের বাচ্চা' বলেও গালি দিয়েছেন। শয্যায় বিছানো চাদরটিও নিজ হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলছেন। চিকিৎসক ধমকে বলছিলেন, 'তোকে আমি রাতে ওয়ার্ড থেকে বের করে দিয়েছি না? তোকে বিছানার চাদর দিয়েছে কে? আজকে এইটা ছিঁড়ে এখানে টানিয়ে রাখব। তুই কিসের অসুস্থ? তোকে দুই-তিনটা কিল-ঘুষি দিছে। তুই মারামারি করে মেডিকেল সার্টিফিকেটের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হইছস। তোকে আমি সাদা কাগজে চিকিৎসা দিমু। কিন্তু কোনো সার্টিফিকেট দিমু না। তোর থেকেও বেশি অসুস্থ রোগী বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা নেয়।' ফেসবুকে ভিডিওটির নিচে শত শত মানুষ কমেন্ট করছেন। তারা প্রশ্ন তুলছে, যদি রোগী সুস্থই হন, তাহলে তাকে ডাক্তার তাকে ভর্তি করিয়েছেন। আর কেনই বা এরকম একটি বয়স্ক লোককে গালমন্দ করা হচ্ছে। সরকারি টাকায় কেনা একটি চাদর একজন সরকারি চাকুরে ছিঁড়ে ফেলতে পারেন কি না, এ নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে চিকিৎসক মহসিন খান বলেন, 'হাসপাতালে রোগীর ধারণক্ষমতা ৫০ জন। কিন্তু প্রতিদিন এখানে ৮০ জনের বেশি ভর্তি থাকে। এরপরও প্রতিদিন ১০-১৫ জন রোগী মারামারি করে প্রতিপক্ষকে ফাঁসানোর জন্য মেডিকেল সার্টিফিকেট নিতে হাসপাতালে ভর্তি হয়। এই রোগীদের জন্য গুরুতর অসুস্থ রোগীরা সিট না পেয়ে হাসপাতালের ফ্লোরে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে।' আমি মারামারি করে আহত রোগীদের জন্য হাসপাতালের বারান্দার ফ্লোরে আলাদা সিটের ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি বাইরে না থেকে বেডে এসে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। এর কারণে অনেক গুরুতর রোগীকে বারান্দার ফ্লোরে থাকতে হয়েছে। হাসপাতালের ওয়ার্ডবয় বৃদ্ধ লোকটিকে বললে তিনি তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন। এজন্যই ঐ লোকটির উপর আমার মেজাজ খারাপ হয়। আর আমি তাকে কথাগুলো বলেছি।

## কংস নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে ১৮ লাখ টাকা জরিমানা

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

নেত্রকোনার কংস নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মালিককে ১৮ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। রোববার সকালে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের একটি টিম এ জরিমানা করেন। এদের মধ্যে সদর উপজেলার মদিনপুর গ্রামের আব্দুল ফাত্তাকে পাঁচ লাখ, বড়ওয়ারি এলাকার নাজিম উদ্দিন খানকে পাঁচ লাখ, শাহপুর গ্রামের শাহাবুদ্দিনকে তিন লাখ, দিগজান গ্রামের মামুন মিয়াকে দুই লাখ ও হাটিকুনাকুলি গ্রামের শামীম আহমেদকে তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বুলবুল আহমেদ জানান, সদর উপজেলার বড়ওয়ারী এলাকায় কংস নদী থেকে ড্রেজার মেশিন দিয়ে অভিযুক্তরা দীর্ঘ দিন ধরে বালু উত্তোলন করে আসছিল। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসলে, বালু উত্তোলনে ব্যবহৃত ড্রেজার মেশিন জব্দসহ এই জরিমানা করা হয়। বালু উত্তোলনে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আদালত পরিচালনার সময় নির্বাহী মেজিস্ট্রেটের সঙ্গে ছিলেন জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাসহ পুলিশ প্রশাসনের প্রতিনিধিরা।

## পরিত্যক্ত পলিথিন থেকে জ্বালানি তেল, এলপি গ্যাস

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি

কুড়িগ্রামে পরিত্যক্ত পলিথিন পুড়িয়ে অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল ও এলপি গ্যাস উৎপন্ন করে ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন রোস্তম আলী নামে এক শিক্ষার্থী। তার এই আবিষ্কার দেখতে প্রতিদিন তার বাড়িতে ভিড় জমাচ্ছে দূর-দূরান্তের মানুষ। রোস্তমের এই সফলতে অভিভূত উপজেলা প্রশাসন, আশ্বাস দিয়েছে তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার।

বার্তা সংস্থা ইউএনবি শনিবার এ সংক্রান্ত এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে জানা যায়, জেলার রাজারহাট উপজেলার উমর মজিদ ইউনিয়নের বালাকান্দি গ্রামের কৃষক মৃত মফিজুল হকের ছোট ছেলে রোস্তম আলী। বিজ্ঞান-মনস্ক এই তরুণ শীতকালে খড়কুটো এবং পলিথিন পুড়িয়ে আগুন পোহাতে গিয়ে লক্ষ্য করেন পলিথিনগুলো পুড়ে গিয়ে ফোঁটা ফোঁটা তরল পদার্থ বের হচ্ছে। সেই দৃশ্য তাকে ভাবাতে থাকে। সেই ভাবনা থেকে ২০১৭ সালে পলিথিন নিয়ে শুরু করেন গবেষণা। ছোট টিনের কৌটায় পলিথিন পুড়িয়ে তরল পদার্থ বের করে প্রথম সাফল্য পান তিনি।

এরপর টানা তিন বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আবিষ্কার করেন শোধনকৃত ডিজেল, পেট্রোল, অকটেন ও এলপি গ্যাস। এখন তার বাড়িতে ঢুকলেই চোখে পড়ে বাড়ির আঙিনায় একটি মুখ ঢাকা খালি তেলের ড্রামের সাথে পাইপের মাধ্যমে একটি বোতল এবং দু'টি জেরিকেনের সংযোগ দেয়া হয়েছে।

খালি ড্রামের ভেতর বেশ কিছু পলিথিন ভরিয়ে ড্রামের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। এরপর ড্রামের তলায় আগুন জ্বালিয়ে উচ্চ তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে পলিথিন গলানো হয়। এভাবে প্রায় ২০/৩০ মিনিট ধরে তাপ দেয়ার পর পলিথিনগুলো গলে গিয়ে বাষ্পাকারে পাইপের মাধ্যমে বোতলে ফোঁটায় ফোঁটায় জমা হতে থাকে। আর এভাবেই উৎপন্ন হয় ডিজেল, পেট্রোল, অকটেন। জেরিকেনের মধ্যে অপর একটি পাইপ দিয়ে বের করা হয় এলপি গ্যাস। যা দিয়ে সে অনায়াসে প্লাস্টিক পোড়ানো কাজ করা যায়। উৎপাদিত জ্বালানি তেল দিয়ে রোস্তম আলী নিজস্ব মোটরসাইকেলে ব্যবহার করছেন। পাশাপাশি গ্রামবাসী ও বন্ধু-বান্ধবদেরকেও দিচ্ছেন।

এসব উৎপাদিত জ্বালানি তেল ছাকন এবং থিতানো পদ্ধতিতে পরিশোধন করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রতি কেজি পরিষ্কার পলিথিন হতে ৯শ গ্রাম এবং অপরিষ্কারযুক্ত পলিথিন হতে ৬/৭শ গ্রাম জ্বালানি তেল উৎপাদিত হচ্ছে। এতে খরচ প্রায় ৩০ টাকা।

রোস্তম আলী যে আবিষ্কার করেছেন তাতে করে এই এলাকায় আর পলিথিন নেই বললেই চলে। বছর খানেক থেকে রোস্তমের কাছ থেকে তেল নিয়ে দৈনন্দিন কাজ সারছে এলাকার মানুষজন। এতে করে কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি। এখন সরকারি বেসরকারিভাবে রোস্তমকে সহযোগিতা করলে এর সুফল দেশের মানুষ পাবে বলে আশা স্থানীয়দের।

এ ব্যাপারে রোস্তম আলী জানান, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার সুযোগ না পেলেও প্রাথমিকভাবে নিজেই পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করছি। আমার এ উদ্ভাবনে সরকারি-বেসরকারিভাবে সহযোগিতা পেলে জ্বালানি খাতে নতুন মাত্রা যোগ করার পাশাপাশি পলিথিনের অপব্যবহারে পরিবেশের যে মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে সেটি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

রাজারহাট উপজেলা নির্বাহী অর্মকর্তা মুহাম্মদ রাশেদুল হক প্রধান বলেন, আমি সরেজমিনে রোস্তমের আবিষ্কার দেখে কিছুটা ব্যতিক্রমী উদ্যোগ বলে মনে করছি। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়েছে। রোস্তম আলী সহযোগিতা চাইলে উপজেলা প্রশাসন থেকে দেয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

# বি নো দ ন

## দেখা মিললো 'ভূত' জয়াকে

**বিনোদন প্রতিবেদক**

'লালমাটি, কালিকাপুর গ্রাম ও ভূত পরীর বনলতা'–সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে লিখেছেন জয়া আহসান। সঙ্গে একটা ছবিও দিয়েছেন। 'ভূত পরী' চলচ্চিত্রে এভাবেই দেখা যাবে তাঁকে। বাংলাদেশ আর ভারতের বাংলা ছবির জনপ্রিয় এই তারকার নতুন ছবি 'ভূত পরী'। ভারতের সংবাদ প্রতিদিন থেকে জানা গেছে, বোলপুর থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরের একটি গ্রাম কালিকাপুর। গ্রামের মধ্যে বিশাল বাড়ি। সাড়ে তিন শ বছর আগে জমিদার পরমানন্দ রায় বাড়িটি তৈরি করেন। জমিদারবাড়ির সেই জৌলুশ আর নেই। চুন-সুরকি খসে পড়েছে। উঁকি মারছে ইট-কাঠ-পাথর। এই বাড়িতেই 'ভূত পরী' ছবির শুটিং হচ্ছে। জয়া আহসান জানান, এর আগে বোলপুর চার-পাঁচবার এসেছেন। কিন্তু এবারই প্রথম সেখানে তিনি শুটিং করছেন। 'ভূত পরী' ছবিতে জয়া আহসান ভূত, আবার পরীও। তাঁর চরিত্রের নাম বনলতা। জয়া আহসান ভূত বিশ্বাস করেন? বললেন, 'আলোয় যেমন জীবজন্তু, মানুষ, গাছপালা থাকে; তেমনি অন্ধকারেও এমন কিছু থাকে, যারা কাউকে বিরক্ত করে না। মানুষের সঙ্গে সহাবস্থান করে। এটা বিশ্বাস করতে কোনো অসুবিধা নেই।' আর ভয় নিয়ে বললেন, 'ভয় ব্যাপারটা কেটে গেছে। আগে সাপখোপে ভয় পেতাম, এখন তা-ও পাই না।' পরিচালক সৌকর্য ঘোষাল বললেন, 'ভূতের সীমাবদ্ধতা আছে। সে কোনো কিছু ধরতে পারে না। তাই তার অন্যের সাহায্য প্রয়োজন। আবার মানুষের মতোই তার রাগ হয়, হিংসা হয়, অভিমান হয়।'

রোম্যান্টিক-অ্যাকশন জিতের ছবিতে মাহি থাকলে সবচেয়ে ভালো চলতো। মাহির সঙ্গে বাপ্পী থাকলেও সেটিং হতো।

## 'নায়িকাদের মধ্যে মাহির নামেই ছবি চলে'

**বিনোদন প্রতিবেদক**

এ প্রজন্মদের জনপ্রিয় নায়িকা মাহিয়া মাহিয়া। 'ভালোবাসার রঙ' ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্রে পা রেখে একে একে অনেকগুলো ছবিতে কাজ করেছেন তিনি। দেখিয়েছেন তার অভিনয় নৈপুণ্যতা, গ্ল্যামারস! শুধু তাই নয়, হাজির হয়েছেন 'মারকাটারি অ্যাকশন' নির্ভর ছবিতেও। সেখানেও সাফল্য পেয়েছেন। তাই দর্শকরাই মাহিকে দিয়েছেন ঢালিউডের 'অগ্নিকন্যা' তকমা। গত কয়েক বছরের চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারে মাহি একাধিক হিট ছবি উপহার দিয়েছেন। যার মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে 'পোড়ামন', 'ভালোবাসা আজকাল', 'দেশা দ্য লিডার', 'অগ্নি ২', 'ঢাকা অ্যাটাক'। এর বাইরে 'কৃষ্ণপক্ষ', 'অনেক সাধের ময়না', 'জান্নাত' ছবি দিয়ে তিনি প্রশংসা অর্জন করেছেন। তাই সিনেমার যারা নিয়মিত দর্শক তাদের কাছে আস্থার নাম মাহিয়া মাহি! খোদ সিনেমার হলের কর্মচারিদের মুখেও শোনা গেল, যখনই মাহির ছবি আসে, তখনই দর্শকদের উপস্থিতি বেশি হয়, ব্যবসা জমে। ঢাকার অভিসার সিনেমা হলে ২৮ বছর কাজ করছেন দুখু মিয়া। সরেজমিনে হলের খোঁজ খবর নিতে গিয়ে আলাপ হলো তার সাথে। তিনি বলেন, শাবনূর, মৌসুমী, পপি, পূর্ণিমার পর এখন নায়িকাদের মধ্যে 'মাহির নামেই ছবি চলে'। তার ছবি এলে সিনেমা হলে দর্শক বেশি আসে।

সাফটা চুক্তির মাধ্যমে 'মিসড কল' ছবির বিনিময়ে অভিসার সিনেমা হলে অন্যবার মুক্তি পেয়েছে কলকাতার নায়ক জিতের ছবি 'প্যানথার'। ঐ ছবিটি সেভাবে দেখছে না দর্শক। এ প্রসঙ্গে টিকেট বিক্রেতা দুখু মিয়া বলেন, দেশ ভাগের গল্পে বানানো হয়েছে 'প্যানথার'। আমি নিজেও দেখেছি। ছবিতে মাত্র একটি গান রয়েছে। মানুষ না দেখার এটাও কারণ। তিনি বলেন, 'প্যানথার'-এ ধর্মীয় অনেক বিষয় জড়িত। বাংলাদেশে এসব কাহিনির ছবি চলে না। রোম্যান্টিক ছবি হলো চলতো। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রোম্যান্টিক-অ্যাকশন জিতের ছবিতে মাহি থাকলে সবচেয়ে ভালো চলতো। মাহির সঙ্গে বাপ্পী থাকলেও সেটিং হতো। মাহির অনেক চাহিদা। তার একার নামেও ছবি চলে।

## অস্ট্রেলিয়ার ৩ কনসার্টে গাইবেন মা-মেয়ে

**বিনোদন প্রতিবেদক**

আগামী অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছেন কণ্ঠশিল্পী নাজমুন মুনিরা ন্যানসি। সঙ্গে যাচ্ছেন ন্যানসিকন্যা-কণ্ঠশিল্পী রোদেলা। উপস্থিতিকে বাড়তি আনন্দ দিতেই মায়ের সঙ্গে মেয়েকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আয়োজকরা। এমনই তথ্য দিয়েছেন উচ্ছ্বসিত ন্যানসি। অস্ট্রেলিয়ার তিনটি শহরের তিনটি কনসার্টে গাইবেন ন্যানসি-রোদেলা। এর মধ্যে ৫ অক্টোবর সিডনিতে, ৬ অক্টোবর ব্রিসবেনে এবং ১২ অক্টোবরে মেলবোর্নের মঞ্চে উঠবেন মা-মেয়ে। এই আয়োজনে অংশ নিতে ১ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়বেন তারা। ন্যানসিএ আয়োজন প্রসঙ্গে ন্যানসি বলেন, 'রোদেলা এমনিতেই একটু লাজুক প্রকৃতির। অন্যের সামনে গাইতে লজ্জাবোধ করে। অবশ্য প্রথম প্রথম আমারও এমন হতো। ধীরে ধীরে এ সমস্যা কাটিয়ে উঠি। আশা করি রোদেলারও এ সমস্যা থাকবে না। তবে বিদেশের মাটিতে এত বড় আয়োজনে গান গাওয়াটা তার জন্য চ্যালেঞ্জিংই বটে। তবুও আশা রাখি রোদেলা পারবে, উপস্থিতিকে আনন্দ দিতে। আর না পারলেও আয়োজকদের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি থাকবে না। মূলত তাদের ইচ্ছাতেই আমার সঙ্গে রোদেলার এই সফর। এর আয়োজক- ভ. অ্যাসোসিয়েশন অব ব্রিসবেন।' ন্যানসি আরও বলেন, 'গত বছরের অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়াতে শো করেছিলাম। সেই আয়োজনের সফলতায় এবারও তারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আশা করি, এবারও গতবারের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।' এদিকে রোববার দুপুর ২টায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'র 'আমরা সবাই রাজা' শীর্ষক গানটিতে কণ্ঠ দেন রোদেলা। চলতি মাসের ১৭ তারিখে রোদেলার অফিসিয়াল ইউটিউবে চ্যানেলে লিরিক্যাল ভিডিওতে গানটি প্রকাশ পাবে বলে ন্যানসি জানিয়েছেন।

## শিগগির ফিরছে না স্পাইডার-ম্যান

**বিনোদন ডেস্ক**

স্পাইডার-ম্যান ভক্তদের জন্য দুঃসংবাদই বটে। জনপ্রিয় এই চরিত্রটি নিয়ে দ্বন্দ্ব এখনো মেটেনি। তাই, খুব শিগগির পর্দায় ফিরছে না স্পাইডার-ম্যান। সনি পিকচার্সের চেয়ারম্যান ও সিইও টনি ভিঞ্চিকুয়েরা ভ্যারাইটি এন্টারটেইনমেন্ট এন্ড টেকনোলজি সামিটে বলেছেন, 'এই মুহূর্তে দরজা বন্ধ।' তবে ভবিষ্যতে প্রিয় এই চরিত্রটি নিয়ে সিনেমা নির্মাণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি তিনি। সম্প্রতি স্পাইডার-ম্যান চরিত্রটি নিয়ে একটি প্রস্তাবে ওয়াল্ট ডিজনি মালিকানাধীন মার্ভেল স্টুডিও এবং সনি এন্টারটেইনমেন্ট দুই প্রতিষ্ঠানই অসম্মতি জানিয়েছে। ডিজনি চাইছে না স্পাইডার-ম্যান ফ্রাঞ্চাইজির কোনো সিনেমাতে প্রযোজক হিসেবে কেভিন ফাইগির নাম থাকুক। মূলত সিনেমাগুলোর লভ্যাংশ ভাগাভাগি নিয়েই এই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ডিজনির এমন সিদ্ধান্তে স্পাইডার-ম্যান সিরিজটি তো বন্ধ হচ্ছেই, মার্ভেলের অন্যান্য সিনেমাতেও থাকছে না চরিত্রটি। তবে সনি ও মার্ভেলের মধ্যে সম্পর্কের কোনো তিক্ততা নেই বলে জানিয়েছেন টনি।

## বিয়ের আগেই মা হয়েছিলেন রাবিনা, এবার হচ্ছেন নানি

**বিনোদন ডেস্ক**

নব্বই দশকে বলিউডের সেনসেশন ছিলেন তিনি। নাচে-অভিনয়ে মাতোয়ারা করে রেখেছিলেন তিনি দর্শকদের। তিনি 'মাস্ত মাস্ত গার্ল' রাবিনা ট্যান্ডন। ব্যক্তি জীবনে বিয়ে করেছেন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর অনিল থাডানিকে। সেই সংসারে আজ দুই সন্তানের জননী রাবিনা। এদিকে খবর প্রকাশ হচ্ছে শিগগিরই নাকি নানি হতে চলেছেন রাবিনা! বিয়েই করেছেন তিনি ২০০৪ সালে। সে হিসেব করে হয়তো যে কেউ তার নানি হতে যাওয়ার খবর শুনে অবাক হয়ে যাবেন। তবে ঘটনা হলো বিয়ের আগেই মা হয়েছিলেন রাবিনা। ২১ বছর বয়সে দত্তক নিয়েছিলেন দুই কন্যা পূজা আর ছায়াকে। ১৯৯৫ সালে দত্তক নেয়ার সময় পূজার বয়স ছিল ১১ আর ছায়ার বয়স ৪। সেই ছায়াই এখন মা হতে চলেছেন। ছায়ার মাতৃত্বকালীন ছবিও এসেছে সোশাল মিডিয়ায়। অধীর আগ্রহে নানি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন শাহরুখের সঙ্গে অভিনয় করা 'বাদশাহ'খ্যাত এই নায়িকা।

## প্রভার অনুরোধ

**বিনোদন ডেস্ক**

ছোট পর্দার দর্শকপ্রিয় অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভা। অভিনয় গুণে দর্শক হৃদয়ে শক্ত জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। আবার ব্যক্তিগত কারণেও সমালোচনার মুখে পড়েছেন এই অভিনেত্রী। বর্তমানে নাটক-টেলিফিল্মের কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন তিনি। এদিকে সাংবাদিকদের অনুরোধ জানিয়ে রোববার দুপুরে প্রভা তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। পাঠকদের জন্য তা তুলে ধরা হলো– 'প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বন্ধুরা, আপনাদের সঙ্গে গত প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে একসঙ্গে কাজ করছি। আমার জীবনের নানান চড়াই উৎরাইয়ের ঘটনায় আপনারা পাশে ছিলেন। অন্য সবার মতো আপনারাও আমার কাজে সহযোগিতা করছেন।

কিন্তু ইদানীং খেয়াল করছি, আমার অজান্তে আমাকে ঘিরে কিছু অনলাইন ও প্রিন্ট পত্রিকা অপ্রয়োজনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত নানা ধরনের সংবাদ প্রকাশ করছে। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করছি, সে সব সংবাদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে আমার অভিনীত নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য। এসব সংবাদের শিরোনাম ও ভাষা খুবই আপত্তিকর!

এটা কি সাংবাদিকতার কোনো নীতিমালায় আছে যে, যাকে নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করছেন তার সঙ্গে যোগাযোগ না করে সংবাদ প্রকাশ করা যায়? প্রভা মানেই কি আপনাদের নিউজের কাটতি, ভিউ আর বিক্রয়? একজন শিল্পীর প্রতি, শিল্পের প্রতি কিংবা দেশের প্রতি কি দায়বদ্ধতা নেই? একবার ভাববেন। তারপর না হয় আমাকে নিয়ে আপনার স্বনামধন্য পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করবেন। না হলে আমার আইনজীবী আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন। তবে এটাও সত্যি এই কাজ সব সাংবাদিক করেন না। তাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

## 'হাওয়া'-য় চঞ্চল চৌধুরী

**বিনোদন প্রতিবেদক**

নিজের প্রথম চলচ্চিত্র 'হাওয়া' নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন মেজবাউর রহমান সুমন। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামি অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই শুরু হবে ছবিটির শুটিং। ছবিটির প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন চঞ্চল চৌধুরী। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ছবির পরিচালক।

মেজবাউর রহমান সুমন বলেন, আমার প্রথম চলচ্চিত্র 'হাওয়া' হবে একালের রূপকথার গল্প। যার প্রধান উপাদান সমুদ্র, ঢেউ আর একটি ট্রলার। সম্পর্ক, প্রতিশোধ এবং মৃত্যুকে উপজীব্য করে এই গল্প তৈরি করা হয়েছে। এটি মাটির গল্প নয় বরং পানির গল্প।

চলচ্চিত্রটিতে সমুদ্র পাড়ের মানুষ প্রধান উপজীব্য হলেও তা সমুদ্র পাড়ের গল্প নয় বরং সমুদ্রের গল্প, উল্লেখ করে তিনি বলেন, একটি মৌলিক গল্প সিনেমার মাধ্যমে জানাতে চাই। ছবিটির চিত্রগ্রহণে থাকবেন কামরুল হাসান খসরু। 'হাওয়া' প্রযোজনা করছে সান মিউজিক এন্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেড।

# খেলার মাঠ

## ইউএস ওপেনের নতুন রানী

**স্পোর্টস ডেস্ক**

২৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক যুক্তরাষ্ট্রের সেরেনা উইলিয়ামসকে হারিয়ে মহিলা এককে ইউএস ওপেনের শিরোপা জিতে নিলেন ১৫তম বাছাই কানাডার বিয়াংকা আন্দ্রিস্কু। শনিবার রাতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে আন্দ্রিস্কু সরাসরি সেটে হারিয়ে দেন অষ্টম বাছাই সেরেনাকে। ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট সময় ব্যয় করে ৬-৩ ও ৭-৫ গেমে ম্যাচটি জিতে নেন ১৯ বছর বয়সী আন্দ্রিস্কু। ২৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক সেরেনা। আরও একটি শিরোপা জিতলেই সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করবেন তিনি। এমন প্রত্যাশা নিয়ে এবারের ইউএস ওপেনের শুরু করেছিলেন সেরেনা। স্বপ্ন পূরনের জন্য শিরোপা মঞ্চে পৌঁছেও যান তিনি। সেখানে প্রতিপক্ষ হিসেবে পান অনভিজ্ঞ, অপরিপক্ব আন্দ্রিস্কুকে। তাই সেকেউই বাজি ধরেছিলেন সেরেনার পক্ষে। কিন্তু কোর্টের লড়াইয়ে সবাইকে চমকে দিলেন আন্দ্রিস্কু। সেরেনার ২৪তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের সব স্বপ্নকে দুমড়েমুচড়ে দেন আন্দ্রেস্কু। কানডার প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে কোন গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন আন্দ্রেস্কু। এর আগে ২০১৬ সালে পুরুষ এককে মিলোস রাওনিক ও নারী এককে ২০১৪ সালে ইউজিন বুচার ফাইনালে উঠলেও শিরোপা জিততে পারেননি। আর ২০০৪ সালের পর সবচেয়ে কম বয়সে ইউএস ওপেন জয়ের রেকর্ডও গড়েন আন্দ্রেস্কু। ২০০৪ সালে সর্বশেষ সবচেয়ে কম বয়সে ইউএস ওপেনের শিরোপা জিতেছিলেন রাশিয়ার সভেৎলানা কুজনেৎসভা।

শিরোপা জয় শেষে আন্দ্রেস্কু বলেন, 'শিরোপার জয়ের স্বাদ বর্ণনা করা সত্যিই কঠিন। তবে আমি খুবই খুশী ও আনন্দিত। আমি এই মুহূর্তের জন্য সত্যিই অনেক পরিশ্রম করেছি। এই বছর আমার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এই মঞ্চে টেনিসের কিংবদন্তির বিপক্ষে খেলতে পারাটা সত্যিই অসাধারন।' তিনি আরও বলেন, 'আসলে কাজটি সহজ ছিলো না। প্রতি ম্যাচের মত আমি আমার সেরাটা দেয়ার চেষ্টা করেছি। আমি কার সাথে খেলছি, সেদিকে নজর দেয়ার চেষ্টা করিনি। আমি কিভাবে সবকিছু মোকাবেলা করেছি, সেটিই গর্বের বিষয়।' মনিকা সেলেসের পাশে নাম উঠলো আন্দ্রেস্কুর। ১৯৯০ সালে রোলা গ্যারোতে চতুর্থ মেজর ট্রফি জিতেছিলেন সেলেস। এই যুগে সবচেয়ে দ্রুত প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন আন্দ্রেস্কু।

চলতি যুব এশিয়া কাপে প্রথম ম্যাচে আরব আমিরাতকে হারানোর পর গতকাল নেপাল অনূর্ধ্ব ১৯ দলকেও ৬ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ যুবারা। -ছবি: সংগৃহিত

## অধিনায়ক আকবরের ব্যাটে চড়ে নেপালকে হারালো টাইগার যুবারা

**স্পোর্টস ডেস্ক**

চলতি যুব এশিয়া কাপে প্রথম ম্যাচে আরব আমিরাতকে হারানোর পর গতকাল নেপাল অনূর্ধ্ব ১৯ দলকেও ৬ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ যুবারা। অধিনায়ক আকবর আলির নায়কোচিত এক ইনিংসে সেমিফাইনাল অনেকটাই নিশ্চিত বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দলের। ২৬২ রানের লক্ষ্য তাড়ায় বাংলাদেশের শুরুটা হয় বাজে। ১৯ রানে ২ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়া বাংলাদেশের শুরুর বিপর্যয় কাটান মাহমুদুল হাসান জয় ও তৌহিদ হৃদয়। দু'জনে তৃতীয় উইকেট জুটিতে যোগ করেন ৭৯ রান। ৫৬ বলে ৪০ রান করে মাহমুদুল বিদায় নিলে ইনিংস মেরামতের কাজটা সামলান হৃদয়। অধিনায়ক আকবর আলিকে নিয়ে যোগ করেন ৩৪ রান। ৬০ রান করে হৃদয়ের বিদায়ের পর সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন কাপ্তান আকবর আলি। বলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়া রানকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার পথে তুলে নেন ফিফটি। প্রথমে খোলসবন্দী থাকলেও পরে রান তুলেন দ্রুতগতিতে। দলকে জিতিয়েই মাঠ ছাড়েন টাইগার কাপ্তান, তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন শামিম হোসেন। দু'জনের অবিচ্ছেদ্য ১৩০ রানের জুটিতে ৬ উইকেটের জয় পায় বাংলাদেশ যুবারা। ৮২ বলে ১৪ চারে ৯৮ রানে আকবর আলি ও ৪২ রানে অপরাজিত থাকেন শামিম হোসেন। নেপালের হয়ে দু'টি উইকেট নেন কমল সিং, একটি করে উইকেট নেন রাশিদ খান ও হরি চুহান। টস হেরে ব্যাট করা নেপাল পাওয়ান সরাফের ৮১ রানের ইনিংসের পর সন্দীপ যোরার ঝড়ো ফিফটিতে ২৬১ রানের বড় পুঁজিই পায়। ৪৫ রানের জুটিতে ভালো শুরুই এনে দেন দুই ওপেনার। ৪৫ রানে রিত গৌতমকে (৩২) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন রাকিবুল হাসান। গৌতম ফিরে গেলেও ৪১তম ওভারে বাঁহাতি পেসার মৃত্যুঞ্জয়ের শিকার হয়ে পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে যখন সরাফ প্যাভিলিয়নের ফিরছিলেন ততক্ষণে নামের পাশে লেখা হয়ে গেছে ৮১ রান। সরাফের বিদায়ে ১৭৩ রানেই ৫ উইকেট হারানো নেপাল নিজেদের সংগ্রহ বড় করে সন্দীপ যোরার বিস্ফোরক ইনিংসে ভর করে, ৬ষ্ঠ উইকেট জুটিতে বিম শারকিকে নিয়ে যোগ করেন ৭১ রান। মাত্র ৩৭ বলে ৩ চার ৩ ছক্কায় ৫৬ রান করে আউট হন যোরা। ২১ রান করা শারকিকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন তানজিম সাকিব। একই ওভারে এক বলের ব্যবধানে ফিরে যান যোরাও। দু'জনের বিদায়ের পর নেপাল থামে ৭ উইকেটে ২৬১ রানে। বাংলাদেশের হয়ে দু'টি করে উইকেট নেন তানজিম সাকিব ও শাহীন আলম, একটি করে উইকেট ভাগাভাগি করেন মৃত্যুঞ্জয়, রাকিবুল, তৌহিদ হৃদয় ও মিনহাজুর রহমান।

## বুমরাহ-আর্চারকে নিয়ে চিন্তিত নন রাবাদা

**স্পোর্টস ডেস্ক**

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বছরটা ৫ বছর ছুঁইছুঁই করছে। অভিষেকের পর থেকেই ছড়িয়েছেন আলো। তার সাথে অভিষেক হওয়া জাসপ্রীত বুমরাহ ও ইংলিশ জার্সিতে কদিন আগেই অভিষেকের পর তাক লাগিয়ে দেওয়া জফরা আর্চারকে তারা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার কাগিসো রাবাদার প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু রাবাদা ভাবছেননা এমন কিছু বরং দু'জনের জন্য প্রশংসা ঝরেছে তার কণ্ঠে। চলতি বছর উইকেট সংখ্যায় জাসপ্রীত বুমরাহ, জফরা আর্চারের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও দর্শক আগ্রহে কিংবা মিডিয়ার প্রচারণায় খুব একটা ছিলেন না দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার রাবাদা। চোটের কারণে মিস করেছেন কিছু ম্যাচও। টেস্ট ও ওয়ানডে বোলিং র‍্যাংকিংয়ে আছেন যথাক্রমে দুই ও তিন নম্বরে। চলতি মাসেই ভারত সফরে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা দল, তার আগেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ে ভাবনা তুলে ধরেছেন এক সাক্ষাৎকারে। বুমরাহ-আর্চারের আলোচনায় মুখরিত ছিল চলতি বছর বিশ্ব ক্রিকেট, আর এতেই কিছুটা আড়ালে পড়েছিলেন প্রোটিয়া পেসার রাবাদা। তবে জফরা আর্চার - বুমরাহকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে নারাজ রাবাদা, 'আমি তাদের প্রশংসা করি, তারা আসলেই ভালো বোলার। তবে মিডিয়া কিছু নির্দিষ্ট খেলোয়াড়কে ফোকাসে রাখে আর এটা কোন ব্যাপার না।' নিজের ভালো খেলার ব্যাপারটা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলার পাশাপাশি আর্চার-বুমরাহকে নিয়ে বলতে গিয়ে ২৪ বছর বয়সী প্রোটিয়া পেসার যোগ করেন, 'আমি জানি আমি বেশ ভালোই খেলেছি। আর্চার একজন প্রকৃত প্রতিভা, বুমরাহ বিস্ময়কর কাজ করে যা আপনাকে উৎসাহী করতে বাধ্য করবে।'

## নারী টি-২০ বিশ্বকাপ কঠিন গ্রুপে বাংলাদেশ

**স্পোর্টস ডেস্ক**

অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠেয় ২০২০ নারী টি-২০ বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। আগামী বছর ২১ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে দশ দলের অংশ গ্রহণে এ টুর্নামেন্ট। বাছাই পর্ব থেকে উত্তীর্ণ বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড ছাড়া টুর্নামেন্টে অংশ গ্রহণকারী অপর আটটি দল হচ্ছে- অস্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, শ্রীলংকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে টুর্নামেন্ট। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল। কঠিন হিসেবে বিবেচিত এ' গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া, ভারত নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলংকা। বি' গ্রুপে রয়েছে ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও বাছাই পর্ব থেকে উত্তীর্ণ থাইল্যান্ড। বাছাই পর্বের ফাইনাল নিশ্চিত করার পর বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। শনিবার ডান্ডিতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে থাইল্যান্ডকে ৭০ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার বাছাই পর্বের শিরোপা জয় করে বাংলাদেশ।

## কাদিরকে খুব মনে পড়ছে টেন্ডুলকারের

**স্পোর্টস ডেস্ক**

১৯৮৯ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ খেলতে গিয়েছিলেন ১৬ বছর বয়সী শচীন টেন্ডুলকার। সে সফরে পেশোয়ারে একটা প্রদর্শনী ম্যাচে সদ্য প্রয়াত লেগ স্পিন-কিংবদন্তি আবদুল কাদিরের মুখোমুখি হয়েছিলেন 'লিটল মাস্টার'। কী হয়েছিল সে ম্যাচে? তখন তার বয়স মাত্র ১৬। সে বয়সেই ভারতীয় দলে ঢুকে পড়লেন তিনি। তাঁকে দলের সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হলো পাকিস্তান সফরে। সেখানে বাঘা বাঘা বোলারের মুখোমুখি হতে হলো তাঁকে। সে সফরেই শচীন টেন্ডুলকার নিজেকে চেনালেন। ৩০ বছর আগের সেই সফরেই সদ্য প্রয়াত লেগ স্পিন-কিংবদন্তি আবদুল কাদিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ 'লিটল মাস্টারে'র। কাদিরের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করতে গিয়ে সেই সাক্ষাতের কথা খুব করেই মনে হলো টেন্ডুলকার। পেশোয়ারে সেদিন হঠাৎ করেই নির্ধারিত ওয়ানডে ম্যাচটি পরিণত হয়েছিল এক প্রদর্শনী ম্যাচে। কারণ, আলোকস্বল্পতা। মাঠে আসা দর্শকদের কিছুটা আনন্দ দিতেই ২০ ওভারের সেই প্রদর্শনী ক্রিকেটের আয়োজন। টেন্ডুলকার যখন মাঠে নামেন ব্যাট হাতে, তখন ভারতের জয়ের জন্য ৫ ওভারে ৬৯ রান প্রয়োজন।

পাকিস্তান দলে সদ্য অভিষিক্ত আরেক লেগ স্পিনার মুশতাক আহমেদকে পরপর দুটি ছক্কা মারেন টেন্ডুলকার। সে সময় কাদির নাকি ভারতের ব্যাটিং-কিংবদন্তিকে তাতিয়ে দিয়েছিলেন কিছু কথা বলে। কী বলেছিলেন কাদির? টেন্ডুলকার নিজেই বলেছেন সে মুহূর্তের কথা, 'মুশতাককে মারার পর কাদির আমার সামনে এসে বললেন, 'বাচ্চাকে কেন মারছ? পারলে আমাকে মেরে দেখাও!' কাদির অসাধারণ একজন বোলার ছিলেন, আর আমিও আমার জীবনের প্রথম সিরিজ খেলতে গিয়েছিলাম। ঐ কথার পর কিছু না বলে মুচকি হেসেছিলাম। তবে ভেতরে-ভেতরে ঠিকই তেতে গিয়েছিলাম।' পরের ওভারেই কাদিরকে চার-ছক্কা মেরেছিলেন টেন্ডুলকার, সব মিলিয়ে ২৮ রান তুলেছিলেন। কাদির পরে এক সাক্ষাৎকারে সেদিনের স্মৃতিচারণা করেছিলেন নিজের মতো করে, 'প্রথম বলেই একটা ছক্কা মারল আমাকে, লং অফের ওপর দিয়ে। পরের বলে ছয় মারতে গিয়ে ক্যাচ উঠিয়েছিল। কিন্তু ক্যাচ ফেলেছিল আমার এক সতীর্থ। পরে ঐ ওভারে আরও তিনটি ছক্কা মারে ও আমাকে। ও এতটাই প্রতিভাবান ছিল যে পুরো ওভারে আমাকে আউট করার একটা সুযোগও দেয়নি।'

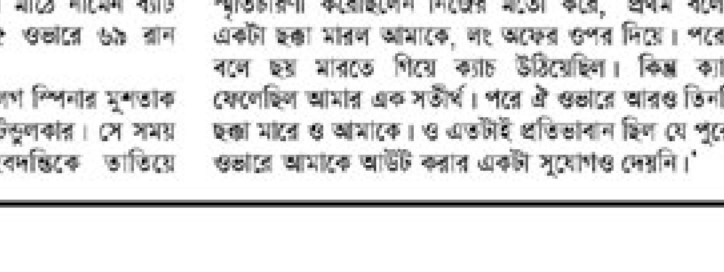

## পর্তুগালের প্রথম জয় জিতেছে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড

**স্পোর্টস ডেস্ক**

অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার ম্যাচে ইউরো বাছাইয়ে প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে ফ্রান্স। 'এইচ' গ্রুপের খেলায় আলবেনিয়াকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে ফরাসিরা। অবশ্য ম্যাচের আগে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্ম দেন আয়োজকরা। যখন আলবেনিয়ার জাতীয় সঙ্গীত প্রচার হওয়ার কথা ছিল তার বদলে ভুলে অ্যান্ডোরার জাতীয় সঙ্গীত ছেড়ে বসেন তারা। এমন ঘটনায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন আলবেনিয়ার খেলোয়াড়রাও। এমন ঘটনায় ১০ মিনিট দেরিতে শুরু হয় খেলা। তারপর ম্যাচটি মাঠে গড়ালে আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে ফ্রান্স। কোমান ৮ মিনিটে এগিয়ে নেন দলকে। ২৭ মিনিটে জিরুদের গোলে দেখা মেলে দ্বিতীয় গোলের। ৬৮ মিনিটে জোড়া গোলটি করেন কোমান। ৮৫ মিনিটে ইকেতের গোলে চতুর্থ গোলটি পায় তারা। অবশ্য শেষ দিকে পেনাল্টি থেকে একটি গোল শোধ দেয় আলবেনিয়া। এই জয়ে ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে ফ্রান্স।

## গ্রেডিং পদ্ধতি সংস্কার : সর্বস্তরে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
দেখা যেতে, জেএসসি-জেডিসি, এসএসসি-সমমান, এইচএসসি-সমমান পরীক্ষায় নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ জিপিএ-৪ করা হবে। এ ক্ষেত্রে ৯০-১০০ পর্যন্ত এ প্লাস জিপিএ-৪, ৮০-৮৯ পর্যন্ত 'এ' ৭০-৭৯ 'বি' প্লাস, ৬০-৬৯ 'বি' ৫০-৫৯ 'সি' প্লাস, ৪০-৪৯ 'সি' ৩৩-৩৯ 'ডি' এবং শূন্য থেকে ৩২ 'এফ' গ্রেড বা ফেল নির্ধারণ করা হয়েছে।
সভা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধি অধ্যাপক শাহজাহান হোসেন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেডিং পদ্ধতির সঙ্গে সমন্বয় রেখে নতুন জিপিএ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হবে। এটি বর্তমান সময়ের সঙ্গে সমন্বয় থাকছে। তিনি বলেন, সভায় নতুন গ্রেড সংক্রান্ত প্রস্তাবনা প্রকাশের পর এ বিষয়ে উপস্থিত সকলের মতামত চাওয়া হলে সকলে তাতে একমত প্রকাশ করেন। পুরোনো পদ্ধতি জিপিএ-৫ বদলে চলতি বছর নতুন জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি-জেডিসি) পরীক্ষা থেকে জিপিএ-৪ পদ্ধতি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সে সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে চলতি বছর নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা থেকে নতুন পদ্ধতি কার্যকর হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিজিপিএ-৪ এর সঙ্গে সমন্বয় করে নিচের স্তরের সকল পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলে জিপিএ-৪ করা হচ্ছে। সভায় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যেহেতু এটি একটি বড় কর্মযজ্ঞ, তাই এটি চূড়ান্ত করার আগে আরও দুই-একটি সভা করা প্রয়োজন। বিশ্বের সঙ্গে সমন্বয় রেখে গ্রেড পদ্ধতি পরিবর্তন করা হচ্ছে। কোনো পরিবর্তনের ফলে কেউ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে একই গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, সে বিষয়টি সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে গ্রেড পরিবর্তন করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

## অস্ত্র চোরাচালানের নতুন রুট

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
ব্যবসায়ী পালিয়ে যায়। তিন অস্ত্র ব্যবসায়ীকে দুই দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিটিটিসি।
**অস্ত্র ব্যবসায়ী চক্রের মূল হোতা আরব আলী :** সিটিটিসির সূত্র জানায়, এই অস্ত্র ব্যবসায়ী চক্রের মূল হোতা হলো আরব আলী। তার বাড়ি সিলেটের গোয়াইনঘাট এলাকার নোয়াগাঁও এলাকায়। সীমান্তের কাছেই তার বাসা। সেই মূলত সীমান্তের ওপার থেকে লাক্কাতিবাজার থেকে অস্ত্র নিয়ে আসে। তার কাছ থেকে শহীদ ও আমিন অস্ত্র কিনে এনে রাজধানী ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ বিভিন্ন এলাকার সন্ত্রাসীদের কাছে বিক্রি করে। সোলন হলো আমিনের অস্ত্র ব্যবসার সহযোগী। সিটিটিসির একজন কর্মকর্তা জানান, শহীদ ও আনসার বন্ধু। তাদের বাড়ি সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে। তারা দু'জনই বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। শহীদ জগন্নাথপুর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এবং আনছার হলো উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক। পলাতক আমিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ। স্থানীয় থানায় তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে। ভাড়াটে খুনি হিসেবেও এলাকায় পরিচিত সে। গ্রেপ্তার হওয়া সোলন তার অস্ত্রের ব্যবসায় সহযোগী হিসেবে কাজ করতো। সিটিটিসির ঐ কর্মকর্তা বলেন, সোলন পেশায় একজন অটোরিকশাচালক। কিন্তু অটোরিকশা চালনার আড়ালে সে আমিনের হয়ে অস্ত্র আনা-নেওয়া করতো। গ্রেপ্তারের পর জিজ্ঞাসাবাদে সে গোয়াইনঘাট থেকে নানা কৌশলে অস্ত্র আনতো। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় অস্ত্র আনা নেওয়ার জন্য সে অটোরিকশা ব্যবহার করতো। সিটিটিসির আর্মস এনফোর্সমেন্ট টিমের প্রধান অতিরিক্ত উপ-কমিশনার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, এই চক্রের অন্যতম অস্ত্র ব্যবসায়ী আরব আলী। সে বর্তমানে পলাতক রয়েছে। আমরা তাকে এবং আমিন নামে আরেক অস্ত্র ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালাচ্ছি। তাদের গ্রেপ্তার করতে পারলে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যাবে।'
গ্রেপ্তারকৃতদের বরাত দিয়ে সিটিটিসির কর্মকর্তারা বলছেন, গোয়াইনঘাটের লাক্কাতাবাজার সীমান্ত হাটটি প্রতি রোববার বসে দুদিন পর পর বসে। দুপুর ১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত চলে এই হাট। দুই দেশের সীমান্ত এলাকার লোকজন হাটে গিয়ে বিভিন্ন পণ্য কেনাবেচা করে। পলাতক আরব আলী সেই হাটে পণ্য বিক্রি ও কেনার আড়ালে অস্ত্র নিয়ে আসে। লাক্কাবাজারের ওপারে 'দাদা' নামে খাসিয়া সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির কাছ থেকে অস্ত্রগুলো নিয়ে আসে। প্রতি মাসে অন্তত দুই থেকে তিনটি অস্ত্রের চালান নিয়ে আসে আরব আলী। প্রতি চালানে ৩ থেকে ৪টি অস্ত্র আসে।
**সীমান্তে ২০ হাজার, ঢাকায় ৭০ হাজার :** সিটিটিসির কর্মকর্তারা বলছেন, সীমান্তের ওপার থেকে একটি বিদেশি রিভলবার ২০ হাজার টাকায় আনা হয়। সেখান থেকে শহীদ বা আমিনের মতো অস্ত্র ব্যবসায়ীরা ৪০ হাজার টাকায় কিনে আনে। ঢাকায় এসে এসব অস্ত্র বিক্রি করা হচ্ছে ৭০ হাজার টাকায়। সম্প্রতি রাজধানীর আন্ডারওয়ার্ল্ডের সদস্যরা আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। চলতি বছরেই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে একে টোয়েন্টিসহ প্রায় একশ' আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। সিটিটিসির আরেকজন কর্মকর্তা জানান, আগে ভারতের তৈরি অস্ত্রগুলোর চালান আসতো বিহারের মুঙ্গের থেকে। সেখানে একসময় বৈধ অস্ত্র তৈরির কারখানা ছিল। সেসব কারখানার অধিকাংশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কারিগররা অবৈধভাবে অস্ত্র তৈরি করে বিক্রি করতো।

## খালেদা পরিবারের নামে খাস

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
তাদের দখলে হস্তান্তর করেন। তিনি বলেন, ২০০৪ সালে এই সম্পত্তি নিয়ে মামলা হয় এবং ২০০৫ সালে রায় হয়ে যায়। এত অল্প সময়ে রায় ঘোষণা ছিল অনভিপ্রেত। এই রায়ের পর হাইকোর্টে আপিল হলে মামলার এক্সিবিট (প্রদর্শিত নথিপত্র) নিয়ে যাওয়া হয়, যার কারণে মামলটা রেডি হচ্ছে না। আজকে দিনাজপুরের ডিসির প্রতিনিধি হিসেবে সেখানকার এসি ল্যান্ড এসে এফিডেভিট করেছেন দ্রুত সময়ে আপিল শুনানি করার জন্য। জানা গেছে, দিনাজপুরের মাতাসাগরের প্রায় ৪৫ একর খাস জমি বরাদ্দ হয় খালেদা জিয়ার বাবার মালিকানাধীন দিনাজপুর লাইভস্টক এন্ড পোলট্রি ফার্মের নামে। জিয়াউর রহমানের আমলে বরাদ্দ নেয়া হয়। খালেদা জিয়ার বাবার মৃত্যুর পর তার ভাই, বোন এবং একপর্যায়ে তার মা পোলট্রি ফার্মের ব্যবসায়িক শেয়ার বিক্রি করে দেন। সর্বশেষ ঐ পোলট্রি ফার্মের শেয়ারের মালিকানা ছিল বিএনপি নেতা চারদলীয় জোট সরকারের মন্ত্রী প্রয়াত ফজলুর রহমান ও তার ভাই মিজানুর রহমানের।
২০০৪ সালে খাস জমিটি সরকারের নামে রেকর্ড হয়েছে, জানতে পেরে নিজেদের নামে স্বত্ব ঘোষণার দাবিতে দিনাজপুরের আদালতে মামলা করেন মিজানুর রহমান ও ফজলুর রহমান। বিএনপি শাসনামলে ২০০৫ সালের ১১ এপ্রিল ঐ জমির স্বত্ব তাদের দু'জনের নামে ঘোষণা করে রায় দেন দিনাজপুরের প্রথম যুগ্ম জেলা জজ আদালতের তৎকালীন বিচারক বর্তমান আইন সচিব আবু সালেহ শেখ মোহাম্মদ জহিরুল হক দুলাল। ঐ রায়ের বিরুদ্ধে ২০০৯ সালের ১৩ জানুয়ারি আপিল করে সরকার। কিন্তু মামলায় প্রদর্শিত নথি না থাকায় প্রায় ১০ বছরেও আপিল শুনানি করা সম্ভব হয়নি। রোববার আপিলটি দ্রুত শুনানির জন্য দিনাজপুরের জেলা প্রশাসকের পক্ষে একটি আবেদন করা হয়েছে।

## রাজবাড়ী সদর ডাকঘরে অভিনব

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
প্রদানের অনুরোধ জানান। এ সময় হিসাব সহকারী সাফ জানিয়ে দেন তার হিসাবে লাভসহ ৫২ হাজার টাকা অনেক আগেই প্রদান করা হয়েছে। এনিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ডাকঘর প্রাঙ্গনে হৈচৈ শুরু হয়। এ সময় সেখানে রাজবাড়ীর প্রবীন সাংবাদিক এম দেলোয়ার হোসেন, জেলা বার এসোসিয়েশনের আইনজীবী কেরামত আলী ও স্থানীয় বাসিন্দা আক্তার আলী সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।
রাজবাড়ী পোস্ট মাস্টার ডিএম নাজমুল হুদা জানান, হৈ-চৈ শুনে তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে সকলকে শান্ত করেন। এরপর ভিডিও ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করা হয়। এতে স্পষ্টতই দেখা যায় হিসাব সহকারী মিথিলা উত্তোলনকৃত টাকা কাউন্টার খন্দকারের সামনে অপেক্ষমান গ্রাহককে না দিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ডাক পিয়ন রাজ্জাকের হাতে তুলে দেন। পিয়ন রাজ্জাক কাল বিলম্ব ও কোন গননা ছাড়াই দ্রুত সেই টাকা অপরিচিত এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেন। এরই মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের ভিড় বাড়লে ডাকঘর কর্তৃপক্ষ এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। তাদের কথামত রাজবাড়ী জজ কোর্টের পিপি এ্যাড. মো. উজির আলী সেখ ও ভুক্তভোগী গ্রাহকসহ অনেকেই গত ২ সেপ্টেম্বর প্রধান ডাকঘরে গেলে টাকা ফেরত না দিয়ে তাদের সকলকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়।
উপায়ন্ত না পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহক গত ৫ সেপ্টেম্বর আদালতে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিলে ডাকঘর কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। তারা গ্রাহককে বিকেলে ডাকঘরে ডেকে এনে তার হিসাবের সমুদয় টাকা বুঝিয়ে দেন। গত ছয় সেপ্টেম্বর রাজবাড়ী পোস্ট মাস্টার নাজমুল হুদা মোবাইল বলেন, উল্লেখিত বিষয়ে রাজবাড়ী থানা কর্তৃপক্ষকে জানান হয়েছে। আর টাকা নিয়ে জটিলতার বিষয়েও সমাধানের প্রসেস চলছে। আশা করি মীমাংসা হয়ে যাবে।
এবিষয়ে ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল, কুষ্টিয়া এস এম ওয়াদুদুল ইসলামের কাছে মোবাইল ফোনে জানতে চাইলে তিনি প্রথমে কিছুই জানেন না বলে জানান। আবার পোস্ট মাস্টারের সাথে কথা বলার পরামর্শ দেন। একই সময় বলেন, সম্ভবত পুলিশ বিষয়টি টেকআপ করেছে। তবে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কিংবা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে কিনা তা কৌশলে এড়িয়ে যান। বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ডিপিএমজি ও রাজবাড়ী প্রধান ডাকঘরের পোস্ট মাস্টার চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।
এদিকে রাজবাড়ী থানার অফিসার ইনচার্জ স্বপন কুমার বলেন, ঘটনার বিষয়ে পোস্ট মাস্টার একটি জিডি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আইনগত কারণে এরূপ বিষয়ে জিডি গ্রহণ করা হয়নি। তবে ঘটনার সময়কার ভিডিও ফুটেজ আমাদের হাতে রয়েছে। এগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রতারক সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তাকে গ্রেপ্তার করা গেলে প্রতারকের সাথে ডাকঘর কর্তৃপক্ষের কোন সম্পৃক্ততা রয়েছে কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হবে।

## চুনারুঘাট হাসপাতালে সেবার মান

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
কয়েক লাখ মানুষ। ক্রমেই রোগীদের চুনারুঘাট হাসপাতালের চিকিৎসা সেবার প্রতি আস্থা ফিরে আসছে। যে হাসপাতালটি এতো দিন নিজেই নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিল সেটি এখন বিমান প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট মাহবুব আলীর হাত ধরে ধীরে ধীরে আলোর মুখ দেখতে শুরু করেছে। চুনারুঘাট হাসপাতালটি ২৫ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। এদিকে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান উপজেলার দায়িত্ব নেয়ার পর সঠিক তদারকিতে পাল্টাতে শুরু করে হাসপাতালের চিত্র। হাসপাতালের আরএমও মোমিন উদ্দিন চৌধুরী বলেন, দায়িত্ব নেয়ার পরই সমস্যা সংকট দূর করার জন্য কয়েকবার মন্ত্রণালয়ে জানিয়েও কিছু হচ্ছিল না। ফলে উপজেলার চিকিৎসা সেবার মান নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলাম। এমন পরিস্থিতিতে চিন্তা করলাম যে জনবল আছে তাদের নিয়েই এই উপজেলার স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নতি করতে হবে। ডাক্তার ও নার্সদের নিয়ে হাসপাতালকে সিসি ক্যামেরায় নিয়ে আসলাম এর ফলে কর্তব্যরত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের তদারকি অফিস থেকেই করতে পারছি। কাজে ফাঁকি দেয়ার কোন সুযোগ নেই। এখন সবাই নিজ নিজ দায়িত্বে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন। টিএইচও মোজাম্মেল হক তালুকদার বলেন, প্রতিমাসে একবার করে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারিদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। যার ফলে হাসপাতালে আসা রোগীদের সঙ্গে ডাক্তার, নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ফলে রোগীরা আর আগের মতো হাসপাতালের সেবা পেতে বিলম্ব হয় না। শুধু তাই নয়, প্রতি মাসে জেলার ন্যায় উপজেলায় পালন করা হয় 'ক্লিন হসপিটাল ডে'। এর মাধ্যমে হাসপাতালে অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। যার ফলে সেবা গ্রহীতা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার প্রতি আরো আস্থাশীল হচ্ছে। এই পদ্ধতিটি এখন সারা দেশের হাসপাতালে চিকিৎসা সেবার জন্য রোল মডেল হিসেবে কাজ করবে। হাসপাতালে আসা রোগী তাছলিমা বেগম বলেন, আগেও কয়েকবার বাচ্চাকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম। তখন ডাক্তার ও নার্সরা দায়সারা চিকিৎসা দিয়েছেন। নার্সরা তো রোগীর সঙ্গে ভালো মতো করে কথা বলতো না। এখন নার্সরা সব সময় খোঁজ খবর নেন। ডাক্তারও নিয়মিতভাবে ওয়ার্ড পরিদর্শন করছেন।
রোগীর স্বজন জসিম উদ্দিন বলেন, আগে হাসপাতালে আসলে নাকে রুমাল দিয়ে ঢুকতে হতো। ওয়ার্ডগুলোতে স্তূপ ছিল ময়লা আবর্জনার। এখন সেই জায়গা থেকে অনেকটা পরিত্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি হাসপাতাল থেকে মোটামুটি অনেক ধরনের ওষুধ বিনামূল্যে পাচ্ছি। এদিকে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুল কাদির লস্কর হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে চিকিৎসক, নার্স, রোগীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলেন এবং তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা শোনেন। তিনি বলেন, হাসপাতালে পূর্বের চেয়ে এখন ভালো চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। রোগীরা এখন হাসপাতালের স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ ও ভালো চিকিৎসা পাওয়ায় তারা হাসপাতালমুখি হচ্ছে। এখানে জনবল সংকট দ্রুত নিরসন করতে প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট মাহবুব আলী এমপির সাথে কথা বলে শূন্যপদে ডাক্তার এবং পরিচ্ছন্ন কর্মীর ব্যবস্থা করবো যাতে করে উপজেলার মানুষ এখানেই আরো ভালো চিকিৎসা পেতে পারেন বলে আশ্বস্ত করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মোজাম্মেল হক তালুকদার, আরএমও মোমিন উদ্দিন চৌধুরী, উপজেলা যুবলীগের নির্বাহী সদস্য আনোয়ার হোসেন লিজন, শেখ জসিম, ওয়াহেদ মেম্বার, পৌর ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শিপন খান প্রমুখ।

## জামালপুরের সেই ডিসি'র

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
শর্তে জানান, তদন্ত কমিটি গঠনের পর কমিটির অন্য তিন সদস্য-জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি, ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনারের একজন প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) একজন প্রতিনিধির নাম চূড়ান্ত করে পাঠানোসহ তাদের একত্রিত করে বসতে কমিটির কিছু সময় পার হয়ে গেছে। এর ফলে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত কাজ শেষ করা যাচ্ছেনা। তাই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিবের কাছে সময়ের আবেদন করলে কমিটিকে আরও ১০ কার্যদিবস সময় দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম নেপাল সফর শেষে দুপুরের পর ঢাকা ফেরেন।
এ বিষয়ে জানতে তদন্ত কমিটির প্রধান ড. মুশফিকুর রহমানের মোবাইল ফোনে কল দিলে তিনি রিসিভ করেননি।
উল্লেখ্য, জামালপুরের জেলা প্রশাসক আহমেদ কবীরের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। ২২ আগস্ট বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে একটি ফেসবুক আইডি থেকে ভিডিওটি পোস্ট করা হয়। ভিডিওটিতে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে তার অফিসের এক নারী অফিস সহায়ককে দেখা গেছে। এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এ ঘটনায় গত ২৫ আগস্ট জামালপুরের সাবেক ডিসি আহমেদ কবীরকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ওএসডি (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) করা হয়। একইসঙ্গে ঘটনা তদন্তে পাঁচ সদস্যের কমিটি করে সরকার। কমিটিকে পরবর্তী ১০ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে রোববার (২৫ আগস্ট) এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
তদন্ত কমিটিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা) মুশফিকুর রহমানকে প্রধান করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন-জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি, ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনারের একজন প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) একজন প্রতিনিধি।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, তদন্ত কমিটির সদস্যদের কেউ উপসচিব পদমর্যাদার নিচে হতে পারবেন না। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা অধিশাখার উপসচিব সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ভিডিওটির সঠিকতা যাচাই করে কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করবে।
কমিটির সদস্যরা ইতোমধ্যেই সরেজমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ভিডিওটি যাচাইয়ের বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অভিমত নিয়েছেন। কমিটিকে তদন্ত প্রতিবেদনে সুস্পষ্ট অভিমত দিতে বলা হয়েছে।

## চুনারুঘাট সেটেলমেন্ট

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
এবং লোকজনদের বাসায় যোগাযোগের ঠিকানা নিয়ে তারা বাসায় বসে জমি সংক্রান্ত ৩১ ধারার মামলায় পক্ষদের বিভিন্ন কৌশলে ভয় দেখিয়ে ও প্রলোভন দিয়ে হাতিয়ে নিয়েছেন লাখ লাখ টাকা। কিন্তু বর্তমানে মফিজ চলে যাওয়ায় বি.সি রাখাল চন্দ্র দাস নিজে বাঁচার জন্য কৌশলে মানুষের নিকট থেকে হাতিয়ে নেয়া টাকা আত্মসাৎ করার জন্য এর কোনো দায়ভার নিজে না নিয়ে কিছু জানি না বলে মফিজের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে। মফিজকে দিয়ে ১২টি মৌজার বাদী-বিবাদীদের কাছে মামলার নোটিশ জারি করেছেন এবং ৩১ ধারার মামলার শুনানিকালে এজলাসে বাদী বিবাদীর হাজিরা নিয়ে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট নথিগুলো উপস্থাপন করতেন মফিজুল এবং পাশে বসা থাকতেন রাখাল চন্দ্র দাস। রাখাল চন্দ্র দাস মফিজকে দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকাগুলো কালেকশন করাতেন। মৌজাগুলোর কাজ প্রায় শেষ। এখন শুধু মৌজা জমা দেয়া বাকি। বর্তমানে পক্ষদের কাছ থেকে টাকা নেয়ার কোনো সুযোগ না থাকায় এবং পক্ষদের মাঝে পর্চা বুঝিয়ে দেয়ার কথা ঠিক তখনি আপিল ও সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার রফিক উদ্দিন আহমেদ ও রাখাল চন্দ্র দাস কৌশলে মফিজকে সরিয়ে দেয়। মফিজকে সরিয়ে দেয়ার পরপরই ঐ বাসা থেকে সটকে পড়েন রাখাল চন্দ্র দাস। কথায় আছে না, আঙুল দিয়ে খায় না, কাঠি দিয়ে খায়। আর শেয়ানে শেয়ানে ইশারা আর আন্ধারে দেয় ধাক্কা। তাই বি.সি রাখাল চন্দ্র দাস মফিজকে সাথে নিয়ে সিলেটের দক্ষিণ সুরমা, কানাইঘাট উপজেলাসহ বিভিন্ন উপজেলায় ১২ বছর যাবত একসাথেই সেটেলমেন্ট অফিসে কাজ করেছেন এবং মফিজকে দিয়েই সব কালেকশন করাতেন, রাখাল চন্দ্র দাস থাকতেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। ঘুষ গ্রহণকারীর মূল হোতা বি.সি রাখাল চন্দ্র দাসের খুঁটির জোর কোথায়। সূত্রে জানা যায়, কানাইঘাট উপজেলায় রাখাল চন্দ্র দাস ও মফিজের এমন নাটকীয় ঘটনাও ঘটেছিল। চুনারুঘাটে কয়েক লাখ টাকা ঘুষ বাণিজ্যের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হবিগঞ্জের গোয়েন্দা সংস্থা সেটেলমেন্ট অফিসে প্রবেশের টের পেয়ে বি.সি রাখাল চন্দ্র দাস তার অপকর্মের সহযোগী মফিজকে সরিয়ে দেন। মফিজ সরে যাওয়ার পর তিনি মফিজের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজে কৌশলে বাঁচার জন্য পক্ষদের সাথে টালবাহানা শুরু করেছেন। এতে ৯ মাস যাবত হয়রানি ও প্রতারণার শিকার হচ্ছে ভুক্তভোগীরা। সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার রফিক উদ্দিন আহেমদের বাড়ি ফেনী এবং তিনি বর্তমানে ঢাকায় বসবাসরত। তিনি মাসে ২/৩ দিন সিলেট অফিসে এসে বসেন এবং তার অফিসের রাখাল চন্দ্র দাস ও কথিত পেশকার মফিজ টাকা ও মামলার নথিগুলো নিয়ে তার কাছে হাজির হত। তিনি তাদের কথা বুঝে নথিগুলোতে স্বাক্ষর করেন বলে জানা যায়। রাখাল চন্দ্র দাসের বাড়ি চট্টগ্রাম-এ। মামলা শুনানি ও নোটিশ জারির জন্য চুনারুঘাট সেটেলমেন্ট অফিসের অফিস সহায়ক বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও আপিল ও সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার রফিক উদ্দিন আহেমদ নোটিশ জারি করেছেন মফিজুলকে দিয়েই এবং ৩১ ধারার আপিল কোর্ট চলাকালীন শুনানিতে কোর্ট এজলাসে বসতেন মফিজুল। আপিল ও সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার রফিক উদ্দিন আহেমদ তার রাখাল চন্দ্র দাস থাকা সত্ত্বেও নন-স্টাফ মফিজুল ইসলাম, পিতা মৃত হানিফ কুমিল্লা দেবিদ্বার উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের সে কিভাবে রাখাল চন্দ্র দাসের অনুপস্থিতিতে বি.সির কাজ করত। এবং তার কাছে ১২টি মৌজার মামলার নথি, নোটিশ জারীসহ ভলিয়মগুলো ছিল কোনো দায়িত্বে এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অফিস সূত্রে জানা যায়, আপিল ও সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার রফিক উদ্দিন মাসে ২/১ দিন চুনারুঘাটে অফিস করেন। এদিকে ঘুষ লেনদেনের ভিডিও ফুটেজে বিবাদী দিলীপ সিং তার বক্তব্যে বলেন, সাতপাইকা মৌজার ডিপি নং- ৭১৯ খতিয়ানে আমার পর্চা একটাই হবে, আলাদা কোনো পর্চা না। এ অফিসে ৩০ ধারায়ও কাজ করাইছি। এই আপিল ৩১ ধারায়ও আপনারা আমাকে ঠকাইবেন না। এ সময় ঘুষ গ্রহণকারী বলেন, ৮টি ডিসপুটের মধ্যে এক বাদী চা শ্রমিকের কাছ থেকে না-দাবিনামা নিয়েছি, পর্চা পেয়ে যাবেন। এদিকে ঘুষ দাতা দিলীপ সিং বলেন, আমার হাতও অনেক লম্বা আছে। আইনের চোখে ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষ প্রদানকারী দু'জনই সমান অপরাধী। তাই চুনারুঘাট সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসে পর্চা নেয়ার জন্য পৌনে তিন লাখ টাকা ঘুষ দিল উপজেলার সাতপাইকা মৌজার দক্ষিণ কালিশিরী গ্রামের দিলীপ সিং। ঘুষ নেয়ার একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, উপজেলার কালিশিরী গ্রামের দিলীপ সিং ডিসপুট মামলায় পর্চা নিতে মফিজকে দুই লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা ঘুষ দেন। পর্চা দেয়ার পর আরও পঁচিশ হাজার টাকা প্রদান করবেন বলেও দিলীপ সিং জানান। মানিক ও দিলীপ সিংয়ের প্রতিপক্ষ ফারুক দেওয়া মফিজকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা দিয়েছেন বলে জানায় ফারুক। অপরদিকে জানা যায়, চুনারুঘাট মফিজের ভাড়াটিয়া বাসার প্রতিবেশী ফারুক মাহমুদের সাথে নয় মাসের বন্ধুত্ব সম্পর্ক গড়ে তুলে তার কাছ থেকে ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা ২ দিন পরে দিবে বলে হাওলাদ নিয়ে ঐদিন রাতেই বাসায় মালামাল রেখে মফিজ পালিয়ে যায়। একইভাবে পর্চা দেয়ার কথা বলে উপজেলার পারকুল চা বাগানের চা শ্রমিক কানু শুক্ল বৈদ্যের ২৫ হাজার, মানিক শুক্ল বৈদ্যের ১১ হাজার, দাড়াকান্দার মোশাহিদের ৩০ হাজার, অতিকপুরের দুলাল মিয়ার ২০ হাজার, তরুণীর প্রতিপক্ষ জিতেন্দ্র মহাজনের ১ লাখ ৩৫ হাজার, একই গ্রামের মখলিছের ৩৫ হাজার, তৈয়ব আলীর ৩৫ হাজার, সালাম মোল্লার ৩০ হাজার, পারকুল গ্রামের নুর হোসেনের কাছ থেকে ৯৩ হাজার টাকাসহ বিভিন্ন পক্ষগণের কাছ থেকে বি.সি রাখাল চন্দ্র দাস ও কথিত পেশকার মফিজ এভাবে আরো অনেক টাকা ঘুষ নেয়ার অভিযোগ উঠেছে।
এদিকে পাহারপীও গ্রামের তরণী দেবনাথের কাছ থেকে পর্চা দেয়ার কথা বলে ৩৫ হাজার টাকা ঘুষ নেন আপিল ও সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার রফিক উদ্দিন আহেমদ। কিন্তু তাকে পর্চা দেননি। ঘুষের টাকা লেনদেনের ভিডিও ফুটেজ নিয়ে সেটেলমেন্ট অফিস কর্তৃপক্ষ ও ডিসপুটদাতাদের মাঝে চলছে সমালোচনার ঝড় ও তোলপাড়। ঘুষ-বাণিজ্য অভিযোগের বিষয়ে আপিল ও সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার রফিক উদ্দিন আহেমদ, রাখাল চন্দ্র দাস ও মফিজ পরস্পর যোগসাজশে মফিজকে দিয়ে ঘুষের দর দাম করে কালেকশনসহ যাবতীয় যোগাযোগ রক্ষা করা এবং পক্ষদের পর্চা না দিয়েই প্রতারণা করে মফিজ মানুষের লাখ লাখ টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যাওয়ার বিষয়ে আপিল ও সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার রফিক উদ্দিন আহেমদ মোবাইলে জানান, তিনি এসব বিষয়ে কিছুই জানেন না। এর বেশি কোনো কথা না বলেই তিনি ফোন রেখে দেন। এ বিষয়ে চুনারুঘাট সেটেলমেন্ট অফিসের পেশকার অজিত বড়ুয়া জানান, মফিজ আউট সোর্সের মাধ্যমে কাজ করত। নোটিশ জারিসহ বিভিন্ন কাজে সে নিয়োজিত ছিল। সে চলে যাওয়ার পর শুনেছি অনেকের কাছ থেকে সে টাকা নিয়েছে। মফিজের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তার মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়। এদিকে বুধবার দুপুরে সরেজমিনে চুনারুঘাট সেটেলমেন্ট অফিসে গিয়ে জানা যায়, স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন পত্রিকায় উক্ত বিষয়ে সংবাদ প্রকাশের পর আলোচিত বেঞ্চ সহকারী রাখাল চন্দ্র দাসও চুনারুঘাট সেটেলমেন্ট অফিস থেকে সটকে পড়ে সিলেটে তিনি তার বাসায় বসে চুনারুঘাটের ১২টি মৌজার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অফিসের অনেক ব্যক্তি জানান। তবে আগত পক্ষ ও ভুক্তভোগীদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন নন-অফিসিয়াল মুন্না ও রানা নামে দুই জনৈক ব্যক্তি। এ বিষয়ে চুনারুঘাট সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসের অনিয়ম-দুর্নীতি ও লাখ লাখ টাকা ঘুষ-বাণিজ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন ও গোয়েন্দা সংস্থাসহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন ভুক্তভোগীসহ সচেতন মহল।

## চুনারুঘাটকে যে কোন মূল্যে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
ওসি শেখ নাজমুল হক বলেন, চুনারুঘাটকে যে কোন মূল্যে চুরি, ডাকাতি, মাদকসহ অপরাধ মুক্ত করা হবে। মাদক ব্যবসায়ীসহ অপরাধীরা যত বড়ই শক্তিশালী হউক না কেন তাদেরকে ছাড় দেয়া হবে না। তিনি বলেন মাদকের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হয়েছে, হয় মাদক ব্যবসায়ী থাকবে না হয় আমি থাকব। আমি যোগদানের পর থেকে এ পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ মাদক চোর, শীর্ষ ডাকাতসহ আসামি গ্রেপ্তার করেছি। এছাড়াও ইতোমধ্যে এক ডাকাত গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। এ মাসে অন্যান্য বছরের তুলনায় মামলা কমেগেছে আশা করি সকলের সহযোগিতা পেলে চুনারুঘাটকে মাদকমুক্ত শ্রেষ্ঠ উপজেলায় দাঁড় করাতে পারব। একান্ত সাক্ষাৎকালে ওসি আরও বলেন, আমাদের ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণ মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। দেশ থেকে মাদক উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত পুলিশের কঠোর নজরদারি অব্যাহত থাকবে। তিনি উপজেলার সকল শ্রেণী পেশার লোকজনের কাছে সকল প্রকার সহযোগিতা আশা করেন। ওসি বলেন, দলমতের ঊর্ধ্বে থেকে আপনারা আমাকে মাদকের তথ্য দিয়ে যাবেন, আমার সকল প্রকার সহযোগিতা আপনাদের প্রতি থাকবে। ওসি শেখ নাজমুল হক বলেন, আমার চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মাদকমুক্ত চুনারুঘাট উপজেলা গড়ে তোলা। আপনাদের লেখনীর মাধ্যমে আমি মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। মাদক নির্মূলের ক্ষেত্রে কোন তদবির চলবে না। এখন থেকে মাদককে যে প্রশ্রয় দেবে সে যদি আমার পুলিশও হয় কিংবা কোন দলের হয় আমার থানায় থাকতে পারবে না। আমাদের যে পরিমাণ পুলিশ নিয়োজিত রয়েছে তা দিয়ে মাদক প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তাই মাদক থেকে আমাদের উপজেলার মেধা ও প্রতিভাকে বাঁচাতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকসহ সবাইকে সচেতন হতে হবে। মাদকের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে সরকার মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে। মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই এ মাদক বিরোধী জিহাদ ঘোষণা জানিয়েছেন ওসি শেখ নাজমুল হক। এদিকে পৌর শহরে চুরির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এসব চুরি রোধে পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি ছাড়াও এলাকাভিত্তিক পাহারা বসানো জরুরি হয়ে পড়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং ব্যবসায়ীদেরও তৎপর হওয়া দরকার। নইলে এসব চোরকে ঠেকানো যাবে না। আর এর সাথে কারা জড়িত এবং কারা এমন আতংক সৃষ্টি করছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আলোচনা শেষে সবার সম্মতিতে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়- পৌর শহরে রাত ১২টার পর থেকে সকল দোকানপাট বন্ধ থাকবে, বাজারে পাহারাদার নিয়োগ করা ও শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সভাপতি আব্দুস সালাম তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক হিফজুর রহমান মাক্সু, বিশিষ্ট মুরুব্বী তুরুক আলী মীর, হাজী আবুল হোসেন, চুনারুঘাট প্রেসক্লাব সভাপতি কামরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ ফজলুল হক তরফদার আবিদ, মাও. আজিজুল ইসলাম ব্যবসায়ী নেতা প্রনর পাল, নুরুল ইসলাম, ব্যবসায়ী গোপাল দেব, ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম, পৌর যুবলীগ আহ্বায়ক নাজমুল ইসলাম বকুল, সিসিডিএন ব্যবস্থাপক নাছির উদ্দিন, ব্যবসায়ী নেতা সাহিদুল ইসলামসহ চুনারুঘাটের সর্বস্তরের ব্যবসায়ীবৃন্দ।

## আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
২৬(২) ও ২৭(১) ধারায় মিজানুর রহমান মোল্লাকে আসামি করা হয়েছে। মিজানুর জেলার গোয়ালমারী উপজেলার রূপাপাত ইউনিয়নের আবুল হোসেনের ছেলে।

## জাপানি উদ্যোক্তাদের অটোমোবাইল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, জাপান শুরু থেকেই বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে। জাপানি কোম্পানিগুলো দীর্ঘদিন ধরে এদেশে সুনামের সাথে কনজ্যুমার প্রোডাক্টস্ বাজারজাত করে আসছে। এদেশের শিল্পখাতে জাপানি উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশের জাপানি বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রসারে সরকারের সহায়তা কামনা করেন।
শিল্পমন্ত্রী জাপানের সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা তুলে ধরে বলেন, বঙ্গবন্ধুর জাপান সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছিল। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান সফর এ সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। গুণগতমানের ফলে জাপানি পণ্যের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের আস্থা রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

## ছাত্রলীগের সভাপতি সাধারণ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
সরকার ও সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের যৌথসভা ছিল। সেই সভায় প্রায় ১০ মিনিট আলোচনা হয় ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে। আওয়ামী লীগের নেতারাই তুলে ধরেন সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন তথ্য। সভার একটি সূত্র জানিয়েছে, এসব অভিযোগের পর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। বিশেষ করে তারা দুপুরের আগে ঘুম থেকে ওঠে না।'
আলোচনায় উঠে আসে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলনে দুই নেতার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামালের তিন ঘণ্টা অপেক্ষা, সময় মতো না পৌঁছে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, সিনিয়র নেতা তোফায়েল আহমেদের মতো মানুষকেও বসিয়ে রাখা, সম্মেলনের দুই মাস পরেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন কলেজের কমিটি দিতে ব্যর্থতা, কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি করতে আর্থিক লেনদেন করা, কেন্দ্রীয় কমিটিতে অনেক বিতর্কিত, বিবাহিত ও জামায়াত-বিএনপি সম্পৃক্তদের পদায়ন করাসহ নানা বিষয়। একপর্যায়ে শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেন। জানা গেছে, শনিবার সভা চলাকালে ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক গণভবনে উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে তারা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু পরে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের পরামর্শে তারা আর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেননি।

## কে বলবে পলিথিন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
এমন দোকানের সংখ্যা খুবই কম। আর ক্রেতারাও বেশি পরিমাণ বাজার ছাড়া চটের ব্যাগ কিনতে চান না। কারওয়ানবাজারে সারি সারি পলিথিনের দোকান রয়েছে। সেখানে কথা হচ্ছিল পাইকারি দোকান 'শিপন প্যাকেজিং স্টোর' এর কর্মী খাজিবুলের সঙ্গে। তিনি জানালেন, ১৩ থেকে ১৮ ইঞ্চি আকারের রঙিন পলিথিন পাইকারি দরে প্রতি কেজি ১৬০ টাকায় বিক্রি করেন। এরচেয়ে সামান্য বড়গুলো বিক্রি করেন ১৮০ থেকে ২০০ টাকায়।
পলিথিনে করে পণ্য কিনে যাচ্ছিলেন এক ক্রেতা। এর ক্ষতি নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বাসা থেকে ব্যাগ আনা হয় না। তার জন্য পলিথিনে করে বাজার নিয়ে যাচ্ছি। তাছাড়া ব্যাগ সঙ্গে করে বহন করা খুব ঝামেলা।' কাঁঠালবাগান বাজারে গিয়ে দেখা যায় এক নারী পলিথিনের ব্যাগে করে চাল নিয়ে যাচ্ছেন। খানিকটা পথ যাওয়ার পর ব্যাগের নিচের অংশে ছিঁড়ে সব চাল রাস্তায় পড়ে যায়। খানিকটা চাল ময়লাসহ কুড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় নিজেই বলছিলেন, বাজারের ব্যাগ না আনায় এই সর্বনাশ হয়েছে।
২০০২ সালে সরকার আইন করে পলিথিন নিষিদ্ধ করে সরকার। তখন বাজারে ব্যাগের ব্যবহারের পাশাপাশি কাগজের ঠোঙা বিক্রি হতো। কিন্তু যথাযথ আইনের প্রয়োগ না হওয়া অল্প কিছু দিন পলিথিন নিষিদ্ধ থাকলেও আবার নিষিদ্ধ পলিথিনে ভরে যায় বাজার। আইন অনুযায়ী পলিথিন উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণে প্রথম অপরাধে অনধিক দুই বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড এবং পরের প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন দুই বছর, অনধিক ১০ বছরের কারাদণ্ড বা অন্তত দুই লাখ টাকা, অনধিক ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন অপরাধীরা। বিক্রি, বিক্রির জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের দায়ে অনধিক এক বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।
পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের দায়ে অন্যূন দুই বছর, অনধিক ১০ বছরের কারাদণ্ড বা অন্যূন দুই লাখ টাকা, অনধিক ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড (জরিমানা) বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন অপরাধীরা। শাস্তি কম না। তবু কেন পলিথিন ব্যাগ বন্ধ করা যাচ্ছে না? বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন-বাপার সাবেক সাধারণ সম্পাদক এম এ মতিন বলেন, 'আইন প্রয়োগে ব্যর্থতার কারণেই নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগ বন্ধ করা যাচ্ছে না। অথচ আমরা সবাই জানি পলিথিন পরিবেশের জন্য খুব ক্ষতিকর তারপরও দিন দিন এটার ব্যবহারকে বাড়াচ্ছি। সরকার কেন আইনের প্রয়োগ দিয়ে এটা বন্ধ করছে সেটাই আমার বোধগম্য নয়।'

## শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের ২৮৪তম সভা অনুষ্ঠিত

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর পরিচালক পর্ষদের ২৮৪তম সভা সম্প্রতি ব্যাংকের কর্পোরেট প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান আকাচ উদ্দিন মোল্লা সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বেশকিছু সংখ্যক বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদন এবং ব্যাংকিং নীতিমালা রিভিউ করা হয়।
সভায় অন্যান্যদের মধ্যে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের ভাইস-চেয়ারম্যান মো. গোলাম কুদ্দুছ ও খন্দকার শাকিব আহমেদ, পরিচালকবৃন্দ মো. সানাউল্লাহ সাহিদ, মো. আব্দুল হালিম, মহিউদ্দিন আহমেদ, এ. কে আজাদ, মোহাম্মদ ইউনুছ, ফকির আখতারুজ্জামান, খোরশেদ আলম খান, মো. মশিউর রহমান চমক, স্বতন্ত্র পরিচালক ইকবালুল হক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এম. শহীদুল ইসলাম, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল আজিজ,উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ মো. শাহ্জাহান সিরাজ ও ইমতিয়াজ ইউ আহমেদ এবং কোম্পানি সচিব মো. আবুল বাশার উপস্থিত ছিলেন।-বিজ্ঞপ্তি

## ১৭৫ আইন কর্মকর্তার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
সম্পন্ন করা হয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্ত ১০৫ সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের মধ্যে ব্যারিস্টার আল-মামুনের হাইকোর্টে প্র্যাকটিসের সময়কাল চার বছর দুই মাস। যা আইনানুযায়ী সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্টে ন্যূনতম পাঁচ বছর প্র্যাকটিসের অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। এ নিয়োগ বাংলাদেশ ল' অফিসার অর্ডার ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৩(৩) এবং বাংলাদেশ ল' অফিসার (সংশোধিত) আইন ২০০১ এর সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন বলে তিনি জানান।
আল-মামুন ছাড়াও নিয়োগ পাওয়া ১০৫ জন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের মধ্যে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত ক্রমিক নাম্বার ৯৯ থেকে ১০৫ পর্যন্ত (১০৪ নং বাদে) ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সন্দেহজনক। কারণ প্রজ্ঞাপনে এদের কারো হাইকোর্টে তালিকাভুক্তির (এনরোলমেন্ট) তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। ফলে এ সকল নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের হাইকোর্টে প্র্যাকটিসের অভিজ্ঞতা ৫ বছর আছে কি-না তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। রিটে সরকারি আইন কর্মকর্তা নিয়োগ, পদোন্নতি, অপসারণ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিসহ সকল বিষয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে একটি স্বাধীন প্রসিকিউশন সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠার নির্দেশনাও চাওয়া হয়েছে। গত ৭ জুলাই ১০৫ জনকে সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল ও ২১ জুলাই ৭০ জনকে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার।

## কো-অপারেটিভ প্রতারণা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
খুলনা, জামালপুর ও ময়মনসিংহে আত্মসাতের প্রমাণ মিলেছে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি রাজধানীর মিরপুর শাখা থেকে প্রায় ১৮ কোটি টাকা, ময়মনসিংহের গফরগাঁও শাখা থেকে ২০ কোটি, নারায়ণগঞ্জ শাখা থেকে ৭০ কোটি, খুলনা ও বাগেরহাট থেকে প্রায় ১০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার তথ্য-প্রমাণ মিলেছে। সব মিলিয়ে আত্মসাতের পরিমাণ হবে অন্তত হাজার কোটি টাকা। দুদকের মামলার কথা শুনে প্রতিদিনই নতুন নতুন অভিযোগ জমা হচ্ছে। অন্তত ১২ থেকে ১৮টি মামলার তথ্য-প্রমাণ মিলেছে। তবে মামলার সংখ্যা আরো বাড়তে পারে।
আরবান কো-অপারেটিভ মিরপুর শাখায় ১৭ লাখ টাকা জমা রেখে পথে পথে ঘুরছেন গ্রাহক শেখ শওকত। তিনি বলেন, ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আমি ১৭ লাখ টাকা সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রেখেছিলাম। আমার আত্মীয়-স্বজন রেখেছে আরো ৪০ লাখ টাকা। প্রথম কয়েক মাস মুনাফা পেলেও তারপর আর কোনো টাকা পাইনি। এখন মুনাফা তো দূরের কথা, আসল ফেরত পেলেই সন্তুষ্ট। মিরপুর শাখায় প্রায় ১৯ হাজার গ্রাহক ছিল। সকলেরই একই অবস্থা। আমরা এর বিচার চাই।
এ বিষয়ে দুদক সচিব মুহাম্মদ দিলোয়ার বখত বলেন, 'প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে প্রায় ১০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেডের বিরুদ্ধে দুদক সম্প্রতি একটি মামলা দায়ের করেছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধান চলমান রয়েছে। ভবিষ্যতে আমাদের আইনি পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে।'
১৯৪০ সালের সমবায় আইনের আওতায় আর্থিক কার্যক্রমে ১টির বেশি শাখা খোলার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও এ প্রতিষ্ঠান অন্তত ৩৮ জেলায় শাখা খুলে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। একস্থানে বড় সাইনবোর্ড দিয়ে কার্যক্রম শুরু করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার কিছুদিন পরই বন্ধ করে অন্য জেলায় চলেছে অবৈধ ব্যাংকিং।
অনুসন্ধানে দেখা যায়, দি ঢাকা আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড ১৯৬৯ সালের ২৭ অক্টোবর সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধন (নিবন্ধন নং-৭১০) দেখালেও কখনোই নিবন্ধিত হয়নি। এমনকি এ সংক্রান্ত কোনো নথি সমবায় অধিদপ্তরেও সংরক্ষিত নেই। শুধু কি তাই, ব্যাংকিং নামে কোনো নথি না থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ ৩৬ বছর পূর্বের ঐ ভুয়া নিবন্ধন ও একটি ভুয়া লিকুইডেশন (অবসায়ন) নম্বর-৩৩৩৮ দেখিয়ে অসাধু কিছু সমবায় কর্মকর্তার যোগসাজশে দি আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড সারা দেশে শাখা খুলে অবৈধ ব্যাংকিং শুরু করে। ১৯৬৯ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ৩৬ বছরে অজ্ঞাত প্রভাবে কোনো অডিট করেনি সমবায় অধিদপ্তর। ফলে প্রতারক চক্র থেকে গেছে আড়ালে ও বহাল তবিয়তে। শুধু তাই নয় অবৈধ সুবিধা দিয়ে সমবায় অধিদপ্তরের সাবেক কর্মকর্তারা পরবর্তী সময়ে সরাসরি আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন বলে দুদকের অনুসন্ধানে প্রমাণ মিলেছে।
দুদকের মামলায় দি ঢাকা আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. রফিকুল আলম ও তার স্ত্রী প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি মিসেস তাহমিনা বেগমসহ সাত জনের বিরুদ্ধে প্রায় ১০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। সংস্থাটির উপ-পরিচালক সেলিনা আখতার বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।

## ঢাকা ডেন্টালের অধ্যক্ষের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
মেশিন। সরকারি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার অযোগ্য মালামাল বিক্রি বা পরিত্যক্ত ঘোষণা করে ফেলে দিতে হলে কমিটি গঠন করে মূল্য নির্ধারণ কিংবা কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে তা পুড়িয়ে বা ফেলে দিতে হয়। এক্ষেত্রে নিয়মকানুনের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে ১০ ট্রাক মালামাল কলেজের বাইরে পাচার করা হয়। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে নজরদারির অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. জাহিদুর রহমান। গত ৪ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিবকে এ চিঠি দেন তিনি।
ঢাকা ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক কয়েক ট্রাক পুরনো মাল অন্যত্র সরিয়ে ফেলার বিষয়ে নজরদারির আবেদন শীর্ষক ঐ চিঠিতে তিনি লিখেন, গত ১ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর তিনদিনে প্রায় ৮-১০ ট্রাক মালামাল অন্যত্র সরিয়ে ফেলেন। এই মালামাল সরিয়ে ফেলে কীভাবে রেখেছেন বা সরকারি বিধি মতো বিক্রি করেছেন কি না তা আমাকে অবহিত করেন নাই বিধায় তিনি চিন্তিত। ঐ মালামালের মধ্যে পুরাতন ডেন্টাল ইউনিট যদি থাকে তবে সেজন্য ভবিষ্যতে হাসপাতালের ডেন্টাল ইউনিটের পুরাতন মালের হিসাব মেলানো কঠিন হবে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, পুরাতন ডেন্টাল ইউনিটের মালামাল কলেজের সম্পত্তি। তাকে না জানিয়ে মালামাল বাইরে নিয়ে যাওয়ায় ভবিষ্যতে বিপদে পড়ার আশঙ্কায় তিনি চিন্তিত। সঙ্গতকারণেই তিনি স্বাস্থ্য সচিবকে বিষয়টি অবহিত করেছেন। তবে অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও তার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক চক্রান্তের অংশ দাবি করে কলেজের অধ্যক্ষ ডা.হুমায়ুন কবির বলেন, সম্প্রতি রাজধানীসহ দেশব্যাপী ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি স্ব-উদ্যোগে কলেজের নারী হোস্টেলের অভ্যন্তরে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার নির্দেশ দেন। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে তাড়াহুড়ো চেয়ারটেবিল পড়ে থাকায় কলেজের সচিবকে ময়লা আবর্জনা দূরে কোথাও ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেন। তার জানা মতে মাত্র একদিনই গার্বেজ (ময়লাস্তূপ) বাইরে ফেলা হয়, তিনদিন নয়।
তিনি বলেন, একটি স্বার্থান্বেষী মহল তার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে ষড়যন্ত্র করছে। গতবছর প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগদানের সময়ও তারা যোগদানে বাধার সৃষ্টি করে। এরই ধারাবাহিকতায় বদনাম করতে মালামাল বাইরে পাচার করেছি বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

## স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে কটূক্তি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
ব্যবহৃত জলি মেহেজাবিন খান ফেসবুক আইডি থেকে একটি পোস্টকৃত ছবির মন্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিলাই (বিড়াল) লিখে কটূক্তি করেন তিনি। প্রসঙ্গত, ৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা ৪৯ মিনিটে তিনি তার ব্যবহৃত জলি মেহেজাবিন খান নামের ফেসবুকে সেই ছবিটি পোস্ট করেন। ছবির ক্যাপশনে এ কারা কর্মকর্তা লেখেন, ৫৬তম ব্যাচ কারারক্ষী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের শপথ গ্রহণ ও সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান এমপি। এ অনুষ্ঠানের ধারাভাষ্যকার হিসেবে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি............। (লেখাটি পরিমার্জিত) ছবিতে কমেন্ট করেন এ নারী কর্মকর্তার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী। এর মধ্যে শারমিন ববি নামের একজন মন্তব্য করেছেন, 'আক্কা মন্ত্রী বানান টা একটু ঠিক করে দেন, না হলে কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মাইন্ড খাইতে পারে।' এ কমেন্টের প্রতিউত্তরে সাতক্ষীরার ডেপুটি জেলার জলি আক্তার ওরফে জলি মেহেজাবিন খান লিখেছেন, 'আমি চাটুকারিতা একদম পছন্দ করি না আক্কা (আপা), চাকরি করি জেলখানায়, এরকম বহু নামি-দামি ব্যাঘ্র (ব্যাঘ্র) ভেতরে আসলে বিলাই (বিড়াল) হয়ে যায়...যাই হোক, স্পেলিং মিসটেক হয়েছে এবং সেটা অনিচ্ছাকৃত।' তার উত্তরে শারমিন ববি লিখেছেন, তোকেতো ভালো করেই চিনি, চাটুকারিতা যে করিস না সেটাও জানি, জাস্ট বানান ভুলটা চোখে পড়লো তাই তোকে জানালাম।' সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে স্ট্যাটাস দিয়ে সেখানে মন্ত্রীকে নিয়ে এমন কটূক্তি কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে সেই বিষয়ে যোগাযোগ করা হয় ডেপুটি জেল সুপার জলি আক্তার ওরফে জলি মেহেজাবিন খানের সঙ্গে। তিনি বলেন, ফেসবুক আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেখানে আমি কি লিখবো সেটা অন্য কাউকে তো বলবো না। আর কোন প্রসঙ্গে কার সঙ্গে বলেছি সেটাও আপনার জানতে হবে।

## বিমানের অব্যবস্থপনায় গ্রাউন্ড

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
পারার কারণে কোনও বেতন-ভাতা পেতেন না কর্মীরা। তবে, এ বছর জুন থেকে দৈনিক-কর্মীদের চিকিৎসা-সুবিধা চালু করে বিমান।
জানা গেছে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেশি-বিদেশি ৩৯টি এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট পরিচালিত হয়। দিনে গড়ে এসব এয়ারলাইন্সের ২৫০টি ফ্লাইট ওঠা-নামা করে। এরমধ্যে ১৩০টি থাকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট। কেবল দেশি ৩টি এয়ারলাইন্স নিজেদের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং নিজস্ব জনবল দিয়ে করে। বাকি এয়ারলাইন্সগুলোর গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং করছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। বিমান গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিংয়ের আওতায় বিভিন্ন এয়ারলাইন্স ও যাত্রীদের লাগেজ সরবরাহসহ অন্যান্য কাজ করে থাকে। কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের আওতায় আমদানি-রপ্তানিপণ্য উড়োজাহাজে ওঠানো-নামানোর কাজ করা হয়। বিমান সূত্রে জানা গেছে, ২০১৭ সালে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের জন্য প্রায় ১০০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি কেনে বিমান। গ্রাউন্ড, ফ্লাইট, লাগেজ, কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের জন্য প্রায় ৩৫ রকমের যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। এরমধ্যে রয়েছে, এয়ার প্যালেট ট্রান্সপোর্টার, এয়ারক্রাফট এয়ারকন্ডিশনিং ইউনিট, এয়ার স্ট্রাশকার্ট, এয়ার ওয়াটার কার্ট, প্যালেট লোডার, ব্যাগেজ টোও ট্র্যাক্টর, ব্যাগেজ ট্রলি, পুশকার্ট ইত্যাদি। এই ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। এছাড়া, বিমানবন্দরে অ্যাপ্রোন এলাকায় যান চলাচলের সর্বোচ্চ গতিসীমা ১৫ কিলোমিটার নির্ধারিত। তবে, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং-কর্মীদের। এছাড়া, নিয়ম মেনে নির্ধারিত গতিতে যান চলাচলের পর্যবেক্ষণ করেন না দায়িত্ব থাকা বিমানের কর্মকর্তারাও। অদক্ষ পরিচালনা ও নিয়ম না মানায় ঘটছে দুর্ঘটনা। অন্যদিকে, এসব সমস্যা সমাধানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নেই মনিটরিং। জানা গেছে, ২০১৭ সালের ১০ অক্টোবর বেল্ট লোডারের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বোয়িং ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ। বেল্ট লোডার লেগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইঞ্জিনের বেশকিছু ব্লেড। একই বছরের ৫ আগস্ট বিমানের জিএসই অপারেটর মো. নজরুল অসতর্কভাবে টো-ট্রাক্টর পরিচালনার কারণে বিমানের কার্গো হেলপার মো. সেলিম মারাত্মকভাবে আহত হন। এরপর ২০১৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর শাহজালাল বিমানবন্দরে বিমানের টোয়িং ট্রাক্টরের আঘাতে নভোএয়ারের এটিআর ৭২-৫০০ বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
জানা গেছে, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ট্রলির আঘাতে আহত হন ক্যাজুয়াল ট্রাফিক হেলপার আলী আহমেদ। একইমাসে ট্রলি পায়ের ওপর পড়ায় আহত হন ক্যাজুয়াল ট্রাফিক হেলপার মো. নুরুজ্জামান। জুন মাসে আহত হন জিএসই হেলপার মো. তানজিল হক, ক্যাজুয়াল ট্রাফিক হেলপার মো. নূর হোসেন। এছাড়া, চলতি বছর আরও আহত হন ক্যাজুয়াল ট্রাফিক হেলপার মো. বেল্লাল হোসেন, ক্যাজুয়াল ট্রাফিক হেলপার মো. রফিকুল আলম, ক্যাজুয়াল ট্রাফিক হেলপার মো. গোলাম মওদুদ, ক্যাজুয়াল ট্রাফিক হেলপার মো. বেল্লাল হোসেন, ক্যাজুয়াল ট্রাফিক হেলপার মো. আলী মিয়া, ক্যাজুয়াল ট্রাফিক হেলপার মো. জামাল হোসেন, ক্যাজুয়াল কার্গো হেলপার নুরুল ইসলাম হাওলাদার, মো. রোমান, মো. রফিকুল ইসলাম, মো. খলিলুর রহমান, মো. শফিউল আলম, মো. আমজাদ হোসেন, মো. ইদ্রিস, টিপু সুলতান। কেউ আহত হয়েছেন টো ট্রাক্টরের ধাক্কায়, কারও পায়ের পর উঠেছে টো-ট্রাক্টর, কারও ক্ষেত্রে ঘটেছে যন্ত্রপাতির আঘাত। গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের ৬-৭ দিনের ট্রেনিং দিয়ে কাজ করতে দেওয়া হয়। সময়মতো হয় না রিফ্রেশার ট্রেনিং। বেতন কম হওয়ায় কর্মীদের অতিরিক্ত সময়ে ওভার টাইম কাজ করার প্রবণতা রয়েছে। ফলে অতিরিক্ত কাজ করার কারণে ভুলের পরিমাণ বাড়ছে। এতে দুর্ঘটনাও ঘটছে। এছাড়া, মনিটরিংয়ের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের নজরদারি না থাকায় নিয়ম না মানলেও কারও বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। দুর্ঘটনা প্রতিরোধ প্রসঙ্গে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সাবেক পরিচালক জাকির হাসান বলেন, 'বিমানবন্দরের কাজ করার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল দরকার। তবে শুধু প্রশিক্ষিত করলেই হবে না, তাদের যথাযথভাবে মনিটরিংও করতে হবে। কমপক্ষে ৩-৪টি শিফটে কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত জনবলও প্রয়োজন।' এ বিষয়ে জানতে একাধিকবার চেষ্টা করেও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ক্যাপ্টেন ফারহাত হাসান জামিলের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। অন্যদিকে, মোবাইলফোনে একাধিকবার কল দিয়ে ও এসএমএস পাঠিয়েও বিমানের জনসংযোগ বিভাগ থেকেও কোনও জবাব পাওয়া যায়নি। এই বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মহিবুল হক বলেন, 'যারা গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ে কাজ করেন, তারা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বিমানের নিজস্ব ট্রেনিং সেন্টার আছে। সেখানে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনায় কেউ যদি আহত হন, তার চিকিৎসার ভার বহন করবে বিমান।' কেউ আহত হয়ে বাড়ি চলে যাবেন, আর কেউ খবর নেবেন না, এটা হবে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

## পঞ্চগড়ে বন বিভাগের জমি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
প্রধানপাড়া গ্রামের এক মাদ্রাসা শিক্ষকের বিরুদ্ধে। তার নাম মাহমুদুল আলম। গত শনিবার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকালে তার লোকজন ট্রাক্টর নিয়ে হালচাষ করতে গেলে পুলিশ সেটি জব্দ করে চেয়ারম্যানের জিম্মায় দেয়। পরে পঞ্চগড় সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুহুল আমিন ঐ রাতেই বোদা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন। জানা গেছে, পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার বেংহারী ইউনিয়নের নন্দরাম মণ্ডল মৌজায় বন বিভাগের ১০৮ একর জমি রয়েছে। পঞ্চগড় সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঐ জমির মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রায় ১৩ একর জমি সামাজিক বনায়ন করতে স্থানীয় ১২ জন উপকারভোগীকে ১০ বছরের জন্য বরাদ্দ দেন। মাদ্রাসা শিক্ষক মাহমুদুল আলম ঐ ১৩ একর জমির মধ্যে প্রায় ৬ একর জমিতে বাদাম চাষ করার জন্য শনিবার বিকালে ট্রাক্টর দিয়ে হাল চাষ শুরু করেন। এ সময় উপকারভোগীরা বন বিভাগকে জানালে পঞ্চগড় সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারিরা ঘটনাস্থলে গিয়ে হাল চাষে বাধা দেন। কিন্তু মাহমুদুল আলমের লোকজন বোদা উপজেলার ঝলঝলি গ্রামের আব্দুল জলিল ও একই উপজেলার মানিক পীর এলাকার সফিউল ইসলাম বাধা না মেনে হাল চাষ করতে থাকেন। একপর্যায়ে উপকারভোগীরা বিষয়টি ফোনে বোদা থানাকে জানায়। পরে বোদা থানা পুলিশ ট্রাক্টরটিকে জব্দ করে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের জিম্মায় দেয়।
পঞ্চগড় সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুহুল আমিন বলেন, 'এই মৌজায় বন বিভাগের ১০৮ একর জমি রয়েছে। বন বিভাগ স্থানীয়দের নিয়ে সামাজিক বনায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। বনায়নের কাজও শুরু হয়েছে। কিন্তু অভিযুক্তরা জমি দখল করে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করেন।' মাদ্রাসা শিক্ষক মাহমুদুল আলম বলেন, '৬ একর জমি স্থানীয় রেকর্ডিয় মালিকদের কাছ থেকে প্রায় ১০ বছর আগে জমি কিনেছি। আমার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বন বিভাগকে দেখাবো।' বোদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু হাসনার মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান বলেন, বন বিভাগের লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। এখনও মামলা দায়ের করা হয়নি। বন বিভাগকে সহযোগিতা করতে আমরা প্রস্তুত।'

দৈনিক
# পাঞ্জেরী
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ The Daily Panjeree

রেজিঃ ডিএ ১৮৭৮ ■ বর্ষ ৮ ■ সংখ্যা ১৬১ ■ ঢাকা সোমবার ■ ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ■ ২৫ ভাদ্র ১৪২৬ বাংলা ■ ৯ মহররম ১৪৪১ হিজরি ■ পৃষ্ঠা ৮ ■ মূল্য ৪ টাকা

## গ্রেডিং পদ্ধতি সংস্কার : সর্বস্তরে চালু হচ্ছে জিপিএ-৪

নিজস্ব প্রতিবেদক

পাবলিক পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি সংস্কার করা হচ্ছে। পুরোনো পদ্ধতি জিপিএ-৫ এর পরিবর্তে নির্ধারণ করা হয়েছে জিপিএ-৪। এতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেএসসি পর্যন্ত একই গ্রেডিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হবে।

রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে গ্রেড পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে আয়োজিত সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি।

পাবলিক পরীক্ষায় গ্রেড পরিবর্তন কমিটির সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক অধ্যাপক শাহাদাত হোসেন নতুন গ্রেড পদ্ধতি উপস্থাপন করেন। এরপর সকলের সম্মতিতে খসড়া প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করা হয়। তবে এ সংক্রান্ত আরও দুই-একটি সভা করা হবে বলে সভায় উপস্থিত একাধিক কর্মকর্তা নিশ্চিত করেন।

গ্রেড পরিবর্তন প্রস্তাবনায় ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

## খালেদা পরিবারের নামে খাস জমি : ফেরত চায় সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পরিবারের সদস্যদের নামে ৪৫ একর খাস জমি বরাদ্দ দেয়ার মামলায় আপিল দ্রুত শুনানির জন্য আবেদন করেছে সরকার। রোববার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের পক্ষে এসি ল্যান্ড মো. আরিফুল ইসলাম এ আবেদন করেন।

আবেদন দায়েরের পর সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল কাজী বশির আহমেদ সাংবাদিকদের জানান, এটা সরকারের সম্পত্তি। সাবেক আইন সচিব (আবু সালেহ শেখ মোহাম্মদ জহিরুল হক দুলাল) দিনাজপুরের যুগ্ম জেলা জজ হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে অতি দ্রুত রায় দিয়ে এসব জমি ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

পাহাড়ে বনের জোত পারমিট অনুবলে অবৈধভাবে বৃক্ষ নিধন করে কাঠ পাচার চলছে বন কর্মকর্তাদের সহযোগিতায়। এর ফলে পাহাড় ও বন ধ্বংসের কবলে পড়েছে। ছবিটি রোববার সকালে বান্দরবান শহরের বালাঘাটার অবৈধ স'মিল ও অবৈধ কাঠ ডিপো এলাকা থেকে তোলা —পাঞ্জেরী

# অস্ত্র চোরাচালানের নতুন রুট সীমান্ত হাট!

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্ত এলাকাগুলোতে নজরদারি বাড়িয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এ কারণে আগ্নেয়াস্ত্র আনার রুট পাল্টাচ্ছে অস্ত্র ব্যবসায়ীরা। অস্ত্র চোরাচালানের জন্য তারা এখন বেছে নিয়েছে সিলেটের গোয়াইনঘাট এলাকা এবং এর পাশের লাকাটবাজার সীমান্ত হাট। বিশেষ করে পণ্য বেচাকেনার আড়ালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজর এড়িয়ে সীমান্ত হাট দিয়ে অস্ত্রের চালান ঢুকছে বেশ সহজেই। একেকটা চালানে থাকছে চার-পাঁচটি করে অস্ত্র। সীমান্ত এলাকা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে নানা কৌশলে তা নিয়ে আসা হচ্ছে রাজধানী ঢাকাতেও। গত বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর সায়েদাবাদ এলাকা থেকে দুই অস্ত্র ব্যবসায়ী ও তাদের এক সহযোগীকে গ্রেপ্তারের পর এসব তথ্য জানতে পেরেছে ঢাকার কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট- সিটিটিসির স্পেশ্যাল অ্যাকশন গ্রুপ।

সিটিটিসির স্পেশ্যাল অ্যাকশন গ্রুপ (এসএজি)-এর উপ-কমিশনার মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন বলেন, 'অস্ত্র চোরাকারবারিরা প্রতিনিয়ত তাদের রুট বদল করে থাকে। আগে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে পাশের দেশ থেকে অস্ত্র আসতো। সেসব এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারি বাড়ানোর কারণে নতুন রুটে অস্ত্র আসছে। আমরা অস্ত্র ব্যবসায়ী চক্রের তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছি। তাদের আরও কয়েকজন সদস্য পলাতক রয়েছে। তাদের গ্রেপ্তারেও অভিযান চালানো হচ্ছে।'

তিনি আরও জানান, ঢাকায় গ্রেপ্তার হওয়া দুই অস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তিনটি রিভলভার উদ্ধার করা হয়েছে, যার মধ্যে দু'টি ১২ চেম্বারের, এসব রিভলবার সচরাচর পাওয়া যায় না।

সিটিটিসি সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিটিটিসির স্পেশ্যাল অ্যাকশন গ্রুপের আর্মস এনফোর্সমেন্ট টিমের সদস্যরা জানতে পারেন সায়েদাবাদ এলাকায় কয়েকজন অস্ত্র ব্যবসায়ীর মধ্যে অস্ত্র বিনিময় হচ্ছে। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় আব্দুল শহীদ (৪০), সোলন মিয়া (৩৮) ও আনহার মিয়াকে (৪০) আটকের পর তাদের কাছ থেকে দু'টি পয়েন্ট ২২ বোরের এবং একটি পয়েন্ট ৩২ বোরের রিভলভার উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানের বিষয়টি টের পেয়ে আমিন মিয়া ও আরব আলী নামে দুই অস্ত্র ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

## চুনারুঘাট হাসপাতালে সেবার মান বাড়াতে উপজেলা চেয়ারম্যানের নানা উদ্যোগ

নুর উদ্দিন সুমন, হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট হাসপাতালে চিকিৎসা সেবার মান বাড়াতে নানা ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুল কাদির লস্কর।

তার একান্ত প্রচেষ্টায় এখন সঠিক নিয়মে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন উপজেলার ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

## রাজবাড়ী সদর ডাকঘরে অভিনব জালিয়াতি

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

প্রতারণার মাধ্যমে রাজবাড়ী প্রধান ডাকঘরে রক্ষিত এক বিধবার নামীয় স্থায়ী আমানত থেকে উত্তোলনকৃত অর্ধলক্ষ টাকা নানা নাটকীয়তার পর অবশেষে গ্রাহককে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে প্রতারণার ঘটনায় অভিযুক্ত ডাকঘরের ক্যাশিয়ার ও পিয়ন এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে।

জানা গেছে, ২০১৬ সালে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে শহরের ভবানীপুর এলাকার পরিবহন শ্রমিক হবিবর রহমান। রাজবাড়ী জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ওই শ্রমিকের পরিবারকে ৪০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

হবিবর রহমানের স্ত্রী আকিরন নেছা জানান, তার বিবাহযোগ্য কন্যার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে গত ০২/০৫/২০১৬ ইং তারিখে তিনি ঐ টাকা ৩ বছর মেয়াদী স্থায়ী আমানত হিসেবে রাজবাড়ী প্রধান ডাকঘরে গচ্ছিত রাখে। এদিকে স্থায়ী আমানতের মেয়াদপূর্তির সাথে সাথে নিহত পরিবহন শ্রমিকের কন্যার বিয়ের কথাও পাকাপাকি হয়। বিয়ের খরচ যোগাতে তাদের গচ্ছিত আমানত উত্তোলনের প্রয়োজন হওয়ায় গত ২৬ আগস্ট বিধবা আকিরন নেছা রাজবাড়ী প্রধান ডাকঘরে স্বশরীরে হাজির হন। পরবর্তীতে ডাকঘরের হিসাব সহকারী মিথিলা কবীর খান'র পরামর্শ অনুযায়ী নিরক্ষর বিধাব মহিলা আরেক গ্রাহকের সহায়তায় ওই ফরম পূরণ করে কাউন্টারে জমা দেন।

শুরু হয় অপেক্ষার প্রহর। এরই মধ্যে টাকা প্রদানের জন্য ৩ দফায় তাগিদ দেওয়া হয়। কাউন্টার থেকে হিসাব সহকারী অপেক্ষা করতে বলেন। দুপুর দেড়টার সময় গ্রাহকরা একে একে চলে যেতে থাকলে বিধাবা আকিরন নেছা শেষবারের মত তার টাকা ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

## জামালপুরের সেই ডিসি'র ঘটনা তদন্তের সময় বাড়লো ১০ দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক

জামালপুরের সাবেক জেলা প্রশাসক আহমেদ কবীরের ঘটনা তদন্তের সময় বেড়েছে আরও ১০ কার্যদিবস। রোববার রাতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সূত্র জানায়, গত ২৫ আগস্ট মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম সচিব ড. মুশফিকুর রহমানকে প্রধান করে মন্ত্রিপরিষদের গঠিত পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটিকে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হয়। রোববার ছিল সেই ১০ কার্যদিবসের শেষ দিন। এই সময়ের মধ্যে তদন্ত কাজ শেষ করতে পারেনি কমিটি।

কমিটির একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

## চুনারুঘাট সেটেলমেন্ট অফিসে ঘুষ বাণিজ্য

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসে অনিয়ম ও দুর্নীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আপিল ও সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার রফিক উদ্দিন আহমেদ, বি.সি রাখাল চন্দ্র দাস ও কথিত পেশকার মফিজুলের বিরুদ্ধে কয়েক লক্ষ টাকা ঘুষ-বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। এদিকে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসে পর্চা নেয়ার জন্য পৌনে তিন লক্ষ টাকা ঘুষ দিলেন দিলীপ সিং। এ নিয়ে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মধ্যে কানাঘুষা চলছে। কয়েক লাখ টাকা নিয়ে উধাও কুমিল্লা দেবিদ্বারের মফিজ। আর প্রতারণার শিকার হয়ে ভুক্তভোগীরা হন্যে হয়ে খুঁজছে মফিজকে। এতে প্রতারণার শিকার হচ্ছে চুনারুঘাট উপজেলার ১২টি মৌজার সাধারণ লোকজন।

এদিকে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসে ১২টি মৌজার দায়িত্বরত উক্ত তিন কর্মকর্তার সাথে ভুক্তভোগীরা যোগাযোগ করতে গেলে রাখাল চন্দ্র দাস বলেন, মফিজ চলে গেছে। মফিজের সাথে যোগাযোগ করেন। আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না। চুনারুঘাট সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসের বিপরীতে দক্ষিণ বাসস্ট্যান্ড এলাকার চন্দনা ব্রিজ সংলগ্ন মদিনা শাহী সুপার মার্কেটের ২য় তলায় রাখাল চন্দ্র দাস ও মফিজ ৫নং রুমটি ভাড়া নিয়ে দীর্ঘ ৯ মাস একসাথে থেকে দিনার ম্যানশনে অফিস করতেন ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

## চুনারুঘাটকে যে কোন মূল্যে মাদকমুক্ত করা হবে
### —ওসি শেখ নাজমুল হক

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি

চুনারুঘাট থানার ওসি শেখ নাজমুল হকের সাথে ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির আইনশৃঙ্খলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় চুরি, ডাকাতি, মাদকসহ উপজেলার বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

## আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনে ফরিদপুরে দুদকের মামলা

বোয়ালমারী (ফরিদপুর) প্রতিনিধি

আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ফরিদপুরে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ফরিদপুরের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সহকারী পরিচালক কমলেশ মন্ডল বাদী হয়ে রোববার এ মামলা করেন।

মামলায় এক কোটি ৬০ লাখ ২৬ হাজার ৫৮৫ টাকা সম্পদের তথ্য গোপন এবং দুদকে দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে তিন কোটি ৪৩ লাখ ৮৫ হাজার ৪৯৭ টাকার আয়ের সঠিক উৎস না থাকায় দুদক আইন-২০০৪-এর ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

## কে বলবে পলিথিন নিষিদ্ধ?

বিশেষ প্রতিবেদক

মাছ, সবজি বা প্রতিদিনের সদাই কিনতে বাজারে যাওয়া মানুষের হাতে ব্যাগের দৃশ্য এখন বিরলই বলা যায়। কারণ, বিক্রেতারা সস্তার পলিথিনে পণ্য বুঝিয়ে দিচ্ছে ক্রেতাকে। নিষিদ্ধ হলেও প্রকাশ্যেই এই ব্যাগে পণ্য নিয়ে ফিরছেন তারা। শুধু কাঁচাবাজারের বেলায় এমনটি হচ্ছে তা নয়, কিন্তু অভিজাত বিপণি ছাড়া প্রায় সব ধরনের কেনাকাটায় ক্রেতাকে পণ্য বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে পলিথিনের ব্যাগে ভরে।

২০০২ সালে পলিথিন নিষিদ্ধ করার আদেশ ১৭ বছরেও কার্যকর করতে পারেনি সরকার। মাঝেমধ্যে কিছু অভিযান চলে কারখানায়। বন্ধও করা হয়। কিন্তু পরে আবার চালু হয় সেগুলো। আর বাজারের বিভিন্ন গলি-ঘুপচিতে কেজি দরে বিক্রি হয় এই নিষিদ্ধ পণ্য। সেখান থেকে তা যায় দোকানে দোকানে।

পলিথিনের কারণে পরিবেশের ক্ষতি, এটা অজানা নয়। তবু দেশবাসীর যেন তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। অথচ এই চিত্র নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকেও ছিল না। প্রতিটি বাড়িতে বাজারের ব্যাগ ছিল একটি সাধারণ চিত্র। চটের একাধিক ব্যাগ নিয়ে বাজারে যেত মানুষ। একটি মাছ-মাংসের জন্য, অপরগুলো শুকনো পণ্যের জন্য। কিন্তু পলিথিনের সহজলভ্যতায় এই অভ্যাস ভুলে গেছে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের মানুষ।

রাজধানীর কারওরানবাজার, কাঁঠাল বাগান ও হাতিরপুল বাজারে এক দিন সবজি, ফল, মাংস, চাল এবং মুদির দোকান পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে প্রায় সবাই পণ্য কিনে তা নিয়ে যাচ্ছেন পলিথিনে করে।

চাহিদা না থাকায় চটের ব্যাগ পাওয়া যায় ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

## ১৭৫ আইন কর্মকর্তার নিয়োগ বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে রিট

নিজস্ব প্রতিবেদক

উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনা করতে ৭০ জন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও ১০৫ সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে। রোববার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ রিট আবেদন করেন অ্যাডভোকেট ফরহাদ উদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া।

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. খায়রুল আলমের হাইকোর্ট বেঞ্চে এ সপ্তাহে শুনানি হতে পারে বলে জানিয়েছেন রিটকারি আইনজীবী।

রিটে মন্ত্রী পরিষদ সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব, আইন সচিব, আইন কমিশনের চেয়ারম্যান, অ্যাটর্নি জেনারেল সহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে।

আইনজীবী ফরহাদ উদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া সাংবাদিকদের বলেন, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতা সম্পন্ন আইনজীবীদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যা সংবিধানের ১৯, ২২, ২৭, ২৮, ২৯ এবং ৩১ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। এছাড়া সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আইন কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়া হয় তাহলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রশ্নবিদ্ধ হয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এ আইনজীবী আরও বলেন, সৎ, যোগ্য ও মেধাবীদের বাদ দিয়ে এবং পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বিবেচনা না করে শুধু রাজনৈতিক বিবেচনায় এই নিয়োগ প্রক্রিয়া ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

## ঢাকা জেলার শ্রেষ্ঠ ওসি সাভার থানার এএফএম সায়েদ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ নির্বাচিত হয়েছেন সাভার মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ এএফএম সায়েদ। গত ২ সেপ্টেম্বর সোমবার ঢাকা জেলা পুলিশের মিলব্যারাক সম্মেলন কক্ষে ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার শাহ মিজান শাফিউর রহমানের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জের সম্মাননা পদক গ্রহণ করেন তিনি।

মাদক বিরোধী অভিযান, চুরি-ডাকাতি-ছিনতাইয়ের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানসহ বিভিন্ন গঠনমূলক কাজের স্বীকৃতি ও বিচার বিশ্লেষণ করে ঢাকা জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ নির্বাচিত হন সাভার মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ এএফএম সায়েদ।

তিনি ১৯৮০ সালে খুলনা জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ওসি এএফএম সায়েদ ২৭তম আউট সাইট ক্যাডেট হিসেবে ২০০৬ সালে সাব ইন্সপেক্টর পদে চাকুরিতে যোগদান করেন। এরপর যশোর জেলার কোতয়ালী থানা, সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানা, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের শেরেবাংলা নগর থানা ও তেজগাঁও থানায় সাব ইন্সপেক্টর, পরবর্তীতে ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি পেয়ে ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানা, ঢাকা জেলা উত্তরের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এএফএম সায়েদ

## জাপানি উদ্যোক্তাদের অটোমোবাইল খাতে বিনিয়োগের পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের অটোমোবাইল শিল্পখাতে জাপানি উদ্যোক্তাদের যৌথ বিনিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, জাপানের উদ্যোক্তারা ইতোমধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে মোটরসাইকেল, সারসহ বিভিন্নখাতে বিনিয়োগ করেছে। এ বিনিয়োগ সম্প্রসারণে বর্তমান সরকারের সমর্থন অব্যাহত থাকবে।

জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট ইয়াসুচি আকাহসি রোববার শিল্পমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এসব কথা বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ সাক্ষাতকার অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ, জেট্রোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ওজি আনন্দসহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাতকালে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে শিল্পখাতে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ ও সহায়তার বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় জাপান ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

### নামাজের সময়সূচি

| ওয়াক্ত | ওয়াক্ত শুরু | জামাত |
|---|---|---|
| ফজর | ৪-২৭ | ০৫-১০ |
| যোহর | ১২-০০ | ০১-১৫ |
| আছর | ০৪-২৫ | ০৫-০০ |
| মাগরিব | ০৬-১৪ | ০৬-১৮ |
| এশা | ০৭-২৯ | ০৮-১৫ |

সূত্র : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

## পঞ্চগড়ে বন বিভাগের জমি দখল করে বাদাম চাষ!

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার বেংহারী ইউনিয়নে বন বিভাগের জমি দখল করে বাদাম চাষ করার অভিযোগ উঠেছে সদর উপজেলার মাগুরা ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

টক অব দা টাউন

## ছাত্রলীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক দুপুর পর্যন্ত ঘুমান!

নিজস্ব প্রতিবেদক

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির শীর্ষ দুই নেতার সকালে ঘুম ভাঙে না উল্লেখ করে বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই দুই নেতার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান কমিটি ভেঙে দেওয়ারও নির্দেশ দেন তিনি।

গত শনিবার (৭ সেপ্টেম্বর) রাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই নির্দেশ দেন। গত শনিবার রাতে গণভবনে দলের স্থানীয় ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

দৃষ্টিপাত

## ঢাকা ডেন্টালের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ১০ ট্রাক মালামাল পাচারের অভিযোগ

বিশেষ প্রতিবেদক

ঢাকা ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে অনৈতিকভাবে ১০ ট্রাক ভর্তি পুরনো যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন ধরনের মালামাল ট্রাকযোগে বাইরে পাচারের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। গত ১ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন ট্রাক ভর্তি মালামাল বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। বিভিন্ন ধরনের মালামালের মধ্যে ছিল কমপক্ষে ২০টি দামি চেয়ার ও ৮০ লিটারের স্টেরিলাইজার ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

## কো-অপারেটিভ প্রতারণা ফাঁসছেন শতাধিক ব্যক্তি

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

ব্যাংকিং কার্যক্রমের অনুমতি তো দূরের বিষয়, সমবায় নিবন্ধনই ছিলো ভুয়া। অথচ উচ্চ সুদের প্রলোভন দেখিয়ে ৮ বছর ধরে প্রশাসনের নাকের ডগায় দি ঢাকা আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড নামের একটি ভুয়া প্রতিষ্ঠান হাতিয়ে নিয়েছে কোটি কোটি টাকা।

লাখ টাকায় ২ হাজার টাকা সুদের প্রলোভনের ফাঁদে পথে বসেছে লাখ লাখ গ্রাহক। ২০১৪ সাল থেকে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অনুসন্ধান করলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অবশেষে গত ২৫ আগস্ট সংস্থাটির দায়ের করা প্রথম মামলা স্বপ্ন দেখাচ্ছে অপরাধীর সাজা ও গ্রাহকের টাকা ফেরতের।

অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসছে আত্মসাতের নতুন নতুন তথ্য। যার ভিত্তিতে ১২ থেকে ১৫টি মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে দুদক। শতাধিক আসামির তালিকায় ফাঁসছে সমবায় অধিদপ্তরের বর্তমান ও সাবেক মিলিয়ে বেশ কিছু শীর্ষ ব্যক্তিরা। যেখানে থাকছেন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাও। আসামির তালিকায় থাকছে ব্যাংক কর্মকর্তাদেরও নাম। নাম প্রকাশ না করার শর্তে দুদকের উর্ধ্বতন একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করছে।

এ বিষয়ে দুদকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, দি ঢাকা আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড ১৯৬৯ সালে সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখালেও কখনোই নিবন্ধিত হয়নি। অথচ সমবায় অধিদপ্তরের কিছু অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজশে সারাদেশে ৩৮টির মতো শাখা খুলে অবৈধভাবে ব্যাংকিং করে গেছে। দুদকের অনুসন্ধানে এ পর্যন্ত রাজধানীর মতিঝিল ও মিরপুর, ঢাকার বাইরে নারায়ণগঞ্জ, বাগেরহাট, ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

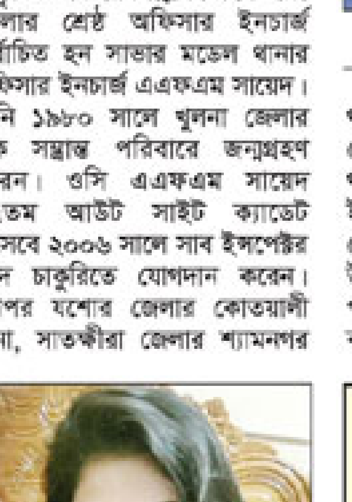

## স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে কটূক্তি করা সেই ডলি বরখাস্ত

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে কটূক্তির দায়ে সাতক্ষীরার ডেপুটি জেলার ডলি আক্তার ওরফে জলি মেহেজাবিন খানকে বরখাস্ত করে কারা অধিদপ্তরে ক্লোজড করা হয়েছে। রোববার সন্ধ্যায় কারা অধিদপ্তর থেকে সাতক্ষীরা জেলা কারাগারে নির্দেশনা পত্র এসেছে বলে নিশ্চিত করেছেন সাতক্ষীরা জেল সুপার আবু জায়েদ।

তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে ফেসবুকে কটূক্তির দায়ে সাতক্ষীরার ডেপুটি জেলার ডলি আক্তারকে সাময়িক বরখাস্ত করে কারা অধিদপ্তরে ক্লোজড করা হয়েছে। সন্ধ্যায় এ সংক্রান্ত একটি পত্র এসেছে সাতক্ষীরা কারা দপ্তরে।

গত ৩ সেপ্টেম্বর ডেপুটি জেলার ডলি আক্তারের ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

দৈনিক পাঞ্জেরী
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ The Daily Panjeree

পথচলায়
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

CHOWDHURY KNITWEARS LIMITED

Head Office:
13/A, West End Street, Central Road, Dhanmondi
Dhaka-1205, Bangladesh.
Tel: 9661120, 9661120, 9660441, 9665232
Fax: 880-2-8616750, E-mail: shamim@ckl-bd.com

Factory:
BSCIC Industrial Estate, Shibpur, Narsingdi, Bangladesh.
Tel: 9462205, 9451322, Fax: 9462779

প্রকাশক ও সম্পাদক : মো. নুরুল ইসলাম তালুকদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা, নির্বাহী সম্পাদক : তালুকদার রুমী, প্রকাশক কর্তৃক মনিরামপুর প্রিন্টিং প্রেস ৭৬/এ, নয়াপল্টন, থানা: পল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত এবং ৮৫/১, নয়াপল্টন (৫ম তলা), থানা: পল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত। সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ৮৫/১, নয়া পল্টন (৫ম তলা), ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৩৫৯১৪৬, ৯৩৬০০২৪, মোবাইল : ০১৭১২-৬৩১১৩২, ০১৭১৫-৭৯২৫০২, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৩৫৫০০৪, E-mail : panjereep@gmail.com, panjereep@yahoo.com